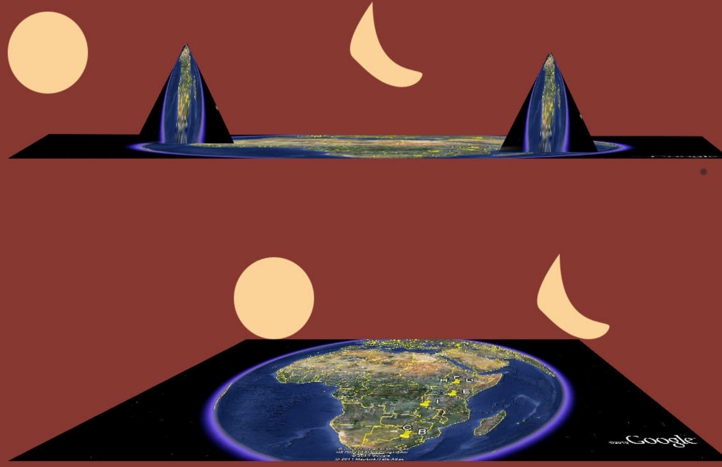
কোরআনের বর্ণনায় সমতল পৃথিবী – ১ম খন্ড

এম.কে.এ. আহমেদ



সুচিপত্র

কোরআনের বর্ণনায় সমতল পৃথিবী - ১ম খন্ড

এম.কে.এ. আহমেদ

ভুমিকা

কোরআনের বর্ণনায় সমতল পৃথিবী – ১ম খন্ড বইটিতে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে কোরান পৃথিবীকে সমতল বলেছে / যে আয়াতগুলোতে পৃথিবীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছি যে কোরানে পৃথিবীকে সমতল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে / অর্থাত কোরআনের বর্ণনায় পৃথিবী সমতল /

কতটুকু সার্থক হয়েছি সেটা নির্ধারণ করবেন আপনারা /

বইটিতে কোরানের পাচটি অনুবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে যেন পাঠককে কষ্ট করে অনুবাদ খুঁজে দেখা না লাগে / পাঠক যেন লেখার সত্যতা এই বইয়ের ভিতরেই সহজে পায় সেজন্যই পাচটা অনুবাদ দেয়া হয়েছে /

বইটি অতি দ্রুত শেষ করেছি এবং এটি ভালো করে প্রফ রিড করতে পারিনি / ফলে এর মধ্যে অনেক বানান ভুল থাকতে পারে / এটিকে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন /

বইটিতে সমস্ত শব্দ আমার নিজের হাতে টাইপ করা / এবং কারেকশন আমি নিজেই করেছি খুব অল্প সময়ে /

আশা করি বইটি পড়লে পৃথিবী সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে /

কষ্ট করে বইটি পড়ার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ /

ধন্যবাদান্তে

লেখক

এম.কে.এ. আহমেদ

প্রথম অধ্যায়

কোরআন ও সমতল পৃথিবী

বিছানা বা কার্পেট আকার পৃথিবী এবং প্রশস্তভাবে বিস্তৃত পৃথিবী

পৃথিবীর সব ধর্মের মতই ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বলে থাকে যে তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি অর্থাত কোরআন বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য / আর এই কোরআনে কোনো ভুল নেই / এবং কোরআন সম্পূর্ণ রূপে বিজ্ঞানের সাথে একমত /

কিন্তু আমরা যদি কোরআন নিয়ে যাচাই করে দেখি তখন আমরা স্পষ্টভাবেই দেখি যে এতে প্রচুর ভুল রয়েছে অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থগুলোর মত /

কিন্তু তার পরও মুসলমানরা তাদের দাবি করে থাকে যে কোরআনে যেভাবে বলা হয়েছে সেটা আধুনিক বিজ্ঞান-এর সাথে সম্পূর্ণ একমত /

এই দাবির বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই অভিযোগ উঠে আসছে এবং এখনো অভিযোগ হচ্ছে যে কোরআনে অনেক ভুল কথা বা তথ্য দেয়া আছে যেটা প্রাচীন মানুষের ভ্রান্ত ধারণা সাথে পুরোপুরি মিলে যায় / যেমন কোরআন যেসময়ে লেখা হয়েছে সেসময়ে মানুষ বিশ্বাস করতো যে আমাদের এই পৃথিবী সমতল / আমাদের উপর ছাদের মত করে তৈরী করা হয়েছে শক্ত এবং মজবুতভাবে স্থাপিত আকাশ / শুধু তাই নয় তারা বিশ্বাস করতো আকাশের উপরে আছে আরেকটা আকাশ ; এবং তার উপর আরেকটা আকাশ / এভাবেই পর পর সাতটা আকাশ স্থাপিত হয়েছে উর্ধাকাশে /

সেসময় মানুষ বিশ্বাস করতো যে সমতল পৃথিবী হাওয়ার উপর শুন্যে ভেসে আছে / এবং এটি মাঝে মাঝেই কোনো এক দিকে কাত হয়ে অথবা হেলে পড়ে যেতে থাকে / আর তাই এর উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপিত হয়েছে এবং এর ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে / আর তাই পৃথিবী হেলে-দুলে উঠে না বা কোনো দিকে কাত হয়ে বা ঢলে পড়ে যায়না / পাহাড়-পর্বত স্থাপনের ফলেই পৃথিবী ভারসাম্য রক্ষা করে স্থির হয়ে শুন্যে ভাসছে / কেউ কেউ বিশ্বাস করতো সমতল পৃথিবীকে ধরে রেখে আছে কোনো দানব অথবা কোনো দানব আকৃতির কচ্ছপ / আর এর উপর স্থাপিত পৃথিবী মাঝে মাঝে ভারসাম্য হারিয়ে এদিক ওদিক হেলে বা দুলে উঠে / আর এর ফলেই ভূমিকম্প হতে থাকে /

এরকম আরো আজগুবি ধারণা করতো সে মময়ের মানুষগুলো / কারণ সেসময় বিজ্ঞান এতটা উন্নত হয়ে উঠেনি / আর তাই মানুষগুলো প্রাচীন কালের ধারনাগুলোকেই একমাত্র সত্যি মনে করতো / এবং কল্পনা করতো এই পৃথিবী এবং এর উপর ছাদ আকৃতির মজবুত এবং দৃঢ় আকাশ সৃষ্টি করেছে একজন সৃষ্টিকর্তা / আর এসব বিশ্বাস করতো সেসময়ের মানুষগুলো / এবং তারা সেই কাল্পনিক সৃষ্টিকর্তার নানা রকম পূজাঅর্চনা অথবা প্রার্থনা করতো সেই কাল্পনিক সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের আশায় / এর অনেক আগেই ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস মানুষ করে এসেছে / আর পৃথিবী, পাহাড় ও আকাশ সম্পর্কে এই ধারণা গুলোও তৈরী হয়েছে কোরআন আবির্ভাবেরও বহু আগে / যেমন কোরআনের প্রায় পাচশত বা সাড়ে পাচশত বছর আগের ধর্ম গ্রন্থ খ্রিস্টানদের বাইবেল, সেখানেই এই ধারণা গুলো বর্ণনা করা আছে /

আর কোরআনেও আকাশ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা যেমন সাত আকাশ, বর্ণিত হয়েছে সেই প্রাচীন ধারণা থেকেই / আবার সমতল পৃথিবীর কথাও কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে নানা ভাবে / যেটা প্রাচীন মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ছিল / আর পাহাড় সম্পর্কিত ধারনাও সেই প্রাচীন মানুষগুলোর

ধারণা / আর এসব কথা কোরআনে বেশ স্পষ্ট ভাবেই বর্ণিত হয়েছে / যে কেউ কোরআন পড়লে এই কথা গুলো পাবে /

সুতরাং এটা স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায় যে অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের মত কোরআনেও প্রচুর ভুল রয়েছে / এবং সেই ভুলগুলো মানুষ বার বার মুসলমানদের কাছে উত্থাপর করেছে / তারা বলেছে যে কোরআনে পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে পৃথিবী সমতল /

কিন্তু মুসলমানরা কোরানের অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে সেই দাবির বিপক্ষে প্রতিবাদ করে আসছে /

তারা বলে কোরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়নি বরং কোরআনে পৃথিবীকে গোলাকার বলা হয়েছে /

আর আমি এই বইটিতে কোরানের বিভিন্ন আয়াত দিয়ে দেখিয়েছি যে কোরআনে পৃথিবীর আকৃতি সম্পূর্ণ রূপে সমতল বলা হয়েছে / আপনারা এই বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন যে মুসলমানদের দাবি কতটা ভুল বা মিথ্যা / কোরআনের বর্ণনায় পৃথিবী সম্পূর্ণ ভাবেই সমতল /

আসুন তাহলে কোরআনের আয়াতগুলো থেকে দেখি কোরআনে পৃথিবী সম্পর্কে এবং এর আকৃতি সম্পর্কে কি বলা হয়েছে /

কুরআন-এর ৪০ নাম্বার সুরার বর্ণিত আছে ,

(৪০) সুরা আল মুমিন , আয়াত ৬৪ :

"আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসস্থান , আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন , অতপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক /

তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা / বিশ্বজগতের পালনকর্তা , আল্লাহ বরকতময় /"

(৪০) সুরা আল মুমিন , আয়াত ৬৪ :

"আল্লাহই তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশ কে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন উত্কৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উত্কৃষ্ট রিযিক / এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক / কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ !" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৪০) সুরা আল মুমিন , আয়াত ৬৪ :

"আল্লাহই তিনি যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী বানিয়েছেন আর আকাশকে একটি চাদোয়া; আর তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, সুতরাং তিনি তোমাদের আকৃতি কত সুন্দর করেছেন ! আর তিনি তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন উত্কৃষ্ট বস্তু থেকে / এইই হচ্ছেন আল্লাহ - তোমাদের প্রভু / অতএব সকল মহিমার পাত্র আল্লাহ- বিশ্বজগতের প্রভু /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 40. Mumin, or The Believer

64. It is Allah Who has made for you the earth as a resting place, and the sky as a canopy, and has given you shape- and made your shapes beautiful,- and has provided for you Sustenance, of things pure and good;- such is Allah your Lord. So Glory to Allah, the Lord of the Worlds! (Translation by Abdullah Yusuf Ali).

40. Al Mu'min (The Believer)

64. Allah it is Who appointed for you the earth for a dwelling-place and the sky for a canopy, and fashioned you and perfected your shapes, and hath provided you with good things. Such is Allah, your Lord. Then

blessed be Allah, the Lord of the Worlds!
(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

উপরিউক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ এই পৃথিবীকে তৈরী করেছেন মানুষের বাসুপযোগী অর্থাত বাসস্থান হিসেবে / এবং মহান আল্লাহ তাআলা আকাশকে ছাদ বা চাদোয়া করে তৈরী করেছেন / এবং মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রথমে তৈরী করেছেন এবং পরে মানুষের আকৃতিকে অনেক সুন্দর করে দিয়েছেন / এবং মহান আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন খুব ভালো বা উত্কৃষ্ট রিযিক বা খাবার / আর যে মহান সত্তা এগুলো দিয়েছেন তিনি মহান আল্লাহ, মানুষের প্রভু, মানুষের প্রতিপালক / সুতরাং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান, কত বরকতময় /

আপনারা এবার লক্ষ করুন এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে তিনি এই পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযুগী করেছেন এবং আকাশকে তিনি পৃথিবীর ছাদ বা চাদোয়া হিসেবে রেখেছেন / মানুষকে সৃষ্টি করে মানুষকে সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন আর তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন খুব ভালো খাদ্য উপকরণ দিয়ে / আর তাই আল্লাহ মহান এবং বরকতময় /

আবার আরেকটা আয়াত লক্ষ করুন :

(০২) সুরা বাকারা; আয়াত ২২ :

"যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উত্পাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে / অতএব , আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ কর না / বস্তুত : এসব তোমরা জানো /"

(০২) সুরা বাকারা; আয়াত ২২ :

"যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তার দ্বারা তোমাদের জন্যে উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উত্পাদন করেন, অতএব তোমরা জেনে শুনে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না /" ((অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(০২) সুরা বাকারা; আয়াত ২২ :

"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে ফরাশ বানিয়েছেন, আর আকাশকে চাদোয়া; আর তিনি আকাশ থেকে পাঠান বৃষ্টি, তা দিয়ে তারপর ফলফসল উত্পাদন করেন তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে / অতএব আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করো না, অধিকন্তু তোমরা জানো /"(অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 2. Baqara, or the Heifer:
22. Who has made the earth your couch, and the heavens your canopy; and sent down rain from the heavens; and brought forth therewith Fruits for your sustenance; then set not up rivals unto Allah when ye know [the truth]. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 2. Baqara
22. Who hath appointed the earth a resting-place for you, and the sky a canopy; and causeth water to pour down from the sky, thereby producing fruits as food for you. And do not set up rivals to Allah when ye know [better]. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যিনি বা যে পবিত্র সত্তা মানুষের জন্য ভূমিকে বা যমীনকে বিছানা অথবা শয্যা এবং আকাশকে ছাদ বা চাদোয়া স্বরূপ বানিয়েছেন, আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বা পানি বর্ষণ করেন এবং সেই পানি দ্বারা বিভিন্ন ফল ও ফসল উত্পাদন করেন মানুষের খাবার বা রিযিক হিসেবে / অতএব আল্লাহ তাআলা বলছেন যে কেউ যেন তার সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ বা শরীক না করে / আর এই সব মানুষের(মুসলিমদের) জানা আছে /

অর্থাত এই আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তিনি পৃথিবীকে মানুষের বিছানা স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন আর আকাশকে তার ছাদ স্বরূপ করে সৃষ্টি করেছেন / এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি রূপে পানি বর্ষণ করে সেই পানি দ্বারা বিভিন্ন ফল ও ফসল উত্পাদন করে মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন / আর এজন্য কেউ যেন তার শরীক না করে অর্থাত তার সমকক্ষ কাউকে দাড় না করায় /

লক্ষ করুন, এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে তিনি ভূমিকে বিছানার মত আর আকাশকে ছাদের মত করে তৈরী করেছেন /

এখন আমরা আরেকটা আয়াত দেখবো:

(১৫) সুরা আল হিজর; আয়াত ১৯ :

" আমি ভু-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিত ভাবে উত্পন্ন করেছি /"

(১৫) সুরা আল হিজর; আয়াত ১৯ :

"পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; আমি ওতে প্রত্যেক বস্তু উদগত করেছি সুপরিমিত ভাবে /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(১৫) সুরা আল হিজর; আয়াত ১৯ :

"আর পৃথিবী- আমরা তাকে প্রসারিত করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা, আর তাতে উত্পন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সুপরিমিতভাবে /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 15. Al-Hijr, or The Rocky Tract:

19. "And the earth, We have spread out [like a carpet]; set thereon mountains firm and immovable; and produced therein all kinds of things in due balance."
(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 15. AL-HIJR:

19. "And the earth have We spread out, and placed therein firm hills, and caused each seemly thing to grow therein." (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে , আল্লাহ অথবা আল্লাহ ও তার ফেরেস্তাগণ পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করেছেন (কোনো ক্ষেত্রে কার্পেটকে যেভাবে বিছানো হয় সেভাবে প্রসারিত বা বিস্তৃত করা হয়েছে) / এবং আল্লাহ অথবা আল্লাহ ও তার ফেরেস্তাগণ পৃথিবীর উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছেন (সুদৃঢ়ভাবে) / এবং এই পৃথিবীতে প্রত্যেকবস্তু সুপরিমিতভাবে উত্পন্ন বা উদগত করেছেন /

অর্থাত এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে দিয়ে পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন অথবা একে প্রসারিত করেছেন / আর এতে পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু দিয়েছেন পরিমিতভাবে /

লক্ষ করুন এখানে আল্লাহ বলছেন যে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করেছেন /

এবার অন্য একটা আয়াত দেখবো :
(৫০). সুরা ক্বাফ; আয়াত ৭ :

"আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি /"

(৫০). সুরা ক্বাফ; আয়াত ৭ :

"আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি ও তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং সেখানে উত্পন্ন করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৫০). সুরা ক্বাফ; আয়াত ৭ :

"আর পৃথিবী- তাকে আমরা প্রসারিত করেছি আর তাতে স্থাপন করেছি পাহাড়-পর্বত, আর তাতে আমরা জন্মিয়েছি হরেক রকমের মনোরম বস্তু- " (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 50. Qaf

7. And the earth- We have spread it out, and set thereon mountains standing firm, and produced therein every kind of beautiful growth [in pairs]- (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 50. QAF

7. "And the earth have We spread out, and have flung firm hills therein, and have caused of every lovely kind to grow thereon," (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন বা প্রসারিত করেছেন / আর পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বত মালা অর্থাত তিনি পৃথিবীর উপর পর্বত স্থাপন করেছেন / এবং এতে অর্থাত পৃথিবীতে সবপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উত্পন্ন করেছেন /

অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করেছেন আর এতে স্থাপন করেছেন পাহাড় পর্বত /এবং এর মধ্যে সব প্রকার সুন্দর উদ্ভিদ উত্পন্ন করেছেন /

লক্ষ করুন এখানেও বলা হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন অথবা প্রসারিত করেছেন /

(৭৮). সুরা আন- নাবা ; আয়াত ৬ ও ৭ :

"আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা ?"

"এবং পর্বতমালাকে পেরেক ?"

(৭৮). সুরা আন- নাবা ; আয়াত ৬ ও ৭ :
"আমি কি পৃথিবীকে বিছানা বানিয়ে দেই নি ?"
"ও পাহাড় সমূহকে পেরেক রূপে গেড়ে দেইনি ?" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৭৮). সুরা আন- নাবা ; আয়াত ৬ ও ৭ :
"আমরা কি পৃথিবীকে পাতানো-বিছানারূপে বানাইনি, "
"আর পাহাড়-পর্বতকে খুটিরুপে ?" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 78. Nabaa,
6. Have We not made the earth as a wide expanse,
7. And the mountains as pegs? (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 78. AN-NABA
6. Have We not made the earth an expanse,

7. And the high hills bulwarks?
(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষকে বা মুহাম্মদ স: কে প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহ অথবা আল্লাহ ও তার ফেরেস্তাগণ পৃথিবীকে বিছানার মত করে তৈরী করেছেন অথবা বিছানার মত করে একে প্রসারিত করেছেন / অর্থাত পৃথিবীকে তিনি প্রশস্ত ভাবে প্রসারিত করেছেন /
এবং পর্বতমালাকে পেরেকের মত ভূমিতে গেড়ে দিয়েছেন / অথবা পর্বত মালাকে খুটি রূপে গেড়ে দিয়েছেন /
তাহলে এই আয়াত অনুযায়ী বুঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীকে আল্লাহ ফেরেস্তাদের মাধ্যমে বিছানা যেমন প্রশস্ত ভাবে বিছানো হয় সেই ভাবেই একে প্রসারিত করেছেন /
লক্ষ করুন এখানে বলা হয়েছে যে পৃথিবীকে বিছানার মত অর্থাত প্রশস্তভাবে প্রসারিত করেছেন / যেভাবে বিছানাকে বিছানো হয় সেভাবে / আর পর্বতকে পেরেকের মত বা খুটির মত পৃথিবীর উপর স্থাপন করেছেন /

আবার আরেকটা আয়াত লক্ষ করি :
(৮৮). সুরা আল গাশিয়াহ ; আয়াত ১৯ ও ২০ :
"এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে ?"
"এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?"
(৮৮). সুরা আল গাশিয়াহ ; আয়াত ১৯ ও ২০ :
"এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটাকে বসানো হয়েছে ?"

"এবং ভুতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে ?" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৮৮). সুরা আল গাশিয়াহ ; আয়াত ১৯ ও ২০ :

"আর পাহাড়-পর্বতের দিকে- কেমন করে তাদের স্থাপন করা হয়েছে,"

"আর এই পৃথিবীর দিকে- কেমন করে তাকে প্রসারিত করা হয়েছে ?"

(অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 88. Gashiya, or The Overwhelming Event

19. And at the Mountains, how they are fixed firm?-

20. And at the Earth, how it is spread out?

(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 88. AL-GHASHIYA

19. And the hills, how they are set up?

20. And the earth, how it is spread?

(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ প্রশ্ন করছে মানুষকে যে তারা কি লক্ষ করেনা বা দেখেনা যে পাহাড়-পর্বতের দিকে যে সেটা বা সেগুলো কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে (দৃঢ়ভাবে) / তিনি আরো প্রশ্ন করেছেন যে তারা (মানুষেরা) কি লক্ষ করেনা পৃথিবীর দিকে যে সেটা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে বা প্রসারিত করা হয়েছে /

এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ মানুষকে প্রশ্ন করেছেন যে কিভাবে পাহাড়-পর্বত সমূহকে স্থাপন করা হয়েছে (দৃঢ়ভাবে) এবং পৃথিবীকে সমতল ভাবে বিছানো হয়েছে বা প্রশস্ত ভাবে প্রসারিত করা হয়েছে /

লক্ষ করুন এখানে বলা হয়েছে যে পৃথিবীকে সমতল বিছানো হয়েছে যেভাবে বিছানা বিছানো হয় অথবা প্রসারিত করা হয়েছে (প্রসস্তভাবে) / অর্থাত পৃথিবীকে সমতল বা প্রশস্ত করা হয়েছে /

(৫১). সুরা আয-যারিয়াত; আয়াত ৪৮:
"আমি ভূমিকে বিছিয়েছি / আমি কত সুন্দর ভাবেই না বিছাতে সক্ষম /"

(৫১). সুরা আয-যারিয়াত; আয়াত ৪৮:
"এবং আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি, সুতরাং আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি !" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৫১). সুরা আয-যারিয়াত; আয়াত ৪৮:
"আর পৃথিবী - আমরা একে বিছিয়ে দিয়েছি; কাজেই কত সুন্দর এই বিস্তারকারী !" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 51. Zariyat, or the Winds that Scatter
48. And We have spread out the [spacious] earth: How excellently We do spread out!
(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 51. ADH-DHARIYAT
48. And the earth have We laid out, how gracious is the Spreader [thereof]!
(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ অথবা আল্লাহ ও তার ফেরেস্তাগণ এই ভূমিকে বা পৃথিবীকে বিছিয়েছেন অথবা প্রসারিত করেছেন (প্রশস্তভাবে) / এবং তিনি সুন্দর করে বিছিয়েছেন আর কত সুন্দর সেই বিস্তারকারী যে একে বিছিয়েছে বা প্রসারিত করেছে খুব ভালোভাবে /
অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিছিয়েছে যেভাবে বিছানা বিছানো হয় অথবা একে প্রসারিত করেছেন প্রশস্তভাবে / আর আল্লাহ কত ভালোভাবে বিছিয়েছেন বা প্রসারিত করেছেন আর তাই সে খুব সুন্দর প্রসারণকারী বা বিস্তারকারী /
লক্ষকরুন এখানে আল্লাহ সরাসরি বলছেন যে তিনি এই ভূমি বা পৃথিবীকে সুন্দর ভাবে বিছিয়েছেন বা একে প্রসারিত করেছেন সুন্দর ভাবে /

(১৩).সুরা রাদ; আয়াত ৩ :

তিনিই ভূমন্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু'দু প্রকার সৃষ্টি করেছেন / তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন / এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে /

(১৩).সুরা রাদ; আয়াত ৩ :

"তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়; তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(১৩).সুরা রাদ; আয়াত ৩ :

"আর তিনিই সেইজন যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, আর তাতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা ও নদ-নদী / আর প্রত্যেক ফলের ক্ষেত্রে- তার মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় দুটি-দুটি / তিনি রাত্রিকে দিয়ে দিনকে আবৃত করেন / নি:সন্দেহ এতে সাক্ষাত নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 13. Rad, or Thunder

3. "And it is He who spread out the earth, and set thereon mountains standing firm and [flowing] rivers: and fruit of every kind He made in pairs, two and two: He draweth the night as a veil o'er the Day. Behold, verily in these things there are signs for those who consider!" (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 13. AR-RAD (THE THUNDER)

3. "And He it is Who spread out the earth and placed therein firm hills and flowing streams, and of all fruits He placed therein two spouses [male and female]. He covereth the night with the day. Lo! herein verily are portents for people who take thought." (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন / আর প্রত্যেক ফল তৈরী করেছেন জোড়ায় জোড়ায় দু-দু প্রকারে / আল্লাহ দিনকে রাত্রির দ্বারা আবৃত করেন বা ঢেকে দেন / আর এতে নিদর্শন রয়েছে সেইসব লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করেন এসব নিয়ে /

অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন / আর সব ফলের মধ্যে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন / আল্লাহ দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন / আর এতে নিদর্শন আছে যারা চিন্তা করে অর্থাত যারা মুসলমান /
লক্ষ করুন এখানেও আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন / অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করে তৈরী করেছেন /

(২০). সুরা ত্বায়াহা; আয়াত ৫৩:

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উত্পন্য করেছি /"

(২০). সুরা ত্বায়াহা; আয়াত ৫৩:

"যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলবার পথ, তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং আমি ত়া দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উত্পন্ন করি /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(২০). সুরা ত্বায়াহা; আয়াত ৫৩:

"যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীটাকে করেছেন একটি বিছানা, আর তোমাদের জন্য এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন পথসমূহ, আর তিনি আকাশ থেকে পাঠান পানি / তারপর এর দ্বারা আমরা উত্পাদন করি জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন ধরনের গাছপালা /"
(অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 20. Ta Ha

53. "He Who has, made for you the earth like a carpet spread out; has enabled you to go about therein by roads [and channels]; and has sent down water from the sky." With it have We produced diverse pairs of plants each separate from the others. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 20. TA-HA

53. Who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for you therein and hath sent down water from the sky and thereby We have brought forth divers kinds of vegetation, (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা অথবা পৃথিবীকে বিছানার মত বিছানো হয়েছে / আর এতে বিভিন্ন চলার পথ তৈরী করে দিয়েছেন / এবং আকাশ থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে পানি বর্ষণ করেছেন / আর এর দ্বারা আল্লাহর হুকুমে তার ফেরেশতারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উত্পন্ন করে /

অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা করে দিয়েছেন বা বিছানা যেভাবে বিছানো হয় সেভাবে বিছিয়েছেন / আর এতে বিভিন্ন চলার পথ তৈরী করেছেন মানুষের চলার জন্য / আকাশ থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে পানি প্রেরণ করেন যেটা দিয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদ উত্পন্ন করা হয় /

লক্ষ করুন এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন বিছানা অথবা বিছানা যেভাবে বিছানো হয় সেভাবে বিছিয়েছেন /

(৭১). সুরা নূহ; আয়াত ১৯ ও ২০ :
"আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা /"
"যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্থ পথে /"

(৭১). সুরা নূহ; আয়াত ১৯ ও ২০ :
"এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত- "
"যাতে তোমরা এর প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পারো /"
(অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৭১). সুরা নূহ; আয়াত ১৯ ও ২০ :
"আর আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীটাকে করেছেন সুবিস্তৃত,
"যেন তোমরা তাতে চলতে পার প্রশস্ত পথে /"
(অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 71. Nuh, or Noah
19. "'And Allah has made the earth for you as a carpet [spread out],
20. "'That ye may go about therein, in spacious roads.'" (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 71. NOOH
19. "And Allah hath made the earth a wide expanse for you"
20. "That ye may thread the valley-ways thereof." (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াত দুটি অনুযায়ী আল্লাহ ভূমিকে বা পৃথিবীকে করেছেন বিছানার মত বিছানো বা কার্পেটের মত বিছানো অথবা প্রশস্ত ভাবে প্রসারিত / যেন মানুষ চলাফেরা করতে পারে প্রশস্ত পথে /

অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানার মত বিছিয়েছেন বা কার্পেটের মত বিছিয়েছেন অথবা প্রসস্তভাবে প্রসারিত কতেছেন / মোট কথা আল্লাহ পৃথিবীকে সমতলভাবে বিছিয়েছেন যেন মানুষ প্রশস্ত পথে চলাচল করতে পারে /
এই আয়াতে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে পৃথিবীকে সমতলের মত করে তৈরী করা হয়েছে যেন মানুষ সমতল প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পারে / মানুষের ভালোভাবে চলাফেরা করার জন্যই আল্লাহ পৃথিবীকে সমতলভাবে বিছিয়েছেন /
অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানার মত বা কার্পেটের মত অথবা প্রশস্ত ভাবে পৃথিবীকে বিছিয়েছেন / মানে সমতল করেছেন /

(৪৩). সুরা আয-যুখরুফ; আয়াত ১০:
"যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পর /"

(৪৩). সুরা আয-যুখরুফ; আয়াত ১০:
"যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো; " (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৪৩). সুরা আয-যুখরুফ; আয়াত ১০:
"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন এক খাটিয়া, আর এতে তৈরী করেছেন তোমাদের কারণে পথসমূহ, যাতে তোমরা পথের দিশা পেতে পারো;" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 43. Zukhruf, or Gold Adornments
10. "[Yea, the same that] has made for you the earth [like a carpet] spread out, and has made for you roads [and channels] therein, in order that ye may find guidance [on the way];" (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 43. AZ-ZUKHRUF
10. "Who made the earth a resting-place for you, and placed roads for you therein, that haply ye may find your way; (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বা খাটিয়া করেছেন অথবা কার্পেট হিসেবে বিছিয়েছেন বা প্রসারিত করেছেন / আর এতে চলার জন্য পথ তৈরী করেছেন যাতে মানুষ সহজে পথ খুঁজে পেতে পারে বা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে /
অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বা খাটিয়া অথবা কার্পেটের মত সমতলভাবে বিছিয়েছে আর এতে পথ তৈরী করেছেন যেন মানুষ সহজে পথ খুঁজে পায় এবং গন্তব্যস্থলে পৌছে /
এর মানে আল্লাহ পৃথিবীকে সমতল করেছেন এবং এতে পথ তৈরী করেছেন যেন মানুষ সহজে পথ খুঁজে পায় আর সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে / যদি উচুনিচু করে পৃথিবীকে তৈরী করতো সবজায়গায় অর্থাত সব জায়গায় পাহাড় পর্বত তৈরী করতো তাহলে মানুষের পথ খুঁজে পেতে অনেক সমস্যা হত / আর তাই আল্লাহ পৃথিবীকে সমতল করে তৈরী করেছেন /

(৭৯). সুরা আন-নাযিয়াত; আয়াত ৩০, ৩১ ও ৩২ :
"পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন /"
"তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন /"

"পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন /"

(৭৯). সুরা আন-নাযিয়াত; আয়াত ৩০, ৩১ ও ৩২ :
"এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন /"
"তিনি তা থেকে বের করেছেন পানি ও উদ্ভিদ,"
"আর পাহারসমুহকে তিনি দৃঢ়ভাবে গেড়ে দিয়েছেন,"
(অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৭৯). সুরা আন-নাযিয়াত; আয়াত ৩০, ৩১ ও ৩২ :
"আর পৃথিবী- এর পরে তাকে প্রসারিত করেছেন / "
"এর থেকে তিনি বের করেছেন তার জল, আর তার চারণভূমি /"
"আর পাহাড় পর্বত - তিনি তাদের মজবুতভাবে বসিয়ে দিয়েছেন, " (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 79. Naziat, or Those Who Tear Out :
30. "And the earth, moreover, hath He extended [to a wide expanse];"
31. "He draweth out therefrom its moisture and its pasture;"
32. "And the mountains hath He firmly fixed;-" (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 79. AN-NAZIAT (THOSE WHO DRAG FORTH, SOULSNATCHERS):
30. "And after that He spread the earth,"
31. "And produced therefrom the water thereof and the pasture thereof,"
32. "And He made fast the hills,"
(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন বা প্রসারিত করেছেন / আর এর থেকে পানি ও উদ্ভিদ বের করেছেন ; এবং এতে দৃঢ়ভাবে পাহাড়-পর্বত গেথে দিয়েছেন বা স্থাপন করেছেন /
অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন বা প্রসারিত করেছেন প্রশস্ত ভাবে / এবং এর মধ্য থেকে পানি ও উদ্ভিদ বের করেছেন আর এর উপর পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন যেভাবে পেরেককে গেথে দেওয়া হয় বা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন /
এখানে লক্ষ করুন- আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করেছেন /

এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়; আর সেটা হচ্ছে এই সুরার ৩০ নাম্বার আয়াতের অর্থ বর্তমান মুসলমানরা বদলে দিয়েছে / তারা বলে যে এখানে বলা হয়েছে যে এরপর আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন ডিম্বাকৃতির /
তাদের যুক্তি হলো যে এখানে ব্যবহৃত আরবি 'দাহাহা' শব্দটি এসেছে মূল শব্দ 'দুইয়া' থেকে / আর এই দুইয়া শব্দটির অর্থ ডিম বা উটপাখির ডিম / কিন্তু দাহাহা শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিস্তৃত করা বা প্রসারিত করা / আর বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা এর অর্থ করেছে বিস্তৃত বা প্রসারিত পৃথিবী / কিন্তু একবিংশ শতাব্দিতে এসে তারা এর অর্থ করছে ডিম্বাকৃতির পৃথিবী /
কিন্তু পুরো কোরআনের কোথাও পাবেন না যে পৃথিবীর আকৃতি ডিম্বাকৃতির বলা হয়েছে / সব জায়গায় দেখবেন যে বলা হয়েছে বিস্তৃত বা প্রশস্তভাবে প্রসারিত, বিছানার মত বিস্তৃত বা বিছানার মত, কার্পেটের মত চিছানো বা খাটোয়া বা শয্যার মত সমতল বিছানো হয়েছে /
তাই এখানে বিস্তৃত বা প্রসারিত পৃথিবী এই অনুবাদটাই ১০০% সঠিক /
অর্থাত এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন /

(৯১). সুরা আশ-শামস; আয়াত ৬ :
"শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার /"

(৯১). সুরা আশ-শামস; আয়াত ৬ :
"শপথ পৃথিবীর এবং তার যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, "
(অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৯১). সুরা আশ-শামস; আয়াত ৬ :
"আর পৃথিবীর কথা ও যিনি তাকে প্রসারিত করেছেন, "
(অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 91. Shams, or The Sun
6. "By the Earth and its [wide] expanse:
"(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 91. ASH-SHAMS
6. And the earth and Him Who spread it,
(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে পৃথিবী ও যে পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন বা প্রসারিত করেছেন তার শপথ /
অর্থাত পৃথিবী ও যিনি একে বিস্তৃত করেছেন তার শপথ /
লক্ষ করুন এখানে বলা হয়েছে পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করা হয়েছে /

(৬৭). সুরা আল মূলক; আয়াত ১৫ :

"তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার কাধে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক আহার কর / তারই কাছে পুনরুজ্জীবিত হবে /"

(৬৭). সুরা আল মূলক; আয়াত ১৫ :

"তিনি তো তোমাদের জন্যে যমীনকে চলাচলের উপযোগী করেছেন; অতএব তোমরা ওর দিক-দিকন্তে ও রাস্তাসমুহে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক হতে আহার কর, পুনরুত্থান তো তারই নিকট /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৬৭). সুরা আল মূলক; আয়াত ১৫ :

"তিনিই সেইজন যিনি পৃথিবীটাকে তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন শান্ত, ফলে তোমরা এর দিগদিগন্তে বিচরণ করছ এবং তার জীবিকা থেকে আহার করছ / আর তারই কাছে পুনরুত্থান /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 67. Mulk, or Dominion

15. It is He Who has made the earth manageable for you, so traverse ye through its tracts and enjoy of the Sustenance which He furnishes: but unto Him is the Resurrection. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 67. AL-MULK

15. He it is Who hath made the earth subservient unto you, so Walk in the paths thereof and eat of His providence. And unto Him will be the resurrection [of the dead]. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ পৃথিবীকে সুগম করেছেন বা চলাচলের উপযুগী করেছেন অথবা শান্ত করে দিয়েছেন যেন মানুষ খুব ভালো ভাবে ও আরামে পথ চলতে পারে আর দিগ-দিগন্তে যেতে পারে / আর এর থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারে / আর মানুষ পৃথিবীর বুক থেকেই মরার পরে পুনরায় উত্থিত হবে /

অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে সুগম বা চলাচলের উপযোগী করেছেন যেন মানুষ ভালো ভাবে চলাফেরা করতে পারে / যদি পৃথিবীকে এবড়োথেবড়ো করে দিত বা পৃথিবীর সব জায়গায় পাহাড় পর্বত গিজগিজ করত তবে তাতে মানুষের চলাচলের জন্য অসুবিধা হত / আর তাই আল্লাহ একে সুগম বা চলাচলের উপযোগী করে দিয়েছেন /
লক্ষ করুন এখানে পৃথিবীর সমতল রূপের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে /

এবার আমরা উপরিউক্ত আয়াত সমূহ পর্যালোচনা করব :
৪০:৬৪ নাম্বার আয়াত অনুযায়ী
পৃথিবীকে আল্লাহ মানুষের বাসস্থান করেছেন আর আকাশকে করেছেন ছাদ /
০২:২২ অনুযায়ী
আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বা শয্যার মত করে তৈরী করেছেন /
১৫:১৯ অনুযায়ী
আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন বা প্রসারিত করেছেন /
৫০:৭ অনুযায়ী
আল্লাহ ভূমিকে তথা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন বা প্রসারিত করেছেন / এবং এতে পাহাড় স্থাপন করেছেন /
৭৮:৬ ও ৭ অনুযায়ী

আল্লাহ প্রশ্ন রেখে বলেছেন তিনি ভূমিকে তথা পৃথিবীকে বিছানার মত করে বানিয়েছেন / আর পর্বতকে প্রেরেকের মত বা খুটির মত করে গেড়ে দিয়েছেন /

৮৮: ১৯ ও ২০ অনুযায়ী

আল্লাহ মানুষকে লক্ষ করতে বলেছেন যে পাহাড়-পর্বতের দিকে সেটা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে আর পৃথিবীর দিকে যে সেটা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে অথবা কিভাবে তাকে প্রশস্ত ভাবে প্রসারিত করা হয়েছে /

৫১:৪৮ অনুযায়ী

আল্লাহ ভূমিকে বিছিয়েছেন (যেভাবে বিছানা বা কার্পেট বিছানো হয় সেভাবে) / আর আল্লাহ খুব ভালো বিস্তারকারী বা বিস্তার করতে পারেন /

১৩:৩ অনুযায়ী

আল্লাহ ভূমি তথা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন আর এতে পর্বত এবং নদ-নদী স্থাপন করেছেন /

২০:৫৩ অনুযায়ী

আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন বিছানা অর্থাত একে বিছানার মত করে বিছিয়েছেন আর এতে পথসমূহ তৈরী করেছেন /

৭১: ১৯ ও ২০ অনুযায়ী

আল্লাহ ভূমিকে তথা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন প্রশস্ত ভাবে যেভাবে বিছানা বা কার্পেট বিছানো হয় / এটাকে এভাবে বিস্তৃত করেছেন যাতে মানুষ প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পারে /

৪৩:১০ অনুযায়ী

আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন বিছানার মত (অর্থাত একে বিছানা বা কার্পেটের মত করে বিছিয়েছেন) /

আর এতে বিভিন্ন পথ তৈরী করেছেন যাতে মানুষ সঠিকভাবে বা ভালোভাবে পথ খুঁজে পায় /

৭৯: ৩০, ৩১ ও ৩২ অনুযায়ী

আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত তথা প্রসারিত করেছেন / এর ভিতর থেকে পানি বের করেছেন / আর এতে পাহাড়-পর্বতকে দৃঢ়ভাবে গেড়ে দিয়েছেন পেরেকের মত করে /
৯১:৬ অনুযায়ী
আল্লাহ বিস্তৃত বা প্রসারিত পৃথিবীর কথা বলেছেন /
৬৭:১৫ অনুযায়ী
আল্লাহ পৃথিবীকে চলাচলের জন্য সুবিধাজনক করে তৈরী করেছেন (অর্থাত সমতল করে তৈরী করেছেন)/

উপরিউক্ত আয়াত সমূহ থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বা কার্পেটের মত করে বিছিয়েছেন বা একে প্রশস্ত ভাবে প্রসারিত করেছেন এবং এতে পথ তৈরী করেছেন যেন মানুষ এতে সহজে চলাফেরা করতে পারে / এখানে নদী বা সমুদ্র পথ এবং স্থল পথের কথা বলা হয়েছে / এখন যদি আল্লাহ বিস্তৃত করে বা বিছানার মত করে পৃথিবীকে না তৈরী করতো তবে এতে মানুষের চলাচল করতে খুব সমস্যা হতো / যেমন যদি এতে পাহাড়-পর্বত থাকতো সব জায়গায় অথবা উচুনিচু থাকতো সবখানে তবে মানুষ তার গন্তব্যস্থল খুঁজে পেতো না আর সহজে গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারত না / আর তাই আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বা কার্পেটের মত করে বিছিয়েছে বা প্রশস্ত ভাবে প্রসারিত করেছেন / অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে সমতল ভাবে বিছিয়েছেন বা সমতল করেছেন যেন মানুষ সহজে পথ চলতে পারে /

উপরিউক্ত সবগুলো আয়াতে বলা হয়েছে যে পৃথিবীকে বিছানা বানানো হয়েছে বা কার্পেট বা বিছানার মত করে বিছানো হয়েছে অথবা একে প্রসারিত করা হয়েছে প্রশস্ত ভাবে / আর এতে পর্বতকে পেরেকের মত বা খুটির মত গেড়ে দেয়া হয়েছে / কিন্তু অন্য কোন রুপ অথবা অন্য কোনো প্রকারের কথা বলা হয়নি পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে /

সুতরাং আল্লাহ বলছেন যে তিনি পৃথিবীকে বিছানার মত বা কার্পেটের মত বিছিয়েছেন বা একে প্রশস্ত ভাবে প্রসারিত করেছেন শুধুমাত্র মানুষের চলাচলের সুবিধার জন্য / মানুষ যেন ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে সেজন্যই তিনি পৃথিবীকে সমতলভাবে বিছিয়েছেন / অন্য কোনো ভাবে তিনি পৃথিবীকে তৈরী করেননি / যদি অন্য কোনো প্রকারে পৃথিবী তৈরী করতেন যেমন এবড়ো থেবড়ো, উচু নিচু , পাহাড়-পর্বত, খাদ থাকতো সব জায়গায় তবে মানুষ সহজে চলাচল করতে পারত না / আর তাই আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বা কার্পেট যেভাবে বিছানো হয় সেভাবে বিছিয়েছেন / অর্থাত সমতল করে বিছিয়েছেন /

উপরিউক্ত আয়াত সমূহ থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ মানুষের সুবিধার কথা চিন্তা করেই পৃথিবীকে সমতল করে সৃষ্টি করেছেন / অর্থাত আল্লাহ সমতল করে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন /

আর পৃথিবী যে সমতল সেটা নিচের আয়াত থেকে আরো স্পষ্ট হওয়া যাবে ;

(১৮). সুরা আল কাহফ; আয়াত ৮৬ ও ৯০ :

"অবশেষে যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন / আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন /"

"অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি /"

(১৮). সুরা আল কাহফ; আয়াত ৮৬ ও ৯০ :

"চলতে চলতে যখন তিনি সূর্য ডোবার স্থানে পৌছলেন তখন তিনি সূর্যকে এক পংকিল (কর্দমাক্ত) জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন; আমি বললাম: হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার /"

"চলতে চলতে যখন তিনি সূর্যোদয় স্থলে পৌছলেন তখন তিনি দেখলেন ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্যে সূর্যতাপ হতে আত্মরক্ষার কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টিকরি নাই /" (অনুবাদ– প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(১৮). সুরা আল কাহফ; আয়াত ৮৬ ও ৯০ :

"পরে যখন তিনি সূর্য অস্ত যাবার স্থানে পৌছলেন, তিনি এটিকে দেখতে পেলেন এক কালো জলাশয়ে অস্তগমন করছে, আর তার কাছে পেলেন এক অধিবাসী / আমরা– বললাম 'হে যুলকারনাইন, তুমি শাস্তি দিতে পার অথবা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার /"

"পরে যখন তিনি সূর্য উদয় হওয়ার যায়গায় পৌছলেন, তিনি এটিকে দেখতে পেলেন উদয় হচ্ছে এক অধিবাসীর উপরে যাদের জন্য আমরা এর থেকে কোনো আবরণ বানাই নি,– "
(অনুবাদ:– ড: জহুরুল হক)

SURA 18. Kahf, or the Cave.
86. "Until, when he reached the setting of the sun, he found it set in a spring of murky water: Near it he found a People: We said: "O Zul-qarnain! [thou hast authority,] either to punish them, or to treat them with kindness."
90. "Until, when he came to the rising of the sun, he found it rising on a people for whom We had provided no covering protection against the sun."
(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 18. AL-KAHF
86. "Till, when he reached the setting-place of the sun, he found it setting in a muddy spring, and found a people thereabout. We said: O Dhu'l-Qarneyn! Either punish or show them kindness."
90. "Till, when he reached the rising-place of the sun, he found it rising on apeople for whom We had appointed no shelter therefrom." (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

Sura 18: Surah al-Kahf
86. "until, when he reached the setting of the sun [i.e.: the west], he found it [as if] setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. We [i.e.:allah] said, 'O Dhul-Qarnayn, either you punish [them] or else adopt among them [a way of] goodness'."
90. "Until, when he came to the rising of the sun [i.e, the east] he found it rising

on a people for whom We had not made against it any shield." (Translated by Saheeh International)

এই আয়াত দুটোতে বলা হয়েছে যে যুলকারনাইন ভ্রমন করতে করতে সূর্য অস্ত যাবার স্থানে (পশ্চিম প্রান্তে) যখম পৌছল তখন সে সূর্যটাকে এক জলাশয়ে বা জলাশয়ের ধারে ডুবতে দেখল / এবং সেখানে এক অধিবাসীদের দেখা পেল / তখন আল্লাহ বা ফেরেস্তারা তাকে বলল সে যদি চায় তবে সে সেই আদিবাসীদের কে শাস্তি দিতে পারে অথবা ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে /
আবার যখন সে সূর্যের উদয়াচলে (পূর্ব প্রান্তে) পৌছল তখন সে এমন এক অধিবাসীর দেখা পেল যে সূর্য তাদের মাথার উপর দিয়ে বা তাদের খুব কাছ থেকে উদিত হয় / আর তাদের জন্য সুর্যতাপের থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোনো আবরণ আল্লাহ তৈরী করেননি /

অর্থাত এখানে বলা হয়েছে যে যুলকারনাইন যখন সূর্যের অস্তাচল মানে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের একদম শেষ সীমানায় পৌছলেন তখন সে সূর্যকে জলাশয়ের ধারে অস্ত যেতে দেখলেন / আর সেখানে এক অধিবাসীর দেখা পেলেন / যেটা পৃথিবীর পশ্চিমের একদম শেষ প্রান্তে /
আবার সে যখন সূর্যের উদয়াচল অর্থাত পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তের শেষ সীমানায় পৌছলেন তখন সে সূর্যকে এক অধিবাসীর খুব কাছ থেকে উদয় হতে দেখলেন / যাদের সূর্য তাপের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোনো ব্যবস্থা নেই / আর সেটা পূর্বের একদম শেষ প্রান্তে /
এখানে লক্ষ করুন বলা হচ্ছে যুলকারনাইন পৃথিবীর পশ্চিমের শেষ প্রান্ত ও পূর্বের শেষ প্রান্তে পৌছেছিলেন / অর্থাত পৃথিবীর দুইটি শেষ প্রান্ত আছে / এর মানে দাড়ায় পৃথিবী সমতল এবং এর পশ্চিমের শেষ প্রান্ত আছে আর পূর্বের শেষ প্রান্ত আছে / তাহলে এর উত্তরের

শেষ প্রান্ত থাকবে এবং দক্ষিনেরও শেষ প্রান্ত থাকবে / অর্থাত
পৃথিবী পুরোপুরি সমতল /
তাহলে কোরানের বর্ণনায় পৃথিবী সমতল!

আমার লেখাটা এই পর্যন্ত পরে আস্তিক ভাইয়েরা যাবেন ক্ষেপে / তারা বলবেন যে "না কোরানে এরকম বলা হয়নি , আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, কোরানের ভুল ব্যাখ্যা করছেন /" ইত্যাদি ইত্যাদি / তারা বলবে যে কোরানে বলা হয়েছে যুলকারনাইন সূর্যাস্তের সময় পৌছেছেন আর তার কাছে মনে হয়েছে যে সূর্য জলাশয়ে অস্ত গেছে / কোরানে কখনোই বলা হয়নি যে সে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েছিল /

হ্যা আমিও তার সাথে একমত যে কোরানে সরাসরি বলা হয়নি যে সে পৃথিবীর শেষ প্রান্তেই গিয়েছিল /

আর আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যেন তারা সেই সুরাটি (আল কাহফ) তারা ভালো ভাবে পড়ে /

আসুন আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি সেই আয়াত দুটিতে আসলে কি বলা হয়েছে /

এই আয়াতে যে আরবি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো মাগরিব / আর এর দুটি অর্থ হতে পারে / সূর্যাস্তের স্থান অথবা সূর্যাস্তের সময় / এখন আসুন এই দুটি শব্দ দিয়ে আয়াতটির অর্থ করে দেখি কোনটা মানানসই /

"অবশেষে যখন সে সূর্য অস্ত যাবার সময়ে পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন (তার মনে হলো) এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন / আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন /"

এখানে লক্ষ করুন বলা হচ্ছে সূর্য অস্ত যাবার সময়ে পৌছলেন এবং সূর্যকে অস্ত যেতে দেখলেন / কিন্তু সে কোথায় গেল সে কথা বলা নেই / তাহলে সে কোন জায়গায় গিয়ে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল তার কোনো বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না / অর্থ হয়ে যাচ্ছে সে সূর্যাস্তের সময়ে গেল; কিন্তু কোথায় গেল ? আর যদি এখানে মাগরিব-এর অর্থ ধরা হয় সূর্যাস্তের স্থান তাহলে অর্থ হচ্ছে যুলকারনাইন সূর্যাস্তের স্থানে পৌছল / তবে বাক্যটি পূর্ণ হয় অর্থাত মানানসই হয় / তাই এখানে মাগরিবের অর্থ হবে সূর্যাস্তের স্থান, সূর্যাস্তের সময় নয় / একটু বুদ্ধি থাকলেই ধরা যাচ্ছে এখানে কোন অর্থ ব্যবহার হয়েছে /

আবার অন্য আয়াতটির অর্থ হবে :

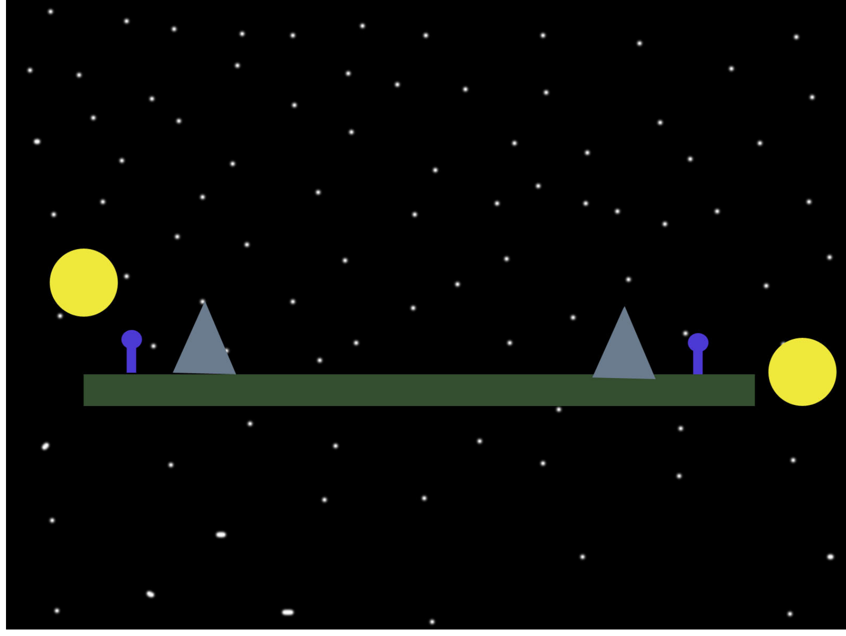
"অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়ের সময় পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি /"

এখানেও একই ব্যাপার হচ্ছে / যখন সে সূর্য উদয়ের সময়ে পৌছলেন তিনি সূর্যকে এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন / যাদের সূর্যতাপ থেকে রক্ষার কোনো আবরণ রাখা হয়নি / এখানে তাহলে জগাখিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে / যখন সে পৌছল আবার সূর্যাস্তের সময়ে পৌছল / এটা দিয়ে তাহলে কি অর্থ হলো ? তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, সে সূর্য উদয়ের সময়ে কোথায় পৌছল যেখানে সে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল ? (তাও আবার তাদের সূর্য তাপ থেকে রক্ষার কোনো আবরণ নেই / সেই জায়গাটা গোলক আকার পৃথিবীতে কোথায় আছে ?)
কিন্তু এখানে যদি মাগরিবের অর্থ করা হয় সূর্যাস্তের স্থান তাহলে বাক্যটিতে কোনো সমস্যা থাকে না / তখন অর্থ হয় যখন সে সূর্য

উদয়ের স্থানে পৌছল / তাহলে এখানে মাগরিবের অর্থ সূর্যাস্তের স্থান এটাই ১০০% সঠিক /
সুতরাং এটার অন্য অর্থ করা বোকামি (ত্যাড়ামী) ছাড়া আর কিছুই নয় /.

আবার যদি সুরাটি (সুরা আল কাহফ) ভালো করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে ৬০ নাম্বার আয়াত থেকে ৮২ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত মুসা (আ:) এবং খিযির নামে একজন মহামানবের (সুপারম্যান বা সুপারহিউমান-এর) কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে (সংক্ষেপে) / যেখানে মহামানবটি এতই ক্ষমতাশালী যে ভবিষ্যত জানে অর্থাত ভবিষ্যতে কি হবে সেটা আগে থেকেই জানে / এবং তার গায়ে অনেক শক্তি (সে বাকা দেয়াল একাই সোজা করে দেয়) /
আর এরপরে সেই সুরাটির ৮৩ নাম্বার আয়াত থেকে ৯৮ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত যুলকারনাইন-এর কাহিনী সংক্ষেপে বলা হয়েছে /
এখানে যুলকারনাইন নিজেও একজন মহামানব (বা সুপারম্যান) /
যুলকারনাইন সূর্যের অস্তাচল এবং উদয়াচল পর্যন্ত পরিভ্রমন করে / আর সেখানে একটা সম্প্রদায়কে সে একাই শাস্তি দিয়ে মেরে ফেলে এবং তাদেরকে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেয় / শুধু তাই নয় সে দুই পর্বতের মাঝে একটা শক্ত প্রাচীর তৈরী করে দেয় সেখানের আরেকটা সম্প্রদায়ের মানুষদের সাহায্য নিয়ে /
সুতরাং তার মত সুপারম্যান বা মহামানব পৃথিবীর (সমতল) দুই প্রান্ত ভ্রমন করবে এতে অবাক হবার কি আছে ?
তাই এই আয়াত দুটি এবং এর আগে ও পরের আয়াতগুলো বিবেচনা করলেই বোঝা যায় যে সূর্যের অস্ত যাওয়ার স্থান (পৃথিবীর পশ্চিমের শেষ প্রান্ত) এবং উদয়ের স্থানেই (পৃথিবীর পূর্বের শেষ প্রান্ত) পৌছেছিল যুলকারনাইন / এবং সূর্যকে পঙ্কিল জলাশয়ে বা জলাশয়ের ধারে অস্ত যেতে দেখেছিল / আর এক সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে সূর্য উদয় হতে দেখেছিল অর্থাত সূর্যের খুব কাছে ছিল

তারা / তাদের সূর্য তাপ থেকে রক্ষা পাবার কোনো ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেননি ?



চিত্র : পৃথিবীর শেষ সীমানায় পৌছানো যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিমে /

এ পর্যন্ত এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোরআনের বর্ণনায় আমাদের এই পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপে সমতল /

আর যারা এর পরও নাক কুচকে বলবেন যে না পৃথিবী মোটেও সমতল নয় / কোরানে একথা বলাই হয়নি /
আমি বলবো আসুন তাহলে আরেকটু আলোচনা করি /

নিচের আয়াতটি দেখুন :

(০২). সুরা আল বাক্বারাহ ; আয়াত ১৪৮; ১৪৯ ও ১৫০ :

"আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে , যে দিকে সে মুখ করে (এবাদত করবে) / কাজেই সত্কাজে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে এগিয়ে যাও / যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন / নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল /"

"আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও, নিঃসন্দেহে এটাই হলো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাস্তব সত্য / বস্তুত : তোমার পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন /"

"আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান কর, সেদিকেই মুখ ফেরাও, যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে / অবশ্য যারা অবিবেচক, তাদের কথা আলাদা / কাজেই তাদের আপত্তিতে ভিত হয়ো না / আমাকেই ভয় কর / যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার অনুগ্রহ সমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরলপথ প্রাপ্ত হও /"

(০২). সুরা আল বাক্বারাহ ; আয়াত ১৪৮; ১৪৯ ও ১৫০ :

"প্রত্যেকের জন্যে এক একটি লক্ষস্থল রয়েছে, ঐদিকেই সে মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তিত করে, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও; তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন, নিশ্চই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান /"

"এবং তুমি যেখান হতেই বের হবে, তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর এবং নিশ্চয়ই এটাই তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য, এবং তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন /"

"আর তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন, তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরাও যে যেখানে আছ তোমাদের মুখমন্ডল সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত কর যেন তাদের অন্তর্গত অত্যাচারীগণ ব্যতিত অন্য কেউ তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে না পারে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর যেন আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(০২). সুরা আল বাক্বারাহ ; আয়াত ১৪৮; ১৪৯ ও ১৫০ :

"আর প্রত্যেকের জন্য একটি কেন্দ্রস্থল আছে যে দিকে সে ফেরে, কাজেই সৎ কর্মে একে অন্যের সাথে তোমরা প্রতিযোগিতা করো / যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন / নি:সন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান /"

"আর যেখান থেকেই তুমি আস, তোমরা মুখ পবিত্র মসজিদের দিকে ফেরাও / নি:সন্দেহ এটি তোমার প্রভুর কাছ থেকে সত্য / আর অবশ্যই আল্লাহ বেখেয়াল নন তোমরা যা করো সে-সম্বন্ধে /"

"আর যেখান থেকেই তুমি আস, তোমার মুখ পবিত্র মসজিদের দিকে ফেরাবে / আর যেখানেই তোমরা থাকো, তোমাদের মুখ সেই দিকেই ফেরাবে / যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজনদের কোনো হুজ্জত না থাকে- তাদের মাঝে যারা অন্যায় করে তারা ব্যতিত / অতএব তাদের ভয় করো না, বরং ভয় করো আমাকে / আর যাতে আমি তোমাদের উপরে আমার

নিয়ামত সম্পূর্ণ করতে পারি, আর যাতে তোমরা সুপথগামী হতে পারো,- " (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 2. AL-BAQARA

148. To each is a goal to which Allah turns him; then strive together [as in a race] Towards all that is good. Wheresoever ye are, Allah will bring you Together. For Allah Hath power over all things.
149. From whencesoever Thou startest forth, turn Thy face in the direction of the sacred Mosque; that is indeed the truth from the Lord. And Allah is not unmindful of what ye do.
150. So from whencesoever Thou startest forth, turn Thy face in the direction of the sacred Mosque; and wheresoever ye are, Turn your face thither: that there be no ground of dispute against you among the people, except those of them that are bent on wickedness; so fear them not, but fear Me; and that I may complete My favours on you, and ye May [consent to] be guided;
(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 2. AL-BAQARA

148. And each one hath a goal toward which he turneth; so vie with one another in good works. Wheresoever ye may be, Allah will bring you all together. Lo! Allah is Able to do all things.
149. And whencesoever thou comest forth [for prayer, O Muhammad] turn thy face toward the Inviolable Place of Worship. Lo!

it is the Truth from thy Lord. Allah is not unaware of what ye do.
150. Whencesoever thou comest forth turn thy face toward the Inviolable Place of Worship; and wheresoever ye may be [O Muslims] turn your faces toward it [when ye pray] so that men may have no argument against you, save such of them as do injustice - Fear them not, but fear Me! - and so that I may complete My grace upon you, and that ye may be guided.
(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াত তিনটি অনুযায়ী আল্লাহ বলছেন যে সবার জন্য কেবলা একেকদিকে অর্থাত সবারই একটা কেন্দ্র আছে আর সেটা একেক জনের কাছে একেক দিকে / আর সে দিকেই সে ইবাদত করে / আর আল্লাহ সবাইকে সত্কাজে অর্থাত ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন বা সেদিকেই ইবাদত করতে বলছেন / সবাই যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তাদের এভাবেই একত্রিত করেন / আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান এটা নিশ্চিত /
আর মানুষ যে জায়গা থেকেই বের হোক অর্থাত যেখানেই থাকুক না কেন তাকে কেবলার দিকে মুখ ফেরাতে বা কেবলার দিকে ইবাদত করতে আদেশ দিচ্ছেন / এটাই আল্লাহর নির্ধারিত সত্য বা নিয়ম / আল্লাহ মানুষের সব বিষয়েই অবগত আছেন /
আর মানুষ যেদিক থেকেই বেরিয়ে আসুক না কেন অর্থাত যেদিকেই যাক না কেন বা যেদিকেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের কে কেবলার দিকেই মুখ ফেরাতে বলছেন অর্থাত তাদেরকে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ইবাদত করতে বলছেন / আর এটা করলেই কেও এই বিষয়ে সমালোচনা বা বিতর্ক করবে না যারা বেশি খারাপ তারা ব্যতিত / সেই সব মানুষদেরকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ এবং আল্লাহকেই ভয় করতে বলেছেন যেন তিনি

মানুষকে তার নিয়ামত বা রহমত দান করতে পারেন / যাতে মানুষ সুপথ বা সত্যের পথ খুঁজে পেতে পারে /

অর্থাত আল্লাহ মানুষের জন্য একটা কেবলা বা কেন্দ্র নির্ধারণ করে দিয়েছেন / আর সেই কেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই সবাই ইবাদত করে / যার কাছে কেবলা পশ্চিম দিকে সে পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে ইবাদত বা নামাজ আদায় করে / আর যার কাছে কেবলা পূর্ব দিকে সে পূর্ব দিকে ইবাদত করে / আবার যার কাছে কেবলা দক্ষিন দিকে সে দক্ষিন দিকে ইবাদত করে / এভাবেই আল্লাহ মানুষ কে ইবাদত করতে বলছেন / আর এভাবেই আল্লাহ সবাইকে একসাথে করেন বা একত্রিত করেন /
মানুষ যেখানেই থাকুক বা যেখানেই যাক, শুধুমাত্র কেবলার দিকে মুখ করেই ইবাদত করতে বলেছেন / এটাই আল্লাহর নির্ধারিত একমাত্র নিয়ম / মানুষ যেখানেই থাকুক বা যেখান থেকেই আসুক সে যেন একমাত্র কেবলার দিকে মুখ করেই ইবাদত করে / সে যদি কেবলার দক্ষিনে থাকে তবে উত্তর দিকে, পশ্চিমে থাকলে পূর্ব দিকে / এমনকি যদি সে উত্তর-পূর্বের কোনার দিকে থাকে তবুও সে যেন কেবলার দিকে মুখ করে অর্থাত কোনাকোনি ভাবে ইবাদত করে / এভাবে সবগুলো দিকের কোনাকোনি স্থানে থাকলেও মানুষ যেন শুধুমাত্র কেবলা মুখী হয়েই ইবাদত করে / অন্য কোনো দিকে যেন ইবাদত না করে / এটা করলেই মানুষ মুসলমানদের এভাবে ইবাদত করার জন্য সমালোচনা বা বিতর্ক করতে পারবে না ; যারা খুব খারাপ বা অবিবেচক তারা বাদে / আর মানুষ যেন আল্লাহকে ভয় করে এভাবেই ইবাদত করে / এতেই আল্লাহ তার রহমত দান করবে মানুষ কে যেন তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় /

এখানে লক্ষ করুন বলা হচ্ছে যে একটা কেন্দ্রকে বা কেবলাকে কেন্দ্র করে ইবাদত করতে / যে যেখানেই থাকুক না কেন শুধুমাত্র কেবলার দিকে মুখ করেই ইবাদত করার কথা বলা হয়েছে / অন্য

দিকে মুখ করে ইবাদত করা যাবে না / মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন , সে যদি কোনাকোনি দিকেও থাকে তবুও যেন সে কোনাকোনি হয়েই ইবাদত করে / এটা আল্লাহর নিয়ম অর্থাত এর ব্যতিক্রম হওয়া যাবে না / কারণ আল্লাহ এভাবেই সবাইকে একত্রিত করবেন / মানে সারা পৃথিবীর সবাইকে একত্রিত করবেন / এবং যদি কেও কোনাকোনি অথবা ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ইবাদত করার জন্য সমালোচনা বা আপত্তি অথবা বিতর্ক করে সেটাকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন / উপরন্তু আল্লাহকেই ভয় করতে বলেছেন /

আর এটা তখনি সম্ভব হবে অর্থাত সারা পৃথিবীর মানুষের কেবলার দিকে ইবাদত করে একত্রিত হওয়া তখনি সম্ভব হবে যদি পৃথিবী সমতল হয় / যদি পৃথিবী গোলক আকার বা অর্ধ-গোলকাকার হয় তবে এটা কখনই সম্ভব হবে না যে সারা পৃথিবীর সব মানুষ কেবলার দিকে ফিরে ইবাদত করতে পারবে / যে গ্রিন ল্যান্ডে আছে সে কিছুতেই কেবলা মুখী হতে পারবে না , অস্ট্রেলিয়াতে থেকে কেবলা মুখী হওয়া সম্ভব নয় , যদি কেও এন্টার্কটিকা থাকে সে পারবেনা কেবলা মুখী হয়ে ইবাদত করতে / আর যদি কেও মেরুর দিকে থাকে সে কখনই পারবে না কেবলা মুখী হয়ে ইবাদত করতে / এই কেবলা মুখী ইবাদত তত্বটা তখনি প্রয়োগ করা যায় যদি পৃথিবী সমতল হয় / একমাত্র সমতল হলেই পৃথিবীর সব মানুষ একত্রিত হতে পারবে কেবলা মুখী ইবাদতের মাধ্যমে / তা না হলে গোলকাকার পৃথিবীতে কেবলার বিপরীত দিকে (পৃথিবীর অন্য পাশে) থেকে কেবলা মুখী হয়ে সারা পৃথিবীর সব মানুষের একত্রিত হওয়া কখনই সম্ভব নয় / কিন্তু এটা খুব ভালো ভাবে সম্ভব হবে যদি পৃথিবী সমতল হয় /
অর্থাত এই আয়াত অনুযায়ী পৃথিবী সমতল / এবং সম্পূর্ণ ভাবেই সমতল /

কিন্তু এখনো অনেক মুসলমান ভাইয়েরা বলবেন যে না এভাবে পৃথিবীর সব জায়গায় থেকে ইবাদত করা সম্ভব / এটাই সব চেয়ে উত্তম পন্থা আর তাই আল্লাহ স্বয়ং এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন / এই নিয়েমই হচ্ছে একমাত্র উপায় /
তখন আমি বলব ভাই একটু ভালো ভাবে চিন্তা করে দেখুন / এই নিয়মে অর্থাত কেবলা মুখী হয়ে ইবাদত করাটাই কি সব চেয়ে ভালো উপায় / এর থেকে কি ভালো উপায় ছিল না ?
আচ্ছা ভেবে দেখুন তো এই নিয়মে আমাদের এই পৃথিবীতেই ইবাদত করতে এত ঝামেলা / দুই মের অঞ্চলে থেকে ইবাদত করা কি সম্ভব যেখানে বছরে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত থাকে / সেখানে কিভাবে দিনে পাচবার নামাজ পরা সম্ভব ? আর রোজা করাইবা কিভাবে সম্ভব ? আর যেসব জায়গাতে দিন ছোট তারা খুব সহজেই রোজা করতে পারছেন; আর যেখানে দিন খুব বড় সেখানের মানুষ একই সময়ে খুব কষ্টে রোজা রাখছে / এটা কি বৈষম্য নয় ? আবার শীত প্রধান দেশে রোজা রাখা কত সহজ আর আরামদায়ক / আবার প্রক্ষান্তরে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে রোজা রাখা কত কষ্টকর একবার ভেবে দেখেছেন কি ? যদি আল্লাহ সর্ব জ্ঞানীই হবে তবে এরকম বৈষম্য রাখবেন কেন ? কিন্তু যদি আরব কেন্দ্রিক সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করেন তবে দেখবেন যে এই বৈষম্যটা আর থাকছে না / অর্থাত সমতল পৃথিবীতে রোজা এবং নামাজ খুব সহজে পড়া যাচ্ছে /

আবার চিন্তা করুন যদি কেও মেরুর কাছাকাছি থাকে তবে সে কিভাবে কেবলা মুখী হবে ? সারা পৃথিবীর মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রিজিওনে থেকে কি ইবাদতের মাধ্যমে একত্রিত হতে পারবে ? অথচ সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করে দেখেন যে খুব সহজেই সারা পৃথিবীর মানুষ একটা কেন্দ্রকে বা কেবলাকে কেন্দ্র করে কত সহজে একসাথে মিলিত হতে পারে ! কিন্তু সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থেকে কখনই একসাথে মিলিত হতে পারবে না / যেখানে সময়ের ব্যবধান থাকে প্রত্যেক স্থানের আলাদা আলাদা / যখন পৃথিবীর

এক পাশে দিন কিন্তু অন্য পাশে রাত / আবার যখন একপাশে সকাল তখন অন্য আরেক পাশে বিকেল বা দুপুর / তাহলে কিভাবে সারা পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ একসাথে করবেন ? অথচ যদি সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করেন তবে পৃথিবীর কোথাও সময়ের পার্থক্য থাকবে না / সারা পৃথিবীর সব মানুষ খুব সহজেই একসাথে হতে পারবে / এবং সারা পৃথিবীতে নামাজ ও রোজার সময় হবে এক এবং সমান / কারণ তখন পুরো পৃথিবীতেই সময় থাকবে এক / আর পৃথিবী গোলকাকার বলেই বিভিন্ন স্থানে সময় বিভিন্ন /
আর তাই ইবাদতের যে নিয়ম এই আয়াত তিনটিতে বলা হয়েছে সেটা সমতল পৃথিবীর কথাই বলা হয়েছে /

তারপর সেই আস্তিক ভাই বলবেন যে না ভাই আপনি ভুল কথা বলছেন; পৃথিবী গোল তার পরেওতো মানুষ ইবাদত করছে ! আমি বলব হ্যা করছে ইবাদত করছে কিন্তু তাদের নিজেদের নিয়মে করছে / এই আয়াত অনুযায়ী যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে করছে না / তারপরেও যারা করছে তারা এই বৈষম্য মেনে নিয়েই করছে / কোরানের কথা মত তারা কখনই একসাথে বা একই সময়ে ইবাদত করতে পারছে না / কারণ হলো এই নিয়মটা করা হয়েছে সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করে / যেখানে সময়ের ব্যবধান নেই মানে পৃথিবীর সব জায়গায় একই সময় / আর সব জায়গায় একই সাথে গ্রীষ্ম এবং শীতকাল থাকে / এবং পৃথিবীর সব জায়গায় রাত এবং দিন একই সময়ে সমান থাকে / আর এই তত্বটা আপনি সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রেই মিলাতে পারবেন / আমাদের গোলকাকার পৃথিবীতে এটা সবচেয়ে বড় অনিয়ম / যদি আল্লাহ সত্যি গোলকাকার পৃথিবীর কথা চিন্তা করে এই নিয়ম করতেন তবে অবশ্যই এর থেকে অনেক ভালো নিয়ম করে দিতেন /
আল্লাহ সমতল পৃথিবীর জন্যই এই নিয়ম করেছেন / তার মানে হলো পৃথিবী সমতল!

তারপরও সেই ভাই টি বলবে না ভাই আপনি ঠিক কথা বলছেন না / এটাই সব চেয়ে ভালো নিয়ম / স্বয়ং আল্লাহ এই নিয়মটি করেছেন, তাই এর কোনো ভুল হতে পারেনা /
তখন আমি তাকে বলব- ভাই ভালো করে ভেবে দেখেন ! যেখানে আমাদের এই পৃথিবীতেই এই নিয়ম চলছে না সেখানে যখন মানুষ মহাশুন্যে থাকবে যেমন ধরুন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন, সেখান থেকে কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে মানুষ / সেখানে না দিন না রাত অবস্তা সব সময় / এমন কি সৌর জগতের বাইরে সবসময়ই রাত / সেখানে মানুষ কিভাবে ইবাদত করবে ? কিভাবে কেবলা মুখী হবে ? আর কিভাবেই আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীর মানুষের সাথে একত্রিত করবেন /
আর ধরুন মানুষ যখন চাদে বসবাস শুরু করবে অথবা সেখানে মহাকাশের ট্রানজিশন জুন তৈরী করবে সেখানে মানুষ ইবাদত করবে কিভাবে তাও আবার কেবলা মুখী হয়ে ?
২০২৩ সালে মানুষ মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে বসবাসের জন্য / আগামী একশ বছরে সেখানে একটা সভ্যতা গড়ে উঠবে / তাহলে তারা কিভাবে সেখানে ইবাদত করবে সেই নিয়ম কিন্তু দেয়া হয়নি সমস্ত কোরানে / তারা কি কেবলা মুখী হতে পারবে? নাকি ইবাদতের সময়ে আল্লাহ তাদের কে একত্রিত করতে পারবেন পৃথিবীর মানুষের সাথে? যেখানে সময়ের পার্থক্য এবং পরিবেশের পার্থক্য থাকবে অনেক বেশি পৃথিবীর সাথে / তাহলে কি দেখছেন না যে এই নিয়মটা মোটেও কোনো ভালো নিয়ম হয়নি / আর এটা করা হয়েছে সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করেই !
পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্বের কথা চিন্তা করে নয়!

তারপরও সেই মুসলিম ভাইটি বলতে চাইবেন যে না যেহেতু এই নিয়মটা আল্লাহ করেছেন তাই এটিই সবচেয়ে ভালো নিয়ম ! আপনি কি এর থেকে ভালো কোনো নিয়ম বের করতে পারবেন ? তখন আমি তাকে বলব ভাই আমিতো মানুষ / আমার বুদ্ধি মান্সুশের চেয়ে বেশি নয় / কিন্তু আপনাদের আল্লাহ সর্ব জ্ঞানী /

তারপরও সেই মুসলিম ভাইটি বলতে চাইবেন যে না যেহেতু এই নিয়মটা আল্লাহ করেছেন তাই এটিই সবচেয়ে ভালো নিয়ম ! আপনি কি এর থেকে ভালো কোনো নিয়ম বের করতে পারবেন ? তখন আমি তাকে বলব ভাই আমিতো মানুষ / আমার বুদ্ধি মানুষের চেয়ে বেশি নয় / কিন্তু আপনাদের আল্লাহ সর্ব জ্ঞানী / তাহলে সে কি পারত না এর চেয়ে অনেক ভালো একটা নিয়ম করে দিতে / তার নিয়মে এরকম বড় ত্রুটি থাকে কি করে / সে কেন মানুষের মতই একটা বোকার মত নিয়ম করে দিয়েছেন / যদি সে মানুষের চেয়ে ভালো কোনো নিয়ম নাই বের করতে পারে তবে সে সর্ব জ্ঞানী হয় কি করে ? নাকি মনে করেন এটাই সর্ব উত্কৃষ্ট নিয়ম / এর চেয়ে ভালো নিয়ম আল্লাহ করতে পারতেন না / এমন একটা নিয়ম তিনি করলেন সেটা শুধু সমতল পৃথিবীর জন্যই সর্ব উত্কৃষ্ট /
হ্যা আল্লাহর এই নিয়মটি সমতল পৃথিবীর জন্য ১০০% সঠিক কিন্তু গোলক আকার পৃথিবীর জন্য খুব বাজে একটা নিয়ম !

আসুন তবুও আমি আমার মানুষের জ্ঞান দিয়ে দেখি এর চেয়ে ভালো কোনো নিয়ম হতে পারে কিনা /
মুসলমানরা যেহেতু বলে যে আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজ করে; আকাশ এবং পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আল্লাহ বিরাজ করে না / তাহলে সব জায়গায় আল্লাহ বিদ্যমান / আর তাই কোনো কেন্দ্রকে বা কেবলা কে কেন্দ্র করে ইবাদত না করে যে যেখানেই থাকবে সে সেখানেই আল্লাহর ইবাদত করবে / আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করবে / অথবা তার সামনে আল্লাহ কে কল্পনা করে ইবাদত অর্থাত নামাজ পড়বে / তার মন যদি পবিত্র হয়ে থাকে এবং সে যদি সত্যি আল্লাহকে ভয় করে তবে সে আল্লাহকেই মন থেকে সিজদা করবে / এবং আল্লাহ সেটা ঠিকই বুঝতে পারবে যেহেতু আল্লাহ মানুষের মনের কথাও বুঝেন /

আবার যদি আল্লাহ আকাশের উপরে আরশে বসে বিশ্বজগতকে পর্যবেক্ষণ করে থাকে তবেতো কেবলা মুখী নামাজ পরা সম্পূর্ণ অর্থহীন! কারণ তাহলে আল্লাহ আছে মহাকাশের সবার উপরে (কিন্তু মহাকাশে উপরে নিচে বলে কিছু নেই) / আর তাই যদি আল্লাহকে সিজদা করতে হয় অথবা তার ইবাদত করতে হয় তবে আল্লাহ উপরে আছে সে কথা চিন্তা করেই যেকোনো জায়গায় ইবাদত করা যায় / আর এর জন্যই একটা কেন্দ্র বা কেবলা মুখী হওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন /

তাই আল্লাহ মাথার উপরে আছে এবং থাকে সেজদা করা বা তার ইবাদত করা যায় যেকোনো দিকে যেকোনো জায়গায় / কারণ আল্লাহ সবার উপরেই আছেন / তাই যেকোনো জায়গায় দাড়িয়ে যেকোন দিকে তার ইবাদত করাই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি / তাহলে নির্দিষ্ট কোনো কেন্দ্র থাকতে হলো না আর সেই কেন্দ্র কে কেন্দ্র করেও ইবাদতের ঝামেলা থাকলো না / ফলে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন সে ঠিকই আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে /

আবার কেবলা এটা কি এমন ব্যাপার যে এটাকেই সেজদা করতে হবে ? আল্লাহ তো নিরাকার তাহলে কেবলার দিকে হয়েই কেন ইবাদত করতে হবে ? এটা শুধু একটা পাথর মাত্র / আর আল্লাহ তো পাথর নয় / বরং আল্লাহ নিরাকার একটা সত্বা / এবং সে সর্বত্র বিরাজ করে / তাহলে কেবলার দিকে মুখ করে কেন ইবাদত করতে হবে ? বরং সে ধরে নিবে আল্লাহ তার সামনেই আছে / আর সে আল্লাহকে সেজদা করবে / এটাইতো সব চেয়ে ভালো পদ্ধতি আল্লাহর ইবাদতের / তাহলে কেন একটা পাথরকে কেন্দ্র করে আল্লাহকে সীমাবদ্ধতার মাঝে আটকে রাখা ? বরং সর্ব ব্যাপী আল্লাহর ইবাদত হবে তার সব জায়গায় / কারণ আল্লাহ সব জায়গায় আছেন /

আর রোজা পালন করবে তার পারিপার্শিক পরিবেশের সুবিধা অনুযায়ী / একটা নির্দিষ্ট মাসে নয় বরং তার চার পাশের আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো আবহাওয়া থাকে এমন

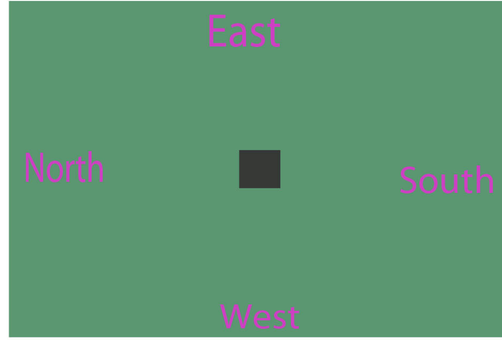
কোনো একটা মাসে / এবং পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় তার সুবিধানুযায়ী যে কোনো একটা মাসে যেটা তাদের জন্য সুবিধাজনক সেই মাসে রোজা রাখবে/ তাহলে আর সারা পৃথিবীর মানুষের রোজা পালনের বৈষম্যটা আর থাকবে না / আবার নামাজের ক্ষেত্রেও কেবলা নিয়ে আর জামেলা থাকবে না /

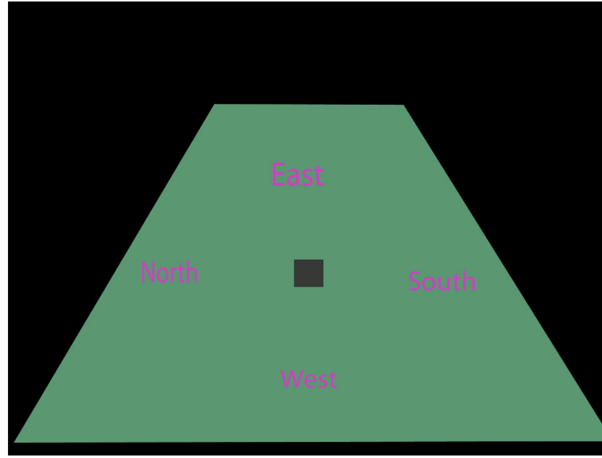
তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহর প্রদত্ত নিয়মের থেকেও ভালো নিয়ম হওয়া সম্ভব / আমি মানুষের বুদ্ধি দিয়ে দেখালাম এর চেয়ে ভালো নিয়ম থাকা সম্ভব / আর সৃষ্টিকর্তা বলে কেও একজন যদি থাকে যে সর্ব জ্ঞানী সে এর চেয়ে শতগুণ ভালো একটা নিয়ম করতে পারার কথা /

তাহলে কেন আল্লাহ এমন একটা নিয়ম করলো যেটাতে খুব বেশি সমস্যা ?

এর কারণ আল্লাহ সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করেই এই নিয়ম করেছেন / আপনি যদি খুব ভালো করে চিন্তা করে দেখেন তবে দেখবেন যে ইবাদতের এই ব্যবস্থা বা নিয়মটা সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সর্ব উত্কৃষ্ট / অর্থাত সমতল পৃথিবীর জন্য এই নিয়মে কোনো সমস্যা থাকেনা / কিন্তু গোলক আকার পৃথিবীর ক্ষেত্রেই এই নিয়মটাতে সমস্যা দেখা দেয় প্রচুর / কিন্তু সমতল পৃথিবীতে এই নিয়মের কোনো সমস্যা থাকে না / অর্থাত এই আয়াত তিনটি দিয়ে স্পষ্ট ভাবে বোঝানো হয়েছে যে পৃথিবী সমতল / গোলক আকার নয় /

সুতরাং কোরানের এই আয়াত তিনটি দ্বারা প্রমানিত যে পৃথিবী সমতল /





চিত্র : কাবাকে কেন্দ্র করে ইবাদত করা যেটা শুধু সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্ভব / গোলাকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয় /

এখন আমরা আরো দুইটি আয়াত দিয়ে প্রমান করবো যে কোরআনের মতে পৃথিবী সমতল /

৫৫). সুরা আর রহমান; আয়াত ১৭ :

"তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তালয়ের মালিক /"

৭০). সুরা আল মা'আরিজ; আয়াত ৪০ :

"আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয় আমি সক্ষম /"

৫৫). সুরা আর রহমান; আয়াত ১৭ :

"তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্ত্রণকারী /"

৭০). সুরা আল মা'আরিজ; আয়াত ৪০ :

"আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রভুর- নিশ্চই আমি সক্ষম- " (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

৫৫). সুরা আর রহমান; আয়াত ১৭ :

"তিনি দুই পূর্বের প্রভু, আর দুই পশ্চিমেরও প্রভু /"

৭০). সুরা আল মা'আরিজ; আয়াত ৪০ :

"কিন্তু না, আমি উদয়াচলের ও অস্তাচলের প্রভুর নামে শপথ করছি যে আমরা আলবৎ সমর্থ - " (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 55. Rahman,

17. "[He is] Lord of the two Easts and Lord of the two Wests:"

SURA 70. Maarij

40. Now I do call to witness the Lord of all points in the East and the West that We can certainly-
(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 55. AR-RAHMAN
17. Lord of the two Easts, and Lord of the two Wests!

SURA 70. AL-MAARIJ
40. But nay! I swear by the Lord of the rising-places and the setting-places of the planets that We verily are Able
(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

SURA 55. AR-RAHMAN
17. "[He is] Lord of the two sunrises and Lord of the two sunsets."

SURA 70. AL-MAARIJ
40. "So I swear by the Lord of [all] risings and settings that indeed We are able "
(Translated by Saheeh International)

55. Al Rahman
17. "(He is) Lord of the two Easts and Lord of the two Wests: "

70. Al Ma'arij
40. "Now I do call to witness the Lord of all points in the East and the West that We can certainly- "

এই আয়াত দুটিতে বলা হয়েছে আল্লাহ দুই উদয়াচল এবং দুই অস্তাচলের প্রভু এবং আল্লাহ সবগুলো উদয়াচল এবং সবগুলো অস্তাচলের প্রভু /
অর্থাত আল্লাহ দুটি উদয়াচল ও সবগুলো উদয়াচলের প্রভু আবার দুটি অস্তাচল এবং সবগুলো অস্তাচলের প্রভু /
এখানে প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান এবং ড: জহুরুল হক এই দুজনই সুরা আল মা'আরিজ-এর ৪০ নাম্বার আয়াতের অনুবাদ করেছেন উদয়াচলের এবং অস্তাচলের / এই অনুবাদটা ঠিক নয় / এখানে সবগুলো উদয়াচল ও সবগুলো অস্তাচল হবে / কারণ আরবি ভাষায় দুই প্রকারের বহু বচন আছে - একটা দিয়ে শুধু দ্বিবচন বোঝায় এবং আরেকটা দিয়ে দুইয়ের অধিক বহুবচন বোঝায় /
আর এখানে 'মাশ্রিকাইন এবং মাগ্রিবাইন' এটা হলো দ্বিবচন /
অর্থাত আল্লাহ দুই উদয়াচল এবং দুই অস্তাচলের প্রভু /
আবার 'মাশারিক এবং মাঘারিব' এটা দিয়ে বোঝায় দুইয়ের অধিক বহুবচন অর্থাত আল্লাহ সবগুলো উদয়াচল এবং সবগুলো অস্তাচলের প্রভু /
সুতরাং সুরা আল মা'আরিজ-এর ৪০ নাম্বার আয়াতের সঠিক অনুবাদ হবে আল্লাহ সবগুলো উদয়াচল ও সবগুলো অস্তাচলের প্রভু /

এখন মূল আলোচনায় আসি / অনেক ইসলামিক ব্যক্তিত্ব বা ইসলাম বিশেষজ্ঞ সুরা আর রহমানের ১৭ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা করে যে এখানে পূর্বের দুই প্রান্ত এবং পশ্চিমের দুই প্রান্তের কথা বলা হয়েছে / এবং তারা সুরা আল মা'আরিজ-এর ৪০ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা করে যে এখানে পূর্ব প্রান্তের সবগুলো অবস্থান এবং পশ্চিম প্রান্তের সবগুলো অবস্থানে সূর্যের উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে / অর্থাত সূর্য পূর্ব প্রান্তের সবগুলো অবস্থানে এবং পূর্বের দুই প্রান্তের সীমানায় অস্ত যায় এবং পশ্চিমের সবগুলো অবস্থানে এবং দুই প্রান্তে অস্ত যায় / মানে হলো সূর্য পূর্বের যে শেষ সীমাদ্বয়

এবং এর মধ্যবর্তী সবগুলো অবস্থানে উদয় হয় সেগুলোর সবগুলোর প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ / আবার সূর্য পশ্চিমের যে শেষ প্রান্তদ্বয় এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবগুলো অবস্থানে সূর্য অস্ত যায় এদের সবগুলো অবস্থানের প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ /

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্য পূর্বের অনেকগুলো প্রান্ত থেকে উদয় হয় এবং পশ্চিমের অনেকগুলো প্রান্তে অস্ত যায় / আর বাস্তবিক ভাবেই এটা এরকম হয় / অর্থাত সূর্য বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থানে উদয় হয় এথবা বিভিন্ন অবস্থানে অস্ত যায় বলেই আমাদের মনে হয় / আর এটাই এই আয়াতে বলা হয়েছে /
তাহলে এখন ভালো করে চিন্তা করে দেখুন যে গোলক আকার এই পৃথিবীতে কি সত্যিই পূর্বের দুই প্রান্তে এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবগুলো অবস্থান থেকে সূর্য উদয় হওয়া সম্ভব / কোনো গোলকের পূর্বের দুই প্রান্ত থাকা সম্ভব নয় / এটা তখনি সম্ভব যদি পৃথিবী সমতল হয় / তাহলে সমতল পৃথিবীতে পূর্বের দুই প্রান্তে আর এগুলোর মধ্যবর্তী সবগুলো অবস্থানে সূর্য উদয় হতে পারবে এবং পশ্চিমের দুই প্রান্তে আর এগুলোর মধ্যবর্তী সবগুলো অবস্থানে সূর্য অস্ত যেতে পারবে / কিন্তু গোলক আকার পৃথিবীতে এটা কখনই সম্ভব হবে না / অর্থাত এই আয়াত অনুযায়ী পৃথিবী সম্পূর্ণ ভাবে সমতল / এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে এখানে আল্লাহ এবং মুহাম্মদ স: সমতল পৃথিবীর বর্ণনাই দিচ্ছেন /

এ পর্যন্ত পড়ে অনেক মুসলমান আপত্তি তুলবে / তারা বলবে এখানে দুই পূর্ব বলতে বোঝানো হয়েছে যে পৃথিবীর কোনো এক জায়গায় সূর্য উদয় হওয়ার সময় তার বিপরীত পাশে (গোলক আকার পৃথিবীতে) সূর্য অস্ত যায় / এবং সেই জায়গায় যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার বিপরীত পাশে সূর্য উদয় হয় / তাহলে পৃথিবীর এই বিপরীত পাশের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সূর্য অস্ত যাওয়া আর সূর্য উদয় হওয়ার জন্যই দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিম বলা হয়েছে / তাদের মতে পৃথিবীর একপাশে সূর্য উদয় হয় একবার এবং অস্ত

যায় একবার এবং সেই সময়েই পৃথিবীর অন্য পাশে সূর্য অস্ত হয় আরেকবার আর সূর্য উদয় হয় আরেকবার / অর্থাত দুইবার উদয় হয় এবং দুইবার অস্ত যায় /
আমি তাদের সাথে সম্পূর্ণ ভাবে একমত যে, হ্যা পৃথিবীর দুই বিপরীত পাশে সূর্য অস্ত যায় এবং সূর্য উদয় হয় একবার একবার করে দুই বার / অর্থাত যেসময়ে এখানে সূর্য উদয় হচ্ছে ঠিক সেই সময়েই এর বিপরীত জায়গায় (ধরি আমেরিকায়) সূর্য অস্ত যাচ্ছে / আর যেসময়ে এখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ঠিক সেই সময়েই এর বিপরীত পাশে সূর্য উদয় হচ্ছে /
বেশ ভালো ! তাহলে এখানে বুঝানো হচ্ছে যে একপাশে হচ্ছে সূর্য উদয় একবার আর সূর্যাস্ত একবার / আর অন্য পাশে সূর্য উদয় হচ্ছে একবার আর সূর্যাস্ত হচ্ছে একবার / তাহলে দুইবার সূর্যাস্ত এবং দুইবার সূর্য উদয় হচ্ছে / অর্থাত দুই পূর্ব আর দুই পশ্চিম /

কিন্তু এখানে অনেক সমস্যা থেকে যাচ্ছে /
এক- কোনো এক নির্দিষ্ট জায়গায় দাড়িয়ে একজন কখনই দুই সূর্যাস্ত এবং দুই সূর্য উদয় দেখতে পারছে না / এমন কি সে পৃথিবীর যে জায়গাতেই যাক না কেন সে সব সময় এক সূর্যাস্ত এবং এক সূর্য উদয়ই দেখবে / কিন্তু কখনই কারো পক্ষে দুই সূর্যাস্ত অথবা দুই সূর্যোদয় দেখা সম্ভব নয় গোলক আকার পৃথিবীতে / (এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী) / কিন্তু যদি সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করি তবে সে ঠিকই এক জায়গায় দাড়িয়ে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে দুই ভিন্ন অবস্থানে সূর্য উদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে পারবে / (আগের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) / সুতরাং আল্লাহ মুহাম্মদ স:- কে কখনই একথা বলেনি যে পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকের দুই সূর্যাস্তের এবং দুই সূর্য উদয়ের কথা / বরং তাকে আল্লাহ এটাই বুঝিয়েছেন যে পূর্বের দুই প্রান্তে সূর্য উদয় হচ্ছে এবং পশ্চিমের দুই প্রান্তে ডুবে যাচ্ছে আর তাই দুই উদয়াচল এবং দুই অস্তাচল / কারণ কারো পক্ষেই পৃথিবীর দুই বিপরীত পাশের দুই সূর্যাস্ত এবং দুই সূর্যোদয় দেখা সম্ভব নয় / পৃথিবীর কোনো স্থানের কোনো মানুষের জন্য কখনই দুই সূর্যোদয় বা

দুই সূর্যাস্ত থাকা সম্ভব না / কিন্তু এটা সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে খুব সহজেই সম্ভব /(প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী)/

দুই- আবার মেরু অঞ্চলে সূর্য কখনো উঠবে না প্রায় ছয় মাস / আবার সবসময় সূর্য থাকবে বাকি প্রায় ছয় মাস একটানা / ফলে সেখানে দিন রাত কখনো পরিবর্তন হবে না / অর্থাত সবসময় দিন থাকবে, না হয় সবসময় রাত থাকবে সেই সময়টাতে / ফলে সেখানে দুই সূর্যোদয় অথবা দুই সূর্যাস্ত কখনো সম্ভব নয় / অর্থাত সেখানে টানা এক সূর্য থাকবে প্রায় ছয়মাস ধরে বা টানা সূর্য থাকবে না প্রায় ছয় মাস / ফলে সেখানে কখনই দুই সূর্যাস্ত বা দুই সূর্যোদয় সম্ভব নয় / কিন্তু যদি সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করেন তবে সারা বছর দুই সূর্যোদয় বা দুই সূর্যাস্ত সম্ভব / সুতরাং এখানে দুই সূর্যোদয় আর দুই সূর্যাস্ত দিয়ে আসলে সমতল পৃথিবীর সুর্যোদয়ের আর সূর্যাস্তের জায়গা পরিবর্তনকেই নির্দেশ করছে / সুতরাং এই আয়াতে পৃথিবী সমতল এই তত্তটাই প্রমান দিচ্ছে /

তিন– সুরা আল মা'আরিজ–এর ৪০ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সবগুলো সুর্যোদয়ের প্রভু আর সবগুলো সূর্যাস্তের প্রভু / তাহলে দুই সুর্যাস্তই শুধু নয় বরং অনেকগুলো সূর্যাস্ত আবার দুই সূর্যোদয় নয় বরং অনেকগুলো সূর্যোদয় / এই আয়াতের ফলে গোলক আকার পৃথিবীর দুই বিপরীত পাশের ক্ষেত্রে যে দুই সূর্যাস্ত ও দুই সুর্যোদয়ের যুক্তিটি দেয়া হয়েছে সেটা ভেঙ্গে পড়ে / কারণ পৃথিবীতে একই সাথে এক সূর্যোদয় এবং এক সূর্যাস্ত হওয়া আর একই সাথে এক সূর্যাস্ত এবং এক সূর্যোদয় (মোট দুই সূর্যাস্ত এবং দুই সূর্যোদয়) সম্ভব পৃথিবীর কোন এক বিন্দুর আর তার বিপরীত বিন্দুর সাপেক্ষে / কিন্তু কখনই অনেকগুলো সূর্যাস্ত বা অনেক গুলো সূর্যোদয় সম্ভব নয় / আরেকটু সহজ করে বলছি / ধরুন, বাংলাদেশে সকাল হচ্ছে মানে সূর্যোদয় হচ্ছে / ঠিক সেই সময়ে আমেরিকাতে সূর্যাস্ত হচ্ছে / ঠিক বারো ঘন্টা পরে বাংলাদেশে সূর্যাস্ত হবে এবং সেই সময়টাতে আমেরিকাতে হবে সূর্যোদয় / তাহলে দুই

সূর্যাস্ত বা দুই সূর্যোদয় হলো / কিন্তু এই সময় ব্যবধানে বাংলাদেশ এবং আমিরিকাতে কখনই অনেকগুলো সূর্যোদয় বা অনেকগুলো সূর্যাস্ত সম্ভব নয় / এখানে সব সময়ই বা সারা বছরই দুই সূর্যাস্ত বা দুই সূর্যোদয় হবে /

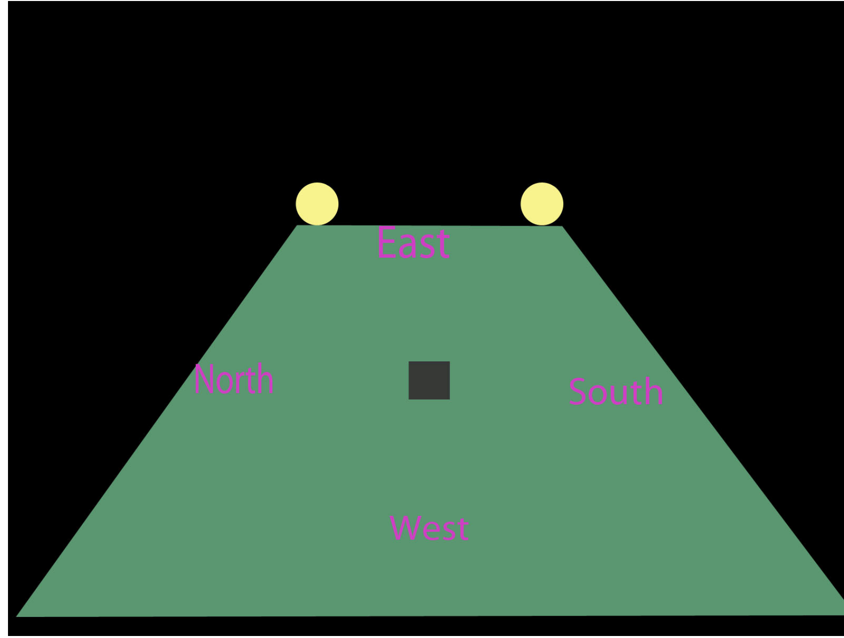
আবার যদি ধরি ইন্দোনেশিয়াতে সূর্য উদয় হচ্ছে , ঠিক সেই সময়ে পেরুতে সূর্যাস্ত হচ্ছে / আবার যখন ইন্দোনেশিয়াতে সূর্য অস্ত যাবে , তার বিপরীত পাশে সেসময় সূর্য উদয় হবে / ফলে এই দুই বিপরীত জায়গাতে সবসময়ই দুই সূর্যাস্ত এবং দুই সূর্যোদয় সম্ভব / কিন্তু কখনই অনেকগুলো সূর্যাস্ত বা অনেকগুলো সূর্যোদয় সম্ভব নয় / এভাবে পৃথিবীর যেকোনো দুই বিপরীত বিন্দু নিয়েই এই তত্বটা প্রয়োগ করা হোক না কেন কখনই দুই সূর্যাস্ত এবং দুই সুর্যোদয়ের বেশি সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় সম্ভব নয় / তাই এই আয়াত দুটি দিয়ে কখনই দুই বিপরীত পাশের দুই সূর্যোদয় এবং দুই সূর্যাস্ত তত্বটি প্রয়োগ করা যায় না / কারণ আয়াত দুটি পরস্পরকে নাকচ করে দিবে যদি এর ব্যাখ্যা এরকম করা হয় /

কিন্তু যদি সমতল পৃথিবীর কথা চিন্তা করেন তবে এই আয়াত দুটি দিয়ে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে যে দুই উদয়াচল এবং অনেকগুলো উদয়াচল আবার দুই অস্তাচল এবং এনেকগুলো অস্তাচল / অর্থাত সমতল পৃথিবীতেই কেবল দুই উদায়চল ও দুই অস্তাচল এবং অনেকগুলো উদয়াচল ও অস্তাচল সম্ভব / যেখানে উদয়াচলের শেষ দুই বিন্দু ও এদের মাঝে সব গুলো বিন্দুতে সূর্যোদয় হবে আর অস্তাচলের শেষ দুই বিন্দু এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবগুলো বিন্দুতে সূর্যাস্ত হবে /

কিন্তু গোলক আকার পৃথিবীতে এটা কখনই সম্ভব নয় / কারণ এর দুই উদয়াচল বা দুই অস্তাচল অর্থাত দুই পূর্ব বা দুই পশ্চিম বলে কিছু নেই / এটা শুধু সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব / অর্থাত সমতল পৃথিবীর পূর্বের (উদয়াচল) ও পশ্চিমের (অস্তাচল) দুই শেষ প্রান্ত সম্ভব / অর্থাত পৃথিবী সমতল /

এই তিনটি কারণে প্রমানিত হয় যে এই আয়াত দুটি দিয়ে আসলে সমতল পৃথিবী এবং এর দুই বিপরীত পাশের (পূর্ব ও পশ্চিম) দুই প্রান্ত বিন্দুকে বোঝানো হয়েছে / অর্থাত পৃথিবী সমতল /

বি.দ্র.- এখানে প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান এবং ড: জহুরুল হক এই দুজনই সুরা আল মা'আরিজ-এর ৪০ নাম্বার আয়াতের অনুবাদ করেছেন উদয়াচলের এবং অস্তাচলের এটা সম্ভব হয়না তার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে এই দুটো পরস্পরের বিপরীত হয়ে যায় / কারণ এক জায়গায় বলা হয়েছে দুই উদয়াচল এবং দুই অস্তাচল আবার অন্য জায়গায় যদি বলা হয় যে এক অস্তাচল ও এক উদয়াচল তবে তারা পরস্পর বিপরীত কথা বলবে / আর সব কোটি অনুবাদে বিশেষ করে ইংরেজি অনুবাদে যদি দেখেন তবে দেখবেন সবাই এই আয়াতের অর্থ করেছেন বহুবচনে অর্থাত সবগুলো বা অনেকগুলো উদয়াচল ও অস্তাচল / কারণ এটাই সঠিক অনুবাদ / আবার তারা দুজনই (৩৭) সুরা আস-সাফফাত-এর ৫ নাম্বার আয়াতের অনুবাদ করেছেন উদয়াচলসমূহের অর্থাত বহুবচনে) /



চিত্র : - দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল এবং সবগুলো উদয়াচল ও সবগুলো অস্তাচল কেবল সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব /

এতক্ষণে নিশ্চয় প্রমান করতে পেরেছি যে কোরানের বর্ণনায় পৃথিবী ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার নয় / বরং এটি সম্পূর্ণ ভাবেই সমতল / অর্থাত কোরান বলছে যে পৃথিবী সমতল /

কিছু অদ্ভুত উপস্থাপনার উপযুক্ত জবাব :

পৃথিবী কি সত্যিই ডিম্বাকৃতির ?

উত্তর:

অনেক মুসলমানের দাবি কোরআনে পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতির বলা হয়েছে /
আর বিজ্ঞানও বলছে যে পৃথিবী ডিম্বাকৃতির /
আসুনতো দেখি কোরআনে পৃথিবীকে সত্যিই ডিম্বাকৃতির বলা হয়েছে কিনা !
আর পৃথিবী সত্যিই ডিম্বাকৃতির কিনা !
কোরআনের একটি সুরাতে বর্ণিত আছে :
(৭৯). সুরা আন-নাযিয়াত; আয়াত ৩০:

"পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন /"

অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন বা প্রসারিত করেছেন /
এই আয়াতটির অর্থ নতুন করে মুসলমানরা এরকম করেছে :

"পৃথিবীকে এর পরে করেছেন ডিম্বাকৃতির /"

তাদের যুক্তি হলো যে এখানে যে আরবি শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো 'দাহাহা' (যার অর্থ বিস্তৃত করা) কিন্তু এটি এসেছে মূল শব্দ 'দুইয়া' থেকে / আর দুইয়া শব্দটির অর্থ হলো ডিম / আর এটার বিশেষ অর্থ হয় উটপাখির ডিম / অর্থাত দুইয়া শব্দটির অর্থ ডিম (উটপাখির) /
আর তাই তারা এই আয়াতের অর্থ করে ডিম্বাকৃতির /
কিন্তু দাহাহার আরেকটি অর্থ হলো বিস্তৃত করা /

তিনটি কারণে তাদের এই দাবি অযৌক্তিক :
১. এখানে যে বলা হয়েছে 'দাহাহা' যার অর্থ করা হয় ডিম্বাকৃতির সেটা এসেছে মূল শব্দ দুইয়া থেকে যার অর্থ ডিম আরবরা কি দাহাহা দিয়ে ডিমকেই বোঝায় নাকি এর অন্য অর্থ আছে নাকি শুধু দুইয়া অর্থ ডিম ?

২. কোরআনের অন্য কোনো জায়গায় এই শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি দ্বিতীয় বার / সবজায়গায় পৃথিবীর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে অথবা প্রসারিত করা হয়েছে বিছানা বা কার্পেটের মত / যদি পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতিরই বোঝানো হলো তবে কেন অন্য কোনো আয়াতে বলা হয়নি ডিম্বাকৃতির কথা ?
৩. দাহাহার আরেকটি অর্থ হলো বিস্তৃত করা বা প্রসারিত করা / ঠিক এই কথাটাই কোরআনের সব জায়গায় বলা হয়েছে / সুতরাং যেকেউ এখানে বিস্তৃত করা এই অর্থটিই উপযুক্ত মনে করবে যার নুন্যতম জ্ঞান আছে / আর কোরআনের অন্যান্য আয়াত অনুযায়ী তাই দাহাহার উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ অর্থ হবে বিস্তৃত করা / ডিম্বাকৃতির নয় / যদি এর অর্থ ডিম্বাকৃতির হতো তবে অবশ্যই কোরআনের অন্য আরোও আয়াতে ভিন্ন শব্দ দিয়ে বলা হতো পৃথিবী ডিম্বাকৃতির / কিন্তু সেটা না বলে কোরানে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার সবসময়ই বলা হয়েছে বিস্তৃত বা প্রসারিত করার কথা / আর তাই এখানে বিস্তৃত করা বা প্রসারিত করাই হবে দাহাহার প্রকৃত অর্থ /

তাহলে মুসলমান ভাইয়েরা কেন আপনারা দাহাহার অর্থ এখানে ডিম্বাকৃতির ধরবেন যেহেতু দাহাহার আরেকটি অর্থ হলো বিস্তৃত করা / আর সমগ্র কোরআনে বিস্তৃত বা প্রসারিত করার কথাই বার বার বলা হয়েছে ? তাহলে আপনাদের কি বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছে যে এখানে দাহাহার অর্থ হবে বিস্তৃত করা বা প্রসারিত করা, যেহেতু দাহাহা অর্থ বিস্তৃত বা প্রসারিত করা ? নাকি সমগ্র কুরআনকে অবজ্ঞা করে আপনারা বিজ্ঞানের সাথে মিলাতে এর অর্থ অযৌক্তিকভাবে ডিম্বাকৃতির এই অর্থটি করবেন ? ভাবুন একবার ভালোভাবে ! দেখবেন এখানে ডিম্বাকৃতির কথা বলা হয়নি বরং এখানে বিস্তৃত বা প্রসারিত করার কথাই বলা হয়েছে /

কেন এখানে ডিম্বাকৃতির হবেনা তার আরোও একটা কারণ আমি দেখাচ্ছি : আপনারা বলেন যে পৃথিবী উটপাখির ডিমের মতই / কারণ এর মেরু অঞ্চলের দিকে কিছুটা চাপানো বিষুবীয় অঞ্চলের তুলনায় / আর তাই পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মতই দেখায় /

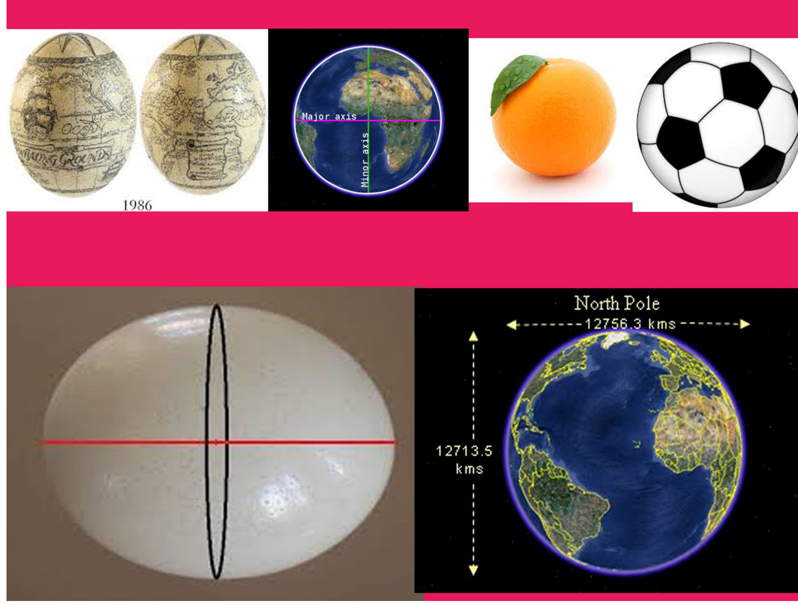
কিন্তু আসলেই কি পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মত দেখায় ! মহাকাশ থেকে তুলা ছবি কি কখনো দেখেছেন ? যদি দেখে থাকেন তবে দেখবেন যে পৃথিবীকে মোটেও উটপাখির ডিমের মত দেখা যায়না / এমনকি কোনো ডিমের মতই দেখা যায়না / বরং এটাকে পুরোপুরি ফুটবলের মত দেখায় / কেন এমন দেখায় জানেন কি ? যদিও বিজ্ঞানীরা বলে যে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের দিকে খুব কম পরিমানের হলেও কিছুটা চাপানো থাকে বিষুবীয় অঞ্চলের তুলনায়; তারপরেও পৃথিবী একদম ফুটবলের মত দেখায় /

এর কারণ হচ্ছে মেরু অঞ্চলে খুব অল্প পরিমানে চাপা বিষুবীয় অঞ্চলের তুলনায় / দুই মেরুর দুরত্ব এবং বিষুবীয় অঞ্চলের দুই বিপরীত বিন্দুর দুরত্ব প্রায় সমান / এদের দূরত্বের ব্যবধান মাত্র ৪৩ কি.মি. / যেখানে বিষুবীয় অঞ্চলের দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতি (Diameter) হচ্ছে ১২৭৫৬.৩ কি.মি. / প্রক্ষান্তরে দুই মেরু অঞ্চলের দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতি (Diameter) ১২৭১৩.৫ কি.মি. / আর এদের দৈর্ঘের ব্যবধান মাত্র ৪৩ কি.মি. / এতবড় পৃথিবীর তুলনায় ৪৩ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ব্যবধান খুবই কম / আর তাই পৃথিবীকে দেখতে পুরোপুরি গোলকের মতই দেখায় / অর্থাত পৃথিবীকে ফুটবলের মত দেখায় /
আবার পৃথিবীকে অনেকাংশে কমলার মত দেখায় / অর্থাত পৃথিবী দেখতে অনেকটাই কমলার মত / পৃথিবীর আকৃতি বুঝাতে তাই সবাই কমলার উদাহরণই দেয় / কারণ হচ্ছে পৃথিবীর আকৃতি কমলার মতই / তাহলে পৃথিবীর আকৃতি কমলার মত অথবা ফুটবলের মত কিন্তু কখনই ডিমের মত নয় / কারণ ডিম সুষম গোলক আকৃতির মত নয় / কিন্তু কমলা অথবা ফুটবল সুষম গোলক আকৃতির মত / অথবা প্রায় সুষম গোলক আকৃতির / আর পৃথিবীও সুষম আকৃতির মত বা প্রায় সুষম গোলক আকৃতির / আর এই জন্যই পৃথিবী কমলার আকৃতির বা ফুটবল আকৃতির / ডিম্বাকৃতির নয় /
আর তাই পৃথিবী ডিম্বাকৃতির মত কথাটা পুরোপুরি মিথ্যা বা ভুল /

তাহলে আল্লাহ কেন কোরআনে বলবে যে পৃথিবী ডিম্বাকৃতির / কেন বললো না যে পৃথিবী কমলার আকৃতির ? সে সময় মানুষ হয়তো ফুটবল চিনতো না কিন্তু কমলাতো ঠিকই চিনতো / তাহলে এখানে পৃথিবী কমলার আকৃতির না বলে কেন ডিম্বাকৃতির বলা হবে ? যেখানে পৃথিবী ডিম্বাকৃতির কথাটা পুরোপুরি ভুল /

সেজন্যই এখানে ডিম্বাকৃতির পৃথিবীর কথা বলা হয়নি / বরং এখানে পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত বলা হয়েছে / কারণ সমগ্র কোরআনে পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত এই কথাটিই বলা হয়েছে বারবার / এখানে বিস্তৃত বা প্রসারিত পৃথিবী বোঝাতেই দাহাহা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে / কিন্তু এর আরেকটি অর্থ হয়তোবা ডিম্বাকৃতির কিন্তু এখানে সেই অর্থটি ব্যবহার করা যাবে না / কারণ কোরআনের সব জায়গাতেই পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত বলা হয়েছে / আর তাই এখানেও পৃথিবী বিস্তৃত বা প্রসারিত এই অর্থটিই হচ্ছে সঠিক /

আর তাই কোরান পৃথিবীর আকৃতি সঠিক ভাবে উল্লেখ করেছে কথাটি পুরোপুরি মিথ্যা / বরং কোরআনে সমতল পৃথিবীর কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে বারবার /



চিত্র :- পৃথিবীর আকৃতি কমলা এবং ফুটবলের মত কিন্তু কখনই উটের ডিমের মত নয় /

পৃথিবীকে বিছানা করা হয়েছে, এই কথাটা দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে ? অযুক্তিক দাবির উপযুক্ত জবাব।

উত্তর :

মুসলমানদের দাবি কোরানে পৃথিবীকে বিছানা অথবা কার্পেট বলা হয়েছে কারণ পৃথিবীর ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গলিত পদার্থ থেকে বাচাতে আল্লাহ পৃথিবীর উপরি পৃষ্টে যে শক্ত কঠিন এবং শীতল আবরণ বা ক্রাস্ট (crust) তৈরী করেছেন সেটা বুঝিয়েছেন /

তাদের ভাষ্য মতে পৃথিবীর ভু-অভ্যন্তরের গলিত উত্তপ্ত পদার্থ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ পৃথিবীর উপরিভাগে ক্রাস্ট তৈরী করে মানুষের বসবাসের উপৈযুগী করে দিয়েছেন / তাদের মতে পৃথিবীর উপরিভাগে ক্রাস্ট আছে বলেই মানুষ বেচে আছে ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত অবস্থা থেকে / অর্থাত পৃথিবীর উপরিভাগে এই ক্রাস্ট তৈরী করা হয়েছে ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বাচার জন্য / যদি ক্রাস্ট না থাকতো তবে মানুষ বেচে থাকতে পারত না / মানুষ কে ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বাচানোর জন্যই আল্লাহ ক্রাস্ট তৈরী করেছেন / অর্থাত ক্রাস্ট তৈরির উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত তরল পদার্থ থেকে রক্ষা করা / যদি ক্রাস্ট না থাকতো তবে মানুষ ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থের জন্য বেচে থাকতে পারত না /
মোট কথায় ক্রাস্ট তৈরী করার উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তপ্ত পদার্থ থেকে মানুষকে রক্ষা করা /
আর আল্লাহ ক্রাস্ট তৈরী করে মানুষকে রক্ষা করছে এই জন্যে ভূমিকে বিছানা বলা হয়েছে / অর্থাত ভূমি কে আল্লাহ বিছানার মত নিরাপদ করে তৈরী করেছেন / আর তাই ভূমিকে বিছানা বা কার্পেটের সাথে তুলনা করা হয়েছে /
অর্থাত আল্লাহ পৃথিবী তৈরী করেছেন এবং এর উপরে বিছানার মত বা কার্পেটের মত ক্রাস্ট তৈরী করেছেন ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ থেকে রক্ষা করার জন্য / মুসলমানদের দাবি অনুযায়ী ক্রাস্ট তৈরির মূল উদ্দেশ্য ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত অবস্থা থেকে মানুষকে রক্ষা করে বসবাসের উপযুগী করা /
আল্লাহ ক্রাস্ট তৈরী করলেন যেন ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ মানুষকে ক্ষতি করতে না পারে /

আসুন এবার দেখি ক্রাস্ট তৈরী সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কি বলে :
বিজ্ঞানীরা বলে পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক দিকে পৃথিবী অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল / অর্থাত পৃথিবী তৈরির সময়ে সমস্ত পৃথিবী উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল /

এর পরে পৃথিবী তাপ বিকিরণ শুরু করে এবং শীতল হতে থাকে / ভু-পৃষ্ট উপরে হওয়ায় খুব সহজে তাপ বিকিরণ করতে থাকে এবং দ্রুত শীতল হতে থাকে ভু-অভ্যন্তরের তুলনায় / এরফলে ভু-পৃষ্ট খুব দ্রুত তাপ বিকিরণ করে শীতল হতে থাকে এবং ভুপৃষ্ট দ্রুত শক্ত কঠিন পদার্থে পরিনত হয় / এর ফলে ভু-অভ্যন্তরের তাপ বিকিরণ বাধা প্রাপ্ত হয় / অর্থাত ভু-অভ্যন্তরের তাপ আর বের হতে পারে না কারণ ভু-প্রষ্টের তাপ সম্পূর্ণ বিকিরিত হয়ে শক্ত কঠিন হয়ে গেছে অর্থাত ক্রাস্ট তৈরী হয়ে গেছে / আর এই ক্রাস্টের জন্যই ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ আর তাপ বিকিরণ করতে পারে না / ফলে ভু-অভ্যন্তরের পদার্থগুলো উত্তপ্ত অবস্থায় থেকে যায় / অর্থাত ভু-পৃষ্ট খুব দ্রুত তাপ বিকিরণ করতে পেরেছে বলে খুব দ্রুত শীতল হয়ে শক্ত কঠিন হয়ে গেছে এবং খুব দ্রুত ক্রাস্ট তৈরী করেছে / আর এই ক্রাস্ট তৈরী হয়ে যাবার জন্যই ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ তাপ বিকিরণ করতে পারেনি / এর ফলেই ভু-অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত অবস্থাতেই থেকে গেছে /
ভু-পৃষ্টের ক্রাস্ট তৈরির জন্যই ভু-অভ্যন্তরের পদার্থ উত্তপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে / অর্থাত ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থের জন্য দায়ী হচ্ছে এই ক্রাস্ট / ক্রাস্ট খুব দ্রুত তৈরী হবার জন্যই ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ আর তাপ বিকিরণ করতে পারে নি / এরফলে ভু-অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত থেকে গেছে / আর এজন্যই ভু-অভ্যন্তরে এখনো উত্তপ্ত এবং গলিত পদার্থগুলো এখনো উত্তপ্ত অবস্থায় আছে / কারণ এই ক্রাস্টের জন্য ভু-অভ্যন্তরের পদার্থ গুলো তাপ বিকিরণ করতে পারে নি /
অর্থাত ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থগুলোর জন্য দায়ী এই ক্রাস্ট / যদি ক্রাস্ট না তৈরী হতো এত দ্রুত তবে ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থগুলো তাপ বিকিরণ করতে পারত এবং শীতল হয়ে কঠিন হয়ে যেত / কিন্তু ক্রাস্ট খুব দ্রুত গঠিত হয়ে যাবার জন্যই ভু-অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে /
সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত এবং গলিত পদার্থের জন্য দায়ী হচ্ছে ক্রাস্ট / ক্রাস্টের জন্যই ভু-অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত /

কিন্তু মুসলমানরা দাবি করছে ভু-অভ্যন্তর উত্তপ্ত বলেই ক্রাস্ট তৈরী করা হয়েছে যেটা বিজ্ঞানীদের কথার এবং বাস্তবতার বিরুধী / মুসলমানদের দাবি ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বাচানোর জন্য ক্রাস্ট তৈরী করা হয়েছে / কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন ক্রাস্ট তৈরী হয়ে যাবার কারণেই ভু-অভ্যন্তরের তাপ বেরোতে পারেনি এবং উত্তপ্ত অবস্থায় থেকে গেছে /

সত্যি কথাটা হচ্ছে এই ক্রাস্ট গঠিত হবার কারণে ভু-অভ্যন্তরের তাপ বেরোতে পারেনি এবং এর ফলেই ভু-অভ্যন্তরের পদার্থগুলো উত্তপ্ত এবং উত্তপ্ত তরল হিসেবে রয়ে গেছে /
আর তাই মুসলমানদের দাবি যে, ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ থেকে রক্ষার জন্য এই ক্রাস্ট গঠিত হয়েছে কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা এবং বিজ্ঞানকে ভুল ভাবে উপস্থাপনা /
অর্থাত ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ থেকে মানুষকে বাচানোর জন্য ক্রাস্ট তৈরী করা হয়েছে আর তাই পৃথিবীকে বিছানা বা কার্পেটের সাথে তুলনা করা হয়েছে কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা / ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বাচানোর জন্য ক্রাস্ট তৈরী হয়নি বরং ক্রাস্টের জন্যই ভু-অভ্যন্তরের পদার্থগুলো উত্তপ্ত অবস্থায় থেকে গেছে / আর তাই পৃথিবীকে বিছানার সাথে তুলনা করার সাথে ক্রাস্টের কোন সম্পর্ক নেই / কারণ ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থের জন্য এই ক্রাস্টই দ্বায়ী / আর তাই ক্রাস্ট বোঝাতে আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা বলেননি বরং সমতল অর্থেই বিছানা কথাটা বলেছেন / আল্লাহর কথা মত পৃথিবী বিছানা বা কার্পেটের মতই সমতল / অর্থাত পৃথিবী সমতল /

আল্লাহ কি পৃথিবীকে দোলনা করেছেন ? যেন মানুষ দোল খেতে পারে !

উত্তর :

অনেক মুসলমান বর্তমানের অর্থাত নতুন অনুবাদে কোরআনকে বিজ্ঞানের সাথে মিলাতে অদ্ভুত অদ্ভুত অনুবাদ বের করছেন / যেগুলো হজম করা খুব কষ্ট সাধ্য !

আসুন দেখি তারা কোরান কে বিজ্ঞানের সাথে মিলাতে কি করছে দেখি :

Muhammad Sarwar , AJ Arberry, Ali Quri Qarai, Wahiduddin Khan এবং আরো অনেক অনুবাদক অনুবাদ করেছেন :

43:10
(It is) He who made the earth to be a cradle for you and made in it ways for you, in order that you are guided.

এই অনুবাদ অনুযায়ী আল্লাহ পৃথিবীকে দোলনা করেছেন এবং এতে পথ তৈরী করেছেন যেন মানুষ পথ পায় অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে /
আর এটার ভালো অনুবাদ হচ্ছে, আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং এতে পথ তৈরী করেছেন যেন মানুষ গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে /
এবার চিন্তা করে দেখুনতো কোন অনুবাদটা উপযুক্ত- আল্লাহ পৃথিবীকে দোলনা করেছেন আর তাতে পথ তৈরী করেছেন নাকি আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা করেছেন আর তাতে পথ তৈরী করেছেন ? দোলনা তৈরী করে তাতে পথ তৈরী করা অর্থহীন কিন্তু বিছানা তৈরী করে তাতে পথ তৈরী করা উপযুক্ত / কারণ বিছানা সমতল আর এতে পথ তৈরী করা স্বাভাবিক / কিন্তু দোলনা তৈরী করে তাতে পথ তৈরী করা কি উপযোক্ত হয় ? দোলনাতো দোল খাবার জন্য পথ তৈরী করা দোলনা তে স্বাভাবিক নয় / কিন্তু বিছানা আকৃতির পৃথিবীতে পথ তৈরী করা স্বাভাবিক / কারণ বিছানা তৈরী করা হয় সমতলভাবে / আর এটা সবসময় সমতল ভাবে থাকে / আর তাই পৃথিবীকে করা হয়েছে বিছানা আর তাতে পথ তৈরী করা হয়েছে এই অর্থটাই উপযুক্ত /

বরং ওই আয়াতে যদি দোলনা শব্দটি ব্যবহার করেন তবে তার অর্থ হওয়া উচিত ছিল আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন দোলনা এবং এতে করেছেন বসার জায়গা যাতে তোমরা বসে দোল খেতে পারো / তাহলে এখানে দোলনা শব্দটি উপযুক্ত হত / কিন্তু এই আয়াতে দোল খাওয়ার কথা বলা হয়নি বরং এখানে পথ চলার কথা বলা হয়েছে / অর্থাত বিছানা আকৃতির পৃথিবীতে পথ তৈরী করেছেন / এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত /

আবার
(20.53). He Who has made the earth a cradle for you and traced out roads on it for you, and sends down water from the sky, and produces with it pairs of various plants.

এই আয়াত অনুযায়ী - আল্লাহ পৃথিবীকে দোলনা করেছেন এবং এতে পথ তৈরী করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা থেকে বিভিন্ন ফসল উত্পন্ন করেছেন /

এখানেও একই কথা বলা হয়েছে অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে দোলনা করেছেন এবং তাতে পথ তৈরী করেছেন / আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন তা দ্বারা উদ্ভিদসমূহ উত্পন্ন করেছেন /

এখানেও একই কথা খাটে যে দোলনা করে তাতে পথ তৈরী করা অর্থহীন কারণ দোলনা দোল খাওয়ার জন্য পথ তৈরী করার জন্য নয় / আর পৃথিবী যে দোলনা নয় তাতো সবাই বুঝতে পারবে / বরং পৃথিবী শয্যা বা বিছানার মত এটাই উপযুক্ত / কারণ পৃথিবীকে মানুষের কাছে বিছানার মতই সমতল মনে হয় / আর তাতে পথ থাকাটাই স্বাভাবিক / এবং এই বিছানার মত পৃথিবীতে বৃষ্টি থেকে পানি নিয়ে উদ্ভিদ উত্পন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক / কিন্তু দোলনা দোল খাওয়ার জন্য পথ তৈরী করার জন্য নয় / আর তাতে বৃষ্টি এবং উদ্ভিত উত্পন্ন হওয়া অর্থহীন / কারণ দোলনা দোলতে থাকে আর তাতে পথ থাকা সম্ভব নয় আর তাতে বৃষ্টি হয়ে উদ্ভিদ উত্পন্ন হওয়া ছেলে মানুষী ছাড়া কিছুই না / কিন্তু বিছানার মত বিছানো পৃথিবী এবং এতে পথ আর বৃষ্টির মাধ্যমে উত্পন্ন উদ্ভিদ এই অর্থটাই সঠিক / কিন্তু দোলনা দোলতে

থাকবে আর তাতে পথ তৈরী করা হবে এবং বৃষ্টি হয়ে উদ্ভিদ উত্পন্ন হবে সেটা হাস্যকর /

78.6. Have We not made the earth as a cradle,

এই আয়াতটিতেও বলা হয়েছে পৃথিবীকে দোলনা করা হয়েছে /

এখন কথা হচ্ছে যে এক শব্দের অনেকগুলো অর্থ বা সমার্থক শব্দ থাকে / আর এটা সব ভাষার ক্ষেত্রেই একই রকম / কিন্তু যখন কেউ কথা বলে তখন কোনো একটি শব্দের কোন অর্থ হবে সেটা প্রসংগ অনুযায়ী বুঝে নিতে হয় / কোনো লেখা পড়ার সময়ও মানুষ কোন শব্দের কখন কোন অর্থ হবে সেটা প্রসংগ অনুসারে সবাই বুঝে নেয় / আর এটা পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রেই হয় /

কোরআনে অনেক আয়াতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে বিছানা বা কার্পেটের মত করে বিছানো অথবা প্রশস্তভাবে বিস্তৃত পৃথিবী / এবং বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পৃথিবীকে বিছানার সাথে তুলনা করতে বা প্রশস্তভাবে বিছানো বা বিস্তৃত বোঝাতে /

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো একটি শব্দের হয়তবা অন্য কোনো অর্থ নিয়ে কোরানের আয়াতের অন্য অর্থ করা যায় / কিন্তু সেটা কোরানের ওই আয়াত অনুযায়ী শব্দটা মিলবে কিনা সেটা ভালো ভাবে বোঝে তারপরই এর অনুবাদ করতে হবে / এখন কোরানের সব জায়গায় বলা হচ্ছে পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করা হয়েছে অথবা পৃথিবীকে বিছানা বা কার্পেটের মত বিছানো হয়েছে / অথবা পৃথিবীকে প্রশস্তভাবে বিছানো হয়েছে বা বিস্তৃত করা হয়েছে / এখন এই কথাগুলোর অর্থ হয় একই রকম / অর্থাত কোরআনে যতগুলো আয়াতে পৃথিবীকে বিছানা বা কার্পেট অথবা প্রশস্তভাবে বিস্তৃত বোঝানো

হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি অর্থই একই কথা প্রকাশ করে / অর্থাত পৃথিবী প্রশস্ত ভাবে বিস্তৃত বা বিছানার মত বিছানো /

এখন কেও যদি কোনো একটি বিশেষ আয়াতের কোনো একটি শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে ওই আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করা হয় তবে সেটা সঠিক অর্থ প্রকাশ করবে না /

যেমন সুরা আন-নাযিয়াত-এর ৩০ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে

"পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন /"

আর এর অর্থ যদি করা হয় ডিম্বাকৃতির পৃথিবী তবে সেটা প্রসঙ্গ অনুযায়ী হবে না / কারণ কোরআনের সব আয়াতেই পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে এই কথাটাই বারবার বলা হয়েছে / তাই এর অর্থ ডিম্বাকৃতির বলা যাবে না এখানে বিস্তৃত করা এই অর্থটিই করতে হবে / কারণ এটাই কোরানের সব আয়াতে বলা আছে / কোরআনে এই কথাটিই পৃথিবীর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বারবার / আর তাই এই অর্থটিই এখানে উপযুক্ত /

আবার কোরআনের ৪৩:১০ , ২০;৫৩ এবং ৭৮:০৬ নাম্বার আয়াতের অর্থ ভিন্ন করে অনুবাদ করা হয়েছে পৃথিবীকে দোলনা করা হয়েছে / কিন্তু এর সঠিক অর্থ হলো পৃথিবীকে বিছানা করা হয়েছে /

এখন, এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটার অন্য একটি অর্থ হয় দোলনা এবং বিছানা / আবার কোরআনের অন্য আয়াতগুলুতে পৃথিবীকে বিছানা বলা হয়েছে অথবা বিছানার মত বিছানো হয়েছে বা প্রশস্তভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে / তাই এই অর্থের সাথে বিছানা শব্দটিই উপযুক্ত যেটা দোলনা এই অর্থের সাথে উপযুক্ত নয় / কোরআনের সব জায়গায় পৃথিবীকে বিছানার সাথেই তুলনা করা হয়েছে দোলনার সাথে নয় / আর এই আয়াত গুলোতে বিছানা অর্থটিই সবচেয়ে উপযুক্ত / কারণ দোলনা সাথে পৃথিবী মিলে না কিন্তু বিছানার সাথে পৃথিবীকে মিলানো যায় / কারণ পৃথিবীকে মানুষের কাছে বিছানারমত সমতলই মনে হয় কিন্তু কখনো দোলনার মত

দলনশীল মনে হয় না / আর ওই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং তাতে চলার জন্য পথ করেছেন / আর চলার পথ বিছানার মত সমতল পৃথিবীর উপরই ভালো মানায় বা স্থাপন করা যায় / কিন্তু দোলনার উপর চলার পথ স্থাপন করা এবং এর উপর বৃষ্টি হয়ে উদ্ভিদ উত্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় / আর তাই কোরআনের সব আয়াত অনুযায়ী এখনে পৃথিবী বিছানার মত এই কথাটিই সঠিক /

যদি তারপরও এখানে দোলনা শব্দটি বসানো হয় তবে এই আয়াতের অর্থ উপযুক্ত হবে এরকম - আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন দোলনা আর তাতে করেছেন বসার জায়গা যাতে মানুষ ভালোভাবে দোল খেতে পারে /

আবার - আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন দোলনা এবং তাতে করেছেন দোলনময় পথ / আর তিনি বৃষ্টির দ্বারা বিভিন্ন উদ্ভিদ উত্পন্ন করেছেন যেগুলো দোলনায় দোল খায় /

তাহলে দোলনা শব্দটির ব্যবহার স্বার্থক হবে / কিন্তু তাতে কোরআনের কথার বিকৃতি হয়ে যাবে /

আর তাই কোরআনের এই আয়াতের সঠিক অর্থ এটাই হওয়া উচিত -

আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন বিছানা আর তাতে তৈরী করেছেন পথ যেন মানুষ সঠিক পথ খুঁজে পেতে পারে /

আর আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন বিছানা আর এতে তৈরী করেছেন পথ এবং এতে বৃষ্টির দ্বারা বিভিন্ন উদ্ভিদ উত্পন্ন করা হয় /

তাহলে বিছানার মত পৃথিবীতে পথ তৈরী করা এবং বৃষ্টির দ্বারা উদ্ভিদ উত্পন্ন করা এই অর্থের কোনো পরিবর্তন বা অসামঞ্জস্য থাকে না /

আর তাই বিজ্ঞানের সাথে মিলাতে যেয়ে কোরআনের এরকম ভিন্ন অর্থ বা অনুপোযুক্ত অর্থ এনে কোরআনের অর্থ অসামঞ্জস্য করে তুলা আর মানুষের কাছে হাস্যকর করে তুলা ছাড়া এর আর কোনো সার্থকতা নেই /

কোরআনে পৃথিবীকে বিছানাই বলা হয়েছে এতে কোন ভুল নেই / আর সব আয়াত গুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে পৃথিবীকে আল্লাহ বিছানার মত করে বিস্তৃত করেছেন বা প্রশস্তভাবে প্রসারিত করেছেন / আর তাই কোরআনের মতে পৃথিবী সমতল /

পৃথিবীকে দোলনা করেছেন, এটি দিয়ে কি পৃথিবীর গতিপথ বর্ণনা করা হয়েছে ?

উত্তর :

মুসলমানদের দাবি কোরানে কিছু আয়াতে পৃথিবীকে দোলনার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেটা দিয়ে পৃথিবীর বার্ষিক গতিপথের বর্ণনা দেয়া হয়েছে /

তাদের দাবি অনুযায়ী দোলনা দোল খায় বৃত্তাকার পথে এবং এটি বৃত্তাকার পথে যেতে যেতে অভিকর্ষজ বলের টানে আবার বিপরীত দিকে ফিরে যেতে থাকে / যদি দোলনাকে দুলতে দেয়া হয় এবং এটি বৃত্তাকার পথে চলার সময় যে প্রান্ত থেকে অভিকর্ষজ বলের জন্যে ফিরে আসতে থাকে সেখানে যদি দোলনাকে ফিরে আসতে না দেয়া হয় অর্থাত বল প্রয়োগে এটিকে উপরের দিকে ঘুরিয়ে আসতে দেয়া যায় তবে এটি অভিকর্ষজ বলের জন্য বৃত্তাকারে না যেয়ে এটি উপ-বৃত্তাকারে অথবা বর্তুলাকার পথে যাবে / কারণ অভিকর্ষজ বলের জন্য দোলনার গতিপথ কিছুটা পরিবর্তন হবে ফলে এটি আর বৃত্তাকার পথে যাবে না / দোলনা উপরে থাকা অবস্থায় এটি অভিকর্ষজ বলের জন্য কিছুটা নিচে নেমে আসবে এবং দোলনার গতিপথ বৃত্তাকারে না হয়ে হবে উপবৃতাকারে অর্থাত বর্তুলাকার / আর এর জন্যই কোরানে বলা হয়েছে আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন দোলনা /

তারা কোরানের সাথে বিজ্ঞানকে মিলাতে এই যুক্তি গুলো উপস্থাপন করে /
কিন্তু তারা বিজ্ঞান ভালো করে জানে না অথবা জানলেও মিথ্যাচার করে এমন ভাবে বলে / বিজ্ঞানকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করে মানুষের সামনে / আর বিজ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা করে কোরানকে বিজ্ঞানের সাথে মিলাতে চায় /
তাদের বর্ণনা যে পুরোপুরি ভুল বা মিথ্যা সেটা আসুন যাচাই করে দেখি /

দোলনা দুলার সময় এটি সামনে পিছনে দুলতে থাকে / এর উপর বল প্রয়োগ করতে হয় / কোন দোলনাতে বল প্রয়োগের ফলে এটি সামনে পিছনে দুলতে থাকবে / ফলে এটিকে ধাক্কা দিলে এটি সামনের দিকে যেতে থাকবে এবং কিছু দূর যাবার পরে এটি আস্তে আস্তে থেমে যাবে এবং পুনরায় এটি বিপরীত দিকে ফিরে আসতে থাকবে / এভাবেই দোলনা দুলতে থাকে / দোলনা দুলার সময় এটির উপর তিনটি বল ক্রিয়া করে /
১. দোলনার উপর বলপ্রয়োগের ফলে এর গতি শক্তি যেটা দোলনাকে সামনে পিছনে নিয়ে যায় /
২. দোলনা যে রশি দিয়ে বাধা থাকে তার কেন্দ্রাভিমুখী বল যেটা দোলনাকে বৃত্তাকার পথে স্থির রাখে / অর্থাত দোলনা ছিটকে পড়ে না /
৩. অভিকর্ষজ বল যেটা দোলনাকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে /

যখন দোলনার উপর বল প্রয়োগ করে এটিকে দুলতে দেয়া হয় তখন এটির উপর এই তিনটি বল ক্রিয়া করে / বল প্রয়োগে দোলনা গতিশীল হয় / এটির গতিশীলতা বল প্রয়োগের সমান / অর্থাত দোলনাকে যত জোরে ধাক্কা দেয়া হবে এটি তত দ্রুত চলতে থাকবে অর্থাত এর গতিশক্তি ততবেশী হবে / এখন স্বাভাবিক ভাবে কোন দোলনাকে যে বলে ধাক্কা দেয়া হয় সেই বল প্রয়োগের ফলে

দোলনা সামনের দিকে যেতে থাকে / ঠিক সেই সময়ে দোলনার রশির কেন্দ্রমুখী বলে দোলনাকে রশির দৈর্ঘ্য বরাবর ধরে রাখে যেন দোলনার গতি শক্তির ফলে এবং এর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ বলের ফলে এটি ছিটকে না পড়ে / অর্থাত রশি কর্তৃক প্রয়োগকৃত বল দোলনা কে সুষম বৃত্তাকার পথে পরিচালিত করে / এর জন্যই দোলনা বৃত্তাকার পথে চলে / এখন দোলনা কিছুদুর চলতে থাকবে বৃত্তাকার পথে / এবং এটি সামনের দিকে যেতে থাকবে / এটি ততদূর পর্যন্তই যাবে যতটুকু বল এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে / এটি গতিশীল হয়ে সামনের দিকে যেতে থাকবে এবং দোলনার রশি এটিকে বৃত্তাকার পথে ধরে রাখবে / এরফলে দোলনা সামনের দিকে যাবে এবং এটি উপরের দিকে উঠতে থাকবে / এখন দোলনার উপর বল প্রয়োগে এটিকে গতিশীল করলে এটি গতিশীল হবে এবং প্রয়োগকৃত বলের সমান গতিশক্তি অর্জন করবে / এবং সামনের দিকে যেতে থাকবে / তখন অভিকর্ষজ বলের জন্য দোলনা আস্তে আস্তে থেমে যেতে থাকবে / এবং এটি যখন উপরের দিকে উঠতে থাকবে তখন দোলনাকে অভিকর্ষজ বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে / এরফলে দোলনার গতিশক্তি কমে যেতে থাকবে / এবং উপরের দিকে একটি নির্দিষ্ট দুরত্ব উঠার পড়ে এটির গতিশক্তি শূন্য হবে এবং এটি থেমে যাবে /

ফলে এটির উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ বলের জন্য এটি নিচের দিকে বিপরীত পথে চলতে শুরু করবে / তখন এর গতি শক্তি বাড়তে থাকবে অভিকর্ষজ বলের ফলে তৈরী ত্বরণ-এর কারণে / এখন দোলনা যে সাম্যবস্থায় ছিল গতিশক্তির কারণে এটি পার হয়ে আরো পিছনের দিকে চলতে থাকবে / এবং এটি পিছনের দিকে উপরের দিকে উঠতে থাকবে / এখন এটির উপর কিয়াশীল অভিকর্ষজ বলের ফলে এটি আবার থেমে যেতে থাকবে এবং একসময় গতিশক্তি কমে গিয়ে শুন্যে ঠেকবে / ফলে আবার এটি বিপরীত দিকে চলতে শুরু করবে অভিকর্ষজ বলের কারণে / এজন্যই দোলনার উপর বল প্রয়োগ করলে দোলনা দুলতে থাকে /

এখন যদি প্রচন্ড বল প্রয়োগ করা হয় / তবে দোলনা চলতে থাকবে এবং এর গতি শক্তি হবে অনেক বেশি (প্রয়োগকৃত বলের সমান) এরফলে এটি আগের চেয়ে আরোও উপরের দিকে উঠতে থাকবে / ফলে এর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ বল দোলনার গতিশক্তি বেশি হওয়ায় দোলনাকে থামিয়ে দিতে এবং এর গতিশক্তি শুন্যে নিয়ে আসতে অনেক বেশি সময় নিবে / ফলে দোলনা অনেক উপরে উঠে যাবে এবং এটি থেমে যেয়ে আবার বিপরীত দিকে চলতে শুরু করবে /
যদি দোলনাতে অনেক বল প্রয়োগ করা হয় তবে এটি একদম উপরে উঠে যাবে এবং অভিকর্ষজ বল এটিকে থামাতে পারবে না / এবং দোলনার রশি এটিকে বৃত্তাকার পথে ধরে রাখতে চাইবে / তখন দোলনা যেতে যেতে থেমে না যেয়ে বরং উপরের দিকে এটি সম্পূর্ণ বৃত্ত ঘুরে আসতে চাইবে / এখন দোলনা যদি উপরে উঠে যায় তখন এটির উপর অভিকর্ষজ বল সর্বোচ্চ শক্তিতে ক্রিয়া করবে / ফলে এটি সম্পূর্ণ বৃত্ত পরিভ্রমন না করে নিচের দিকে পড়ে যাবে / অর্থাত এটি সম্পূর্ণ বৃত্ত পথে ঘুরে আসতে পারবে না / দোলনা উপরে উঠে সরাসরি নিচে পড়ে যাবে / তাহলে মুসলমানদের দাবি অনুযায়ী দোলনা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরবে না বরং এটি নিচে পড়ে যাবে / আর তাই দুলনা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে, দাবিটা সম্পূর্ণ অমূলক /

আসুন দেখি দোলনাকে যদি সম্পূর্ণ বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করতে দেয়া হয় তবে কি হবে /

যদি দোলনার উপর এত জোরে ধাক্কা দেয়া হয় যে ধাক্কার জন্য উত্পন্ন গতিশক্তি দোলনাকে অভিকর্ষজ বল উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করাতে পারবে / তখন এটি উপরের দিকে উঠতে থাকবে এবং এর গতিশক্তি এত বেশি হবে যে এটি অভিকর্ষজ বল উপেক্ষা করে সরাসরি বৃত্তাকার পথে চলবে এবং এর

গতিশক্তি অনেক বেশি হওয়ায় এটি নিচের দিকে আর নেমে আসবে না সরাসরি সুষম বৃত্তাকার পথে চলবে / আর এর কারণ হচ্ছে গতিশক্তির জন্য উত্পন্ন কেন্দ্রাবিমুখী বল বা কেন্দ্র বহির্মুখী বল যেটা দোলনাকে বাইরের দিকে ছিটকে ফেলে দিতে চায় / কম বল প্রয়োগের ফলে উত্পন্ন কেন্দ্রাভিমুখী বল দোলনার রশির দ্বারা উত্পন্ন কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা নাকচ হয় / এবং দোলনা ঝুলে থাকে / এবং বৃত্তাকার পথে চলতে থাকে /

কিন্তু দোলনার উপর যদি প্রচন্ড বল প্রয়োগ করা হয় যেটা দোলনাকে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার পথ ঘুরিয়ে আনবে এবং এই বল প্রয়োগের ফলে দোলনা যখন একদম উপরে অর্থাত মাটির বিপরীত পাশে উঠে যাবে তখন এর উপর ক্রিয়া করবে অভিকর্ষজ বল যেটা দোলনাকে নিচের দিকে ফেলে দিতে চাইবে / কিন্তু তখন এর গতিশক্তি এত বেশি থাকবে যে গতিশক্তির জন্য উত্পন্ন কেন্দ্রবিমুখী বল বা কেন্দ্র বহির্মুখী বল এটিকে বাইরের দিকে অর্থাত উপরের দিকে ছিটকে ফেলে দিতে চাইবে / ফলে অভিকর্ষজ বল এটিকে নিচে ফেলে দিতে পারবে না / এবং কেন্দ্র বহির্মুখী বল দোলনাকে সম্পূর্ণ বৃত্ত ঘুরে আসতে দিবে / এবং এর গতিপথ সুষম বৃত্তাকার হবে কারণ তখন অভিকর্ষজ বল দোলনাকে এর গতিপথ থেকে সরাতে পারবে না / আর তাই দোলনা চলবে সুষম বৃত্তাকার পথে / উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার পথে নয় /
অর্থাত দোলনাকে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার পথ ঘুরিয়ে আনতে যে বল প্রয়োগ করতে হবে এবং ওই পরিমান বল প্রয়োগের ফলে যে গতিশক্তি তৈরী হবে সেটা অভিকর্ষজ বলকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করে দোলনাকে সুষম বৃত্তাকার পথে নিয়ে যাবে /
সুতরাং দোলনার গতিপথ কখনই উপবৃত্তাকার হবে না / প্রকৃত পক্ষে দোলনার গতিপথ বৃত্তাকার / এবং এটিকে যদি সম্পূর্ণ বৃত্তাকার পথ ঘুরে আসতে দেয়া হয় তবে এটি সবসময় সুষম বৃত্তাকার পথেই চলবে / আর তাই দোলনা উপবৃত্তাকার বা

বর্তুলাকার পথে চলে কথাটা সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা /

প্রকৃত পক্ষে দোলনা কখনই উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার পথে চলে না বরং এটি বৃত্তাকার পথে চলে /

আর এর উত্কৃষ্ট উদাহরণ হলো - যদি কোন ভারী বস্তু একটা রশিতে বেধে দেয়া হয় এবং এটিকে রশি ধরে হাত দিয়ে ঘুরানো হয় তবে এটি সম্পূর্ণ বৃত্তাকার পথেই চলে / অর্থাত রশিতে বাধা বস্তুটি সুষম বৃত্তাকার পথে চলে /
আপনিও এটি দেখতে পারেন / কোন বস্তুকে (ছোট বস্তুকে) যদি রশির সাথে বেধে বিত্তাকারে ঘুরান তবে দেখবেন এটি সুষম বৃত্তাকারে ঘুরছে / উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার ভাবে ঘুরছে না / কারণ এতে পয়োগ কৃত বল অর্থাত গতিশক্তি এত বেশি থাকে যে এটি অভিকর্ষজ বলকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করে সুষম বৃত্তাকার পথে চলে / এজন্যই দোলনার গতিপথ সুষম বৃত্তাকার / উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার নয় / আর তাই মুসলমানদের দাবি দোলনা উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার পথে ঘুরে কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা /
অর্থাত মুসলমানদের দাবি "দোলনা উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার পথে ঘুরে আর তাই পৃথিবীকে দোলনা বলে আল্লাহ এর বার্ষিক গতি অর্থাত পৃথিবী যে বার্ষিক গতিপথে সূর্যকে পরিভ্রমন করে সেটা বোঝানো হয়েছে" এই কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা / অর্থাত দোলনা উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার পথে ঘুরে না বরং এটি বৃত্তাকার পথে ঘুরে / আর তাই এর গতিপথের সাথে পৃথিবীর উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিন করার গতিপথের কোন মিল নেই / কারণ পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিন করে উপবৃত্তাকার বা বর্তুলাকার পথে / কিন্তু দোলনার গতিপথ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার /

আর তাই "আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন দোলনা" আর এটি দ্বারা পৃথিবীর গতিপথ বর্ণনা করা হয়েছে এই দাবিটা সম্পূর্ণ রূপে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা /
অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীকে দোলনা করেননি / বরং করেছেন বিস্তৃত অথবা বিছানার মত সমতল /
আর তাই কোরানে পৃথিবীর বর্ণনা করা হয়েছে সম্পূর্ণ সমতল /

দ্বিতীয় অধ্যায়
পর্বতসমূহ এবং সমতল পৃথিবী

যারা কোরানের বর্ণনায় পৃথিবী সমতল প্রমানিত হবার পরেও তা মেনে নিতে চাইছে না তাদের জন্য আরো কিছু প্রমান এই অধ্যায়ে তুলে ধরেছি /
তাহলে চলুন দেখি কোরানে কি বলা হয়েছে !

(৮৪). সুরা আল ইনশিক্কাক্ব; আয়াত ৩ ও ৪ :
"এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে /"
"এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে /"

(৮৪). সুরা আল ইনশিক্কাক্ব; আয়াত ৩ ও ৪ :
"এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে /"
"এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে , " (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৮৪). সুরা আল ইনশিক্কাক্ব; আয়াত ৩ ও ৪ :
"আর পৃথিবীকে যখন সমতল করা হবে, "
"আর তার ভেতরে যা কিছু রয়েছে তা নিক্ষেপ করবে এবং শূন্যগর্ভ হবে, " (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA (84) Inshiqaq
3. And when the earth is flattened out,
4. And casts forth what is within it and becomes [clean] empty, (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA (84) AL-INSHIQAQ

3. And when the earth is spread out
4. And hath cast out all that was in her, and is empty (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

SURA (84) Inshiqaq
3. And when the earth has been extended
4. And has cast out that within it and relinquished [it] (Translated by Saheeh International)

এই আয়াত দুটিতে বলা হয়েছে যে যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে বা বিস্তৃত করা হবে অথবা সমতল করা হবে / এবং এটি তার ভিতরে যা কিছু আছে সেগুলো সব বাইরে নিক্ষেপ করবে / তারপর শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে / অর্থাত যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত (বিস্তৃত) বা সমতল করা হবে তখন পৃথিবী তার ভিতরে রাখা সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে /
এখানে লক্ষ করুন বলা হয়েছে যে পৃথিবী সম্প্রসারিত বা সমতল করা হবে / মানে হচ্ছে পৃথিবী এখন যে অবস্থায় আছে তার থেকে আরো সম্প্রসারিত বা বিস্তৃত করা হবে / অথবা তাকে সমতল বা আরো সমতল করা হবে / আর এর ভিতরে যা কিছু আছে তা বাইরে ফেলে দিয়ে শূন্য বা খালি অথবা মসৃন সমতল হয়ে যাবে /

এই আয়াত দুটিতে কেয়ামতের কথা বলা হয়েছে / অর্থাত কেয়ামতের দিন পৃথিবী কেমন হবে সেটাই বলা হয়েছে /

তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে পৃথিবী তখন কেমন হয়ে যাবে ? সব কিছু ফেলে দিয়ে পৃথিবী কি আকার ধারণ করবে ? আর এর ভিতরে কি কি সে ফেলে দেবে ?
এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে কোরানের অন্য কিছু আয়াতে / তাহলে সেই আয়াত গুলো দেখলেই বুঝা যাবে পৃথিবী কেমন সম্প্রসারিত বা সমতল হবে /

অনেক মুসলমান আস্তিক ভাইয়েরা এই আয়াত উল্লেখ করে বলে থাকে যে 'পৃথিবীকে সমতল করা হবে' মানে পৃথিবী বর্তমানে সমতল নেই / তারা বলতে চায় এই আয়াত দ্বারা কোরান বলছে বা প্রমান দিচ্ছে যে বর্তমান পৃথিবী সমতল নয় / অর্থাত কোরানে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়নি / কিন্তু তাদের ধারণা কত বড় ভুল সেটা এর পরের আয়াত গুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন / উপরন্তু এই আয়াত দ্বারা আরোও ভালো ভাবে প্রমান দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান পৃথিবী সমতল /
সেটা দেখতে পরের আয়াত গুলো লক্ষ করুন /

(৮১). সুরা আত-তাকভীর; আয়াত ৩ :
"যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে ,"

(৮১). সুরা আত-তাকভীর; আয়াত ৩ :
"পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে, " (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)
(৮১). সুরা আত-তাকভীর; আয়াত ৩ :
"আর যখন পাহাড়গুলোকে অপসারণ করা হবে, " (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 81. Takwir
3. When the mountains vanish [like a mirage]; (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 81. AT-TAKWIR
3. And when the hills are moved, (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে যখন পর্বত-মালা বা পাহাড়-পর্বতসমূহকে অপসারণ করা হবে বা চলমান করে সরিয়ে ফেলা হবে অথবা উচ্ছেদ করা হবে / (কেয়ামতের দিনে) /

অর্থাত এখানে বলা হচ্ছে যে কিয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতগুলোকে অপসারণ করা হবে বা সরিয়ে ফেলা হবে /
লক্ষ করুন এখানে বলা হচ্ছে যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাহাড়-পর্বত সব অপসারিত করবেন / তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আগের আয়াতে যে বলা হয়েছিল পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সব নিক্ষেপ করে ফেলে দেবে সেগুলো হচ্ছে পাহাড়-পর্বত / অর্থাত কেয়ামতের দিন পৃথিবী তার উপরের পাহাড় পর্বতগুলো ফেলে দিয়ে বা অপসারিত করে সমতল হয়ে যাবে /

আবার আরেকটা আয়াত লক্ষ করি /

(১৮). সুরা আল কাহফ; আয়াত ৪৭ :
"যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করবো এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করবো, অতপর তাদের কাউকে ছাড়বো না /"

(১৮). সুরা আল কাহফ; আয়াত ৪৭ :
"(স্মরণ কর, সেদিনের কথা) যেদিন আমি পর্বতকে করবো সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন তাদেরকে (মানুষকে) আমি একত্রিত করবো এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না /"
(অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(১৮). সুরা আল কাহফ; আয়াত ৪৭ :
"আর সেই দিনে আমরা পাহাড়গুলো হটিয়ে দেব, আর তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি খোলা ময়দান; আর আমরা তাদের একত্রিত করবো, তখন তাদের মধ্যের কোনো একজনকেও আমরা ফেলে রাখব না - "
(অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 18. Kahf
47. One Day We shall remove the mountains, and thou wilt see the earth as a level

stretch, and We shall gather them, all together, nor shall We leave out any one of them. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 18. AL-KAHF

47. And [bethink you of] the Day when we remove the hills and ye see the earth emerging, and We gather them together so as to leave not one of them behind. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ সেই দিন (কেয়ামতের দিন) পাহাড়-পর্বতসমূহকে সঞ্চালন বা পরিচালিত করে এগুলোকে সড়িয়ে ফেলবেন / এবং তখন পৃথিবীকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তর বা খোলা ময়দানের মত দেখা যাবে / এবং তখন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন এমনকি কাউকেই বাদ দিবেন না /
অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীর সব পাহাড় পর্বত সড়িয়ে ফেলবেন / আর তখন পৃথিবী একটি উন্মুক্ত প্রান্তর হয়ে যাবে / অথবা একটা খোলা ময়দান বা সমতল মাঠ হয়ে যাবে / তখন আল্লাহ সব মানুষকে একত্রিত করবেন /
এখানে লক্ষ করুন বলা হয়েছে যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পৃথিবীর সব পাহাড় পর্বতকে সড়িয়ে ফেলবেন বা অপসারিত করবেন / তার ফলে পৃথিবী খোলা প্রান্তর বা উন্মুক্ত ময়দান অথবা সমতল মাঠ হয়ে যাবে / অর্থাত পৃথিবী সমতল হয়ে যাবে পাহাড়-পর্বতকে অপসারণ করার ফলে /
সুতরাং সুরা আত-তাকভীর-এর ৩ নাম্বার আয়াতে পৃথিবী আসলে পাহাড় পর্বত সমূহকে সড়িয়ে ফেলবে সে কথাই বলা হয়েছে /

আবার এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পাহাড়-পর্বতগুলো অপসারিত করার পর পৃথিবীকে উন্মুক্ত প্রান্তর বা খোলা ময়দান হিসেবে অথবা সমতল মাঠ হিসেবে দেখা যাবে / এর মানে হচ্ছে

যে পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত থাকার ফলে এটি উন্মুক্ত বা খোলা জায়গা নয় / অর্থাত এটি উন্মুক্ত প্রান্তর বা খোলা মাঠের মত সমতল নেই কারণ এতে পাহাড়-পর্বত থাকায় এটি উচু-নিচু-খাদ বিশিষ্ট অর্থাত সমতল নয় / এবং আল্লাহ পাহাড়-পর্বত সরিয়ে ফেলে বা পৃথিবী থেকে পাহাড়-পর্বত দূর করে দিয়ে পৃথিবীকে পুরোপুরি খোলা প্রান্তর বা উন্মুক্ত ময়দান অথবা পুরোপুরি সমতল করবেন / তারমানে পৃথিবী বর্তমানে সমতল নয় শুধুমাত্র পাহাড়-পর্বত আছে বলেই / অর্থাত পৃথিবী বর্তমানে সমতলই কিন্তু পাহাড়-পর্বতের জন্য পুরোপুরি সমতল নয় / আর এর জন্যই আল্লাহ পৃথিবী থেকে পাহাড়-পর্বত অপসারণ করে পৃথিবীকে পুরোপুরি সমতল করবেন /
সুতরাং বুঝা যাচ্ছে বর্তমান পৃথিবী আসলে সমতল আকৃতির কিন্তু পাহাড় পর্বত থাকায় এটি পুরোপুরি সমতল নয় / পৃথিবী সমতল কিন্তু উচুনিচু এবং খাদ যুক্ত /
তাহলে এই আয়াতটি দিয়ে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে পৃথিবী সমতল আকৃতির /

আবার আরেকটা আয়াত লক্ষ করি :
২০). সুরা ত্বায়াহা; আয়াত ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ :

"তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে / অতএব, আপনি বলুন : আমার পালনকর্তা পাহাড় সমূহকে সমূলে উত্পাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন /"

"অতএব পৃথিবীকে মসৃন সমতলভূমি করে ছাড়বেন /"

"তুমি তাতে মোড় বা টিলা দেখবে না /"

২০). সুরা ত্বায়াহা; আয়াত ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ :

"তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তুমি বল: আমার প্রতিপালক ওগুলিকে সমূলে উত্পাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন /"

"অতপর তিনি ওকে (ভূমিকে) পরিণত করবেন মসৃন সমতল ময়দানে /"

"যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না /' (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

২০). সুরা ত্বায়াহা; আয়াত ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ :

"আর তারা তোমাকে পাহাড়গুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে / কাজেই বলো- "আমার প্রভু তাদের ছড়িয়ে দেবেন ছিটিয়ে ছিটিয়ে /"

"তখন তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল-ভূমিতে, "

"সেখানে তুমি দেখতে পাবে না কোনো আকানো-বাকানো আর না কোনো উচু নিচু /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 20. Ta Ha

105. They ask thee concerning the Mountains: say, "My Lord will uproot them and scatter them as dust;
106. "He will leave them as plains smooth and level;
107. "Nothing crooked or curved wilt thou see in their place." (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 20. TA-HA

105. They will ask thee of the mountains [on that day]. Say: My Lord will break them into scattered dust.
106. And leave it as an empty plain,
107. Wherein thou seest neither curve nor ruggedness. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ বলছেন তারা(কাফেররা) মুহাম্মদ স: কে জিজ্ঞেস করে পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে / তাই আল্লাহ তাকে বলছেন, সে যেন ঐসকল লোকদেরকে বলে যে আল্লাহ কেয়ামতের দিন এগুলোকে সমূলে উত্পাটন করে বা সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিবেন / এবং পৃথিবীকে তিনি মসৃন সমতল ভূমি করবেন / সেখানে কেউ দেখবেনা কোনো মোড় বা টিলা অথবা আকাবাকা বা উচুনিচু জায়গা /

অর্থাত কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাহাড়-পর্বতকে সড়িয়ে ফেলবেন বা অপসারণ করবেন ধুলার মত করে / এবং পৃথিবী হয়ে যাবে মসৃন সমতল ভূমি / এবং তখন কোনো আকাবাকা বা উচুনিচু জায়গা থাকবে না /
লক্ষ করুন বলা হচ্ছে যে আল্লাহ পৃথিবীকে কেয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বত উঠিয়ে ফেলে মসৃন সমতল ভূমি করে ফেলবেন / এবং পাহাড় পর্বত অপসারণ করার পর পৃথিবীতে কোনো আকাবাকা জায়গা বা উচুনিচু জায়গা থাকবেনা / অর্থাত পৃথিবীতে উচুনিচু বা আকাবাকা জায়গা থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে পাহাড়-পর্বত / এবং এগুলি সড়িয়ে ফেললেই পৃথিবী পুরোপুরি মসৃন সমতল হয়ে যাবে / অর্থাত এগুলি যদি না থাকত তবে পৃথিবী আকাবাকা বা উচুনিচু হত না / অর্থাত পৃথিবীতে আকাবাকা জায়গা বা উচুনিচু জায়গা থাকার জন্য এই পাহাড়-পর্বত্গুলোই দায়ী /

সুতরাং এই আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে পৃথিবী বর্তমানেই সমতল আকৃতির কিন্তু পাহাড়-পর্বত থাকার জন্য পৃথিবী পুরোপুরি সমতল নয় / আর তাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাহাড়-পর্বত অপসারণ করে পৃথিবীকে তিনি পুরোপুরি সমতল করে দিবেন /
অর্থাত বর্তমান পৃথিবী সমতল /

২৭). সুরা আন-নমল; আয়াত ৮৮ :

" তুমি পর্বত মালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে / এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত / তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন /"

২৭). সুরা নামল; আয়াত ৮৮ :

"তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছো; কিন্তু (সেদিন) এগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান; এটা আল্লাহরই সৃষ্টি-নৈপুন্য, যিনি সব-কিছুকে করেছেন সুষম / তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

২৭). সুরা আন-নমল; আয়াত ৮৮ :

"আর তুমি পাহাড়গুলোকে দেখছ, তাদের ভাবছ অচল-অনড়, কিন্তু তারা চলে যাবে মেঘমালার চলে যাবার ন্যায় / এ আল্লাহরই হাতের কাজ যিনি সব কিছুই সুনিপুনভাবে করেছেন / তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে নি:সন্দেহে তিনি পূর্ণ-ওয়াকিবহাল /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 27. Naml

88. Thou seest the mountains and thinkest them firmly fixed: but they shall pass away as the clouds pass away: [such is] the artistry of Allah, who disposes of all things in perfect order: for he is well acquainted with all that ye do.
(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 27. AN-NAML

88. And thou seest the hills thou deemest solid flying with the flight of clouds: the doing of Allah Who perfecteth all things. Lo! He is Informed of what ye do.
(Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মুহাম্মদ স: কে বলছেন যে তুমি পাহাড়-পর্বতকে দেখে অচল বা অনড় মনে করছো বা ভাবছো এগুলো অচল বা অনড়, কিন্তু এগুলো কেয়ামতের দিন মেঘমালার মত চলমান হবে বা মেঘমালার মত চলে যাবে / আর এটাই আল্লাহর সৃষ্টি নৈপন্য, যিনি সবকিছুকেই করেছেন সুসংহত বা সুষম অথবা সুনিপুন / মানুষ যা কিছুই করুক না কেন আল্লাহ সবকিছুই জানেন /
অর্থাত মেঘমালাকে দেখে অচল-অনড় মনে হলেও কেয়ামতের দিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হয়ে চলে যাবে / আর এটাই আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্টত্ব / এবং আল্লাহর মানুষের সবকিছুই লক্ষ রাখেন /
লক্ষ করুন এখানে বলা হচ্ছে যে পাহাড়-পর্বতকে অচল বা অনড় মনে হলেও এগুলো কেয়ামতের দিন ঠিকই চলমান হবে এবং এগুলো মেঘমালার মত চলে যাবে / অর্থাত পাহাড় পর্বত গুলো অচল বা অনড় হলেও কেয়ামতের দিন এগুলো ঠিকই চলতে থাকবে মেঘের মত / মানে হচ্ছে এগুলো এখন অনড় হলেও কেয়ামতের দিন অনড় থাকবে না / তখন এগুলো চলতে থাকবে যেভাবে মেঘমালা চলে যায় / অর্থাত পাহাড়-পর্বতগুলো যদিও স্থির বা অনড় তবুও কেয়ামতের দিন এগুলো চলমান হবে মেঘের মত / আর এটাই আল্লাহর সৃষ্টির নৈপন্য বা কারিগরী /
তাহলে এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে পাহাড় পর্বত গুলো আপাতত স্থির হলেও এগুলো কেয়ামতের দিন আর স্থির থাকবে না / এবং মেঘের মত চলমান হবে আর পৃথিবী থেকে চলে যাবে / আবার

এর আগের বর্ণিত আয়াত অনুসারে পাহাড়-পর্বত পৃথিবী থেকে সড়ে গিয়ে পৃথিবী পুরোপুরি সমতল হয়ে যাবে /

অনেক মুসলিম ভাই এই আয়াত বর্ণনা করে বলে যে এখানে বলা হয়েছে যে পাহাড় গুলোকে দেখে অচল-অনড় মনে হয় অর্থাত আল্লাহ এখানে বলেছেন যে পাহাড় গুলো বর্তমানে অচল বা অনড় নয় / তারা বুঝাতে চায় যে যেহেতু এখানে পাহাড় কে অনড় বলে মনে হয়, এই কথা বলা হয়েছে তাই এটি আসলে বর্তমানেই অনড় বা অচল নয়, এগুলো বর্তমানেই চলমান / আর এখানে আল্লাহ এটা দিয়ে পৃথিবীর ঘুর্নায়মান অবস্থার কথা বলা হয়েছে /
কিন্তু আপনারা যদি আয়াতটা একটু ভালো ভাবে পড়েন তাহলে দেখবেন এখানে এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে / তারা এই আয়াতটির অর্ধাংশ প্রকাশ করছে অর্থাত তারা আয়াতের এই অংশটা প্রকাশ করছে
" তুমি পর্বত মালাকে দেখে অচল মনে কর,"
তারা এই টুকু আয়াত দিয়ে বলে যে এখানে পৃথিবীর ঘুর্নায়মান আছে এটা বুঝানো হয়েছে /
কিন্তু পুরো আয়াতটা দেখুন-
" তুমি পর্বত মালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে / এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত / তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন /"
এখানে বলা হচ্ছে যে তুমি পাহাড়-পর্বতকে অচল বা অনড় মনে করলেও এগুলো কেয়ামতের দিন চলমান হবে / এখানে বলা হয়নি যে পাহাড় পর্বতগুলো এখনই চলমান / বরং বলা হচ্ছে কেয়ামতের দিন এগুলো চলমান হবে / অর্থাত এগুলো এখন অচল অবস্থায় থাকলেও কেয়ামতের দিন চলমান হবে মেঘমালার মত / অর্থাত এগুলো এখন চলমান নয় কিন্তু কেয়ামতের দিন চলমান হবে / আর এটাই আল্লাহর কারিগরী /

কোরআন কবিতার মত করে অনেক আয়াত উল্লেখ করেছে বলে এখানে শুধু প্রথম অংশ দেখে মনে হয় যে এগুলো হয়ত এখন অচল বা অনড় নয় / কিন্তু পুরো বাক্য পরলেই আপনি বুঝতে পারবেন এখানে পাহাড়-পর্বতকে বর্তমানের চলমান থাকার কথা বলে নি / বরং এগুলো কেয়ামতের দিন চলমান হবে এ কথাই বলা হয়েছে / বলা হয়েছে কেয়ামতের দিন এগুলো চলমান হবে / অর্থাত ভবিষ্যতকাল (Future Tense)-এর কথা বলা হয়েছে / অর্থাত কেয়ামতের দিন চলমান হবে কিন্তু বর্তমানে এগুলো অচল বা অনড় অবস্থায় আছে / অর্থাত পাহাড়-পর্বতগুলো বর্তমানে অচল ও অনড় /

আপনারা যদি একটু ভালো ভাবে এই আয়ত্গুলো পড়েন আপনারাই বুঝতে পারবেন যে এখানে আসলে কি বলা হয়েছে /

১৪). সুরা ইব্রাহিম; আয়াত ৪৮ :

"যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এবং আল্লাহর সামনে পেশ হবে /"

১৪). সুরা ইব্রাহিম; আয়াত ৪৮ :

"যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলী এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক পরাক্রমশালী /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

১৪). সুরা ইব্রাহিম; আয়াত ৪৮ :

"সেইদিন এ পৃথিবী বদলে হবে অন্য পৃথিবী, আর মহাকাশমন্ডলীও; আর তারা হাজির হবে আল্লাহর সামনে, যিনি একক, সর্বশক্তিমান /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 14. Ibrahim, or Abraham
48. One day the earth will be changed to a different earth, and so will be the heavens, and [men] will be marshalled forth, before Allah, the One, the Irresistible;
(Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 14. IBRAHIM (ABRAHAM)
48. On the day when the earth will be changed to other than the earth, and the heavens [also will be changed] and they will come forth unto Allah, the One, the Almighty, (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে যেদিন বা সেদিন (কেয়ামতের দিন) এই পৃথিবীকে পরিবর্তিত করা হবে অন্য পৃথিবীতে অথবা এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে / এবং আকাশসমূহকেও পরিবর্তিত করা হবে বা পরিবর্তিত হবে / সেদিন সবাইকে একত্রিত করা হবে আল্লাহর কাছে যিনি এক এবং সর্বশক্তিমান /
অর্থাত কেয়ামতের দিন এই পৃথিবী বদলে অন্য রকম পৃথিবীতে পরিনত হবে / এবং আকাশসমূহও পরিবর্তিত হবে / সেদিন আল্লাহ সবার বিচার করবেন /
লক্ষ করুন এখানে বলা হচ্ছে কেয়ামতের দিন এই পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে অন্যরকম করা হবে / আর আকাশকেও পরিবর্তিত করা হবে / কেয়ামত সম্পর্কে কোরআনে যে যে কথা গুলো বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী ওই দিন -
আকাশ বিলীন হয়ে যাবে অর্থাত আকাশ থাকবে না,
সূর্য নিকটে চলে আসবে,
তারকা থাকবে না (খসে পর্বে),

স্বর্গ পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসবে ,
নরক পৃথিবীর কাছে চলে আসবে এবং এর আগুনের তাপ বের হতে থাকবে /
আর পৃথিবীকে আরো বিস্তৃত বা প্রসারিত করে সমস্ত মানুষ ও জীব জন্তুকে সেই প্রসারিত বা বিস্তৃত মসৃন সমতল পৃথিবীতে একত্রিত করা হবে বিচার করার জন্য /
সুতরাং এই ভাবেই আজকের পৃথিবীটাকে পরিবর্তিত করে কেয়ামতের দিন অন্যরকম এক পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হবে /

এবার আমরা উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো নিচে থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে দেখি আয়াতগুলোতে কি বলা হয়েছে :
১৪:৪৮ নাম্বার আয়াত অনুযায়ী
কেয়ামতের দিন এই পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে অন্যরকম করা হবে /
২৭:৮৮ অনুযায়ী
কেয়ামতের দিন অচল-অনর পাহাড়-পর্বতগুলোকে মেঘের মত চলমান করা হবে /
২০: ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ অনুযায়ী
কেয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতগুলোকে উত্পাটন করে বিক্ষিপ্ত করা হবে বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হবে / পৃথিবীকে মসৃন সমতল করা হবে যেন এর ভিতরে কোনো আকাবাকা বা উচুনিচু জায়গা না থাকে /
১৮:৪৭ অনুযায়ী
কেয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতসমূহকে পরিচালনা করে বা সঞ্চালিত করে পৃথিবীকে উন্মুক্ত প্রান্তর বা খোলা ময়দান অর্থাত সমতল মাঠ করা হবে / অর্থাত সমতল করা হবে /
৮১:০৩ অনুযায়ী

কেয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতসমূহকে অপসারণ করা হবে বা সড়িয়ে ফেলা হবে /
৮৪: ৪ ও ৩ অনুযায়ী
কেয়ামতের দিন পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ বা এর উপরস্থিত সব কিছু বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়া হবে বা সড়িয়ে ফেলা হবে /
এবং পৃথিবীকে সম্প্রসারিত বা সমতল করা হবে /

তাহলে আমরা উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ কেয়ামতের দিন সব পাহাড়-পর্বত গুলোকে পৃথিবী থেকে অপসারিত করে দিবেন / তারফলে পৃথিবী হবে সমতল / অর্থাত বর্তমানের পৃথিবী সমতল আকৃতির কিন্তু পাহাড়-পর্বতগুলোর জন্য উচুনিচু বা এবড়ো থেবড়ো এবং গভীর খাদ বিশিষ্ট / তাই আল্লাহ এই পাহাড়-পর্বতগুলো অপসারিত করে পৃথিবীকে মসৃন সমতল ভূমি করবেন যেটা হবে একটা সমতল মাঠ বা প্রান্তর / আর সেখানে সব মানুষ ও প্রাণী কে একত্রিত করা হবে বিচারের জন্য /
তাহলে এই আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবী সমতল আকৃতির বা সমতল /
অর্থাত পৃথিবী পৃথিবী সমতল /

এখন সুরা আল ইনশিক্কাক্ব-এর ৩ ও ৪ নাম্বার আয়াত দুটি আবার লক্ষ করুন :

"এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে /"

"এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে /"

বলা হচ্ছে কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং এর গর্ভস্থিত বা অভ্যন্তরীণ সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে /

এখন যদি ধরে নেই যে এখানে পৃথিবীকে সমতল করা হবে এবং এর অভ্যন্তরীণ সবকিছু বাইরে ফেলে দেয়া হবে / যদি পৃথিবীর উপর থেকে পাহাড় পর্বত কে অপসারণ করা হয় এবং পৃথিবীকে এভাবে সমতল করা হয় / তবে গোলক আকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে এভাবে কখনই সমতল করা যাবে না / কারণ গোলক পৃথিবী থেকে পাহাড়-পর্বত অপসারিত করার পরেও পৃথিবী গোলক আকারই থাকবে / সুতরাং এখানে গোলক আকার পৃথিবীর কথা বলা হয়নি /

আবার ধরি এখানে পৃথিবীর ভু-গর্ভস্থ উপাদান বা ভু-অভ্যন্তরীণ প্লেট-গুলো (মাটির নিচের উপাদান) অপসারিত করে সমতল করার কথা বলা হয়েছে / অর্থাত ভু-গর্ভস্থ উপাদানসমূহ অপসারিত করে পৃথিবীকে সমতল করা হবে / তবে এখানেও গোলক আকার পৃথিবীকে সমতল করা সম্ভব হবে না / এর কারণ হচ্ছে যদি গোলকাকার পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ উপাদান ফেলে দেয়া হয় তবে এটি আয়তনে কমতে থাকবে / এবং আয়তনে কমতে কমতে প্রথমে ফুটবল আকারের, তারপর মার্বেল আকারের এবং শেষে বেয়ারিং-এর ছোট বলের আকারের হয়ে যাবে / ফলে সেখানে সমস্ত প্রানীকে একসাথে করা সম্ভব হবে না /
সুতরাং এখানে গোলক আকার পৃথিবীর কথা বলা হয়নি, যে এর অভ্যন্তরীণ উপাদান অথবা পাহাড়-পর্বতসমূহ অপসারণ করে একে সমতল করা হয়েছে / বরং বলা হয়েছে যে সমতল পৃথিবীর উপর অবস্থিত পাহাড়-পর্বতসমূহ অপসারণ করে পৃথিবীকে মসৃন সমতল এবং একে আরও সম্প্রসারিত করার কথা যেন সমস্ত জীবজগতকে একসাথে করা যায় এবং তাদের বিচার করা যায় /
সুতরাং এই আয়াত এবং উপরিউক্ত অন্য আয়াত গুলো দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে বর্তমান পৃথিবী সমতল / কিন্তু এর উপর পাহাড় থাকায় এটি উচু নিচু; কিন্তু সমতল / এবং কেয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতগুলোকে অপসারিত করে পৃথিবীকে মসৃন সমতল করা হবে /

সুতরাং এই আয়াত অনুযায়ী পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপে সমতল বা সমতল আকৃতির /

সুতরাং বর্তমান পৃথিবী সমতল এবং কেয়ামতের দিন এর উপরে অবস্থিত পাহাড়-পর্বতসমূহকে মেঘমালার মত বা ময়লার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পৃথিবী থেকে অপসারিত করে একে আরও সমতল এবং সম্প্রসারিত করা হবে /
সুতরাং এই আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে পৃথিবী সমতল /

তৃতীয় অধ্যায়

সমতল পৃথিবী এবং পাহাড়

সমতল পৃথিবীকে স্থির রাখতে স্থাপিত পাহাড়-পর্বতসমূহ

নিচের আয়াত টি লক্ষ করুন :

(৩৫) সুরা ফাতির; আয়াত ৪১ :

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমান যমীন স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায় / যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতিত কে এগুলোকে স্থির রাখবে ? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল /"

(৩৫) সুরা ফাতির; আয়াত ৪১ :

"আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতিত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে ? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ন /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৩৫) সুরা আল-ফাতির; আয়াত ৪১ :

"আল্লাহ আলবৎ মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন পাছে তারা কক্ষচ্যুত হয়; আর যদি বা তারা কক্ষচ্যুত হয় তাহলে তিনি ব্যতিত তাদের ধরে রাখবার মতো কেউ নেই / নি:সন্দেহ তিনি অতি অমায়িক, প্ররিত্রানকারী /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 35. Fatir

41. It is Allah Who sustains the heavens and the earth, lest they cease [to function]: and if they should fail, there is none - not one - can sustain them

thereafter: Verily He is Most Forbearing, Oft-Forgiving. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 35. FATIR

41. Lo! Allah graspeth the heavens and the earth that they deviate not, and if they were to deviate there is not one that could grasp them after Him. Lo! He is ever Clement, Forgiving. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীকে স্থির রাখেন বা সংরক্ষণ করেন অথবা ধরে রাখেন যেন এগুলো টলে না যায় বা কক্ষচ্যুত না হয় অথবা স্থানচ্যুত না হয় / আর যদি এগুলো টলে যায় বা স্থানচ্যুত বা কক্ষচ্যুত হয় তবে আল্লাহ ব্যতিত কেউ নেই যে এগুলোকে স্থির রাখবেন / তিনি সহনশীল ও ক্ষমাশীল /

অর্থাত আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীকে আল্লাহ স্থির রেখেছেন যেন এগুলো এদের স্থান থেকে বিচ্যুত না হয় / যদি এগুলো স্থানচ্যুত হয় বা নির্দিষ্ট স্থান থেকে সড়ে যায় তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে ধরে রাখতে পারবে না অর্থাত স্থির রাখতে পারবে না / লক্ষ করুন এখানে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীকে স্থির রাখছেন বা ধরে রাখছেন তাই এগুলো টলে যাচ্ছে না বা স্থানচ্যুত হচ্ছে না / যদি এগুলোকে তিনি স্থির না রাখতেন তবে এগুলো স্থানচ্যুত হতো বা কক্ষ থেকে সড়ে পড়তো /

অর্থাত আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে স্থির রাখছেন বা এদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে ধরে রাখছেন যেন এগুলো এদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিচ্যুত না হয় /

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী তাদের নির্দিষ্ট স্থানে স্থির রয়েছে বা স্থানচ্যুত হচ্ছে না /

এবার আরেকটা আয়াত লক্ষ করি:

২১). সুরা আল-আম্বিয়া; আয়াত ৩১:
"আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুকে না পরে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয় /"

২১). সুরা আল-আম্বিয়া; আয়াত ৩১:
"এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে /"
(অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

২১). সুরা আল-আম্বিয়া; আয়াত ৩১:
"আর পৃথিবীতে আমরা পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছি পাছে তাদের সঙ্গে এটি আন্দোলিত হয়; আর ওতে আমরা বানিয়েছি চওড়া পথঘাট যেন তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয় /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 21. Anbiyaa
31. And We have set on the earth mountains standing firm, lest it should shake with them, and We have made therein broad highways [between mountains] for them to pass through: that they may receive Guidance. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 21. AL-ANBIYA (THE PROPHETS)
31. And We have placed in the earth firm hills lest it quake with them, and We have

placed therein ravines as roads that haply they may find their way. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীতে সুদৃঢ়ভাবে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যেন পৃথিবী মানুষকে নিয়ে ঝুকে না যায় বা এদিক ওদিক ঢলে না যায় অথবা এটি আন্দোলিত বা আলোড়িত না হয় / এবং এতে প্রশস্ত পথও সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ গন্তব্যস্থলে যেতে পারে /
অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যেন এটি কোনো দিকে ঝুকে বা ঢলে না যায় অথবা আন্দোলিত না হয় / লক্ষ করুন বলা হচ্ছে পাহাড় স্থাপন করা হয়েছে যেন এটি কোনদিকে ঝুকে না পরে বা আন্দোলিত না হয় / পাহাড়-পর্বত স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে স্থির রাখা যেন এটি কোনদিকে ঢলে বা ঝুকে না যায় অথবা আন্দোলিত না হয় / অর্থাত পাহাড়-পর্বত না থাকলে পৃথিবী ঢলে পড়তো বা ঝুকে পড়তো মানুষকে নিয়ে অথবা আন্দোলিত হতো / তাহলে আল্লাহ পাহাড় পর্বত স্থাপন করলেন এবং এরফলে আর পৃথিবী কোনো দিকে ঝুকে বা ঢলে পড়ছে না অথবা আন্দোলিত হচ্ছে না /

আরেকটা আয়াত লক্ষ করি;
৩১). সুরা লোকমান; আয়াত ১০ :
"তিনি খুটি ব্যতিত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ / তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পরে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু / আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যানকর উদ্ভিদরাজি /"

৩১). সুরা লোকমান; আয়াত ১০ :

"তিনি আকাশমন্ডলী নির্মান করেছেন স্তম্ভ ব্যতিত, তোমরা এটা দেখছো; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীব-জন্তু এবং আমিই আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে এতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যানকর উদ্ভিদরাজি /"
(অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

৩১). সুরা লোকমান; আয়াত ১০ :

"তিনি মহাকাশমন্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন কোনো খুটি ছাড়াই,- তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ; আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা পাছে এটি তোমাদের নিয়ে ঢলে পড়ে; আর এতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন হরেক রকমের জীবজন্তু / আর আকাশ থেকে তিনি বর্ষণ করেন পানি, তারপর তিনি এতে উত্পাদন করেন সব রকমের হিতকর জোড়া /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 31. Luqman (the Wise)

10. He created the heavens without any pillars that ye can see; He set on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you; and He scattered through it beasts of all kinds. We send down rain from the sky, and produce on the earth every kind of noble creature, in pairs. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 31. LUQMAN

10. He hath created the heavens without supports that ye can see, and hath cast into the earth firm hills, so that it quake not with you; and He hath dispersed therein all kinds of beasts. And We send down water from the sky and We cause [plants] of every

goodly kind to grow therein. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন কোনো খুটি বা স্তম্ভ ছাড়াই, আর এটা মানুষ দেখতেই পায় / আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী যেন মানুষসহ ঢলে না পড়ে বা নড়ে না উঠে অথবা কেপে না উঠে / আর এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন
সব প্রকার জীব-জন্তু / আল্লাহই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে উত্পন্ন করে সব রকম কল্যাণকর উদ্ভিত /
অর্থাত আল্লাহ আকাশ সৃষ্টি করেছেন খুটি ছাড়া আর পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন যেন পৃথিবী মানুষকে নিয়ে ঢলে না পড়ে বা নড়েচড়ে না উঠে অথবা কেপে না উঠে / এতে সব ধরনের উদ্ভিদরাজি তৈরী করেছেন আকাশ হতে বৃষ্টির মাধ্যমে পানি বর্ষণের দ্বারা /
লক্ষ করুন বলা হচ্ছে আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত তৈরী করেছেন যেন পৃথিবী কোনো দিকে ঢলে না পড়ে বা নড়ে না উঠে অথবা কেপে না উঠে / অর্থাত যদি আল্লাহ পাহাড়-পর্বত তৈরী না করতো তাহলে পৃথিবী কোনো দিকে ঢলে পড়তো বা এটি নড়েচড়ে উঠতো অথবা এটি কেপে উঠতো / আর আল্লাহ পাহাড়-পর্বত তৈরী করেছেন আর তাই পৃথিবী ঢলে পড়ছে না বা নড়েচড়ে উঠছে না অথবা কেপে উঠছে না /

(১৬) সুরা আন-নাহল; আয়াত ১৫ :

"এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও /"

(১৬) সুরা আন-নাহল; আয়াত ১৫ :

"আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্য স্থলে পৌছতে পার /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(১৬) সুরা আন-নাহল; আয়াত ১৫ :

"আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পাহাড়-পর্বত, পাছে তোমাদের নিয়ে তা কাত হয়ে যায়; আর নদ-নদী ও রাস্তাঘাট, যেন তোমরা সঠিক পথ লাভ কর /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 16. Nahl

15. And He has set up on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you; and rivers and roads; that ye may guide yourselves; (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 16. AN-NAHL (THE BEE)

15. And He hath cast into the earth firm hills that it quake not with you, and streams and roads that ye may find a way. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী মানুষকে নিয়ে হেলেদুলে না উঠে, কাত হয়ে না পড়ে, নড়েচড়ে না উঠে, কেপে না উঠে অথবা আন্দোলিত না হয় / আর এতে নদ-নদী ও রাস্তা তৈরী করেছেন যেন মানুষ পথ চলতে পারে /

অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পবত স্থাপন করেছেন যেন পৃথিবী কাত হয়ে বা ঢলে না পড়ে, কেপে বা আন্দোলিত হয়ে না উঠে /

লক্ষ করুন এখানে বলা হচ্ছে যে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করা হয়েছে যেন পৃথিবী কোনো দিকে কাত হয়ে বা ঢলে না পড়ে অথবা এটি নড়ে বা আন্দোলিত না হয় / অর্থাত পাহাড় পর্বত না থাকলে পৃথিবী কোনো একদিকে কাত হয়ে বা ঢলে পরতো অথবা এটি কেপে বা আন্দোলিত হয়ে উঠতো / আর তাই আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করলেন তাই পৃথিবী কোন একদিকে ঢলে বা কাত হয়ে পড়ছে না অথবা এটি আর কেপে বা আন্দোলিত হয়ে উঠছে না /

এখন উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করি :

সুরা ফাতির-এর ৪১ নাম্বার আয়াত অনুযায়ী
আল্লাহ পৃথিবীকে ও আকাশকে স্থির রাখেন বা ধরে রাখেন যেন এগুলো টলে না যায় বা স্থানচ্যুত হয় না /
২১:৩১ অনুযায়ী
আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যেন পৃথিবী কোনো দিকে ঢলে না পরে বা কোনো দিকে ঝুকে না যায় অথবা এটি আন্দোলিত না হয় /
৩১:১০ অনুযায়ী
আল্লাহ পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পাহাড়-পর্বত যেন পৃথিবী কোনদিকে ঢলে বা ঝুকে না পরে অথবা নড়েচড়ে বা কেপে অথবা আন্দোলিত না হয় /
১৬:১৫ অনুযায়ী
আল্লাহ পৃথিবীর উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যেন পৃথিবী হেলেদুলে বা নড়েচড়ে না উঠে, বা কোনো দিকে কাত হয়ে না পড়ে অথবা আন্দোলিত না হয় /

সুতরাং উপরিউক্ত আয়াত গুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী এর স্থান বা

কক্ষ থেকে বিচ্যুত না হয় / অথবা এটি কোনদিকে ঢলে বা ঝুকে না যায় বা কাত হয়ে না যায় কোনো দিকে / অথবা পৃথিবী এদিক ওদিক হেলে দুলে না উঠে অর্থাত আন্দোলিত হয়ে না উঠে / তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে যদি আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন না করতো তাহলে পৃথিবী কোনো একদিকে কাত হয়ে বা ঢলে বা ঝুকে পড়তো অথবা এটি কেপে বা আন্দোলিত হয়ে উঠতো / আর যেহেতু আল্লাহ পাহাড় পর্বত স্থাপন করে দিয়েছেন পৃথিবীতে তাই এটি আর কোনো দিকে কাত হয়ে পরছে না বা কোনো দিকে ঢলে বা ঝুকে পরছে না এবং এটা কেপে বা আন্দোলিত হচ্ছে না / তাহলে আপনারা ভালো করে চিন্তা করে দেখুন যে এখানে কোন পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে ! যদি গোলক আকার পৃথিবীর কথা বলা হত তাহলে কখনই বলা হত না যে পৃথিবী কাত হয়ে বা কোনো দিয়ে ঢলে বা ঝুকে যাবে / কারণ গোলক আকার পৃথিবীর কোনো সম্ভাবনা নেই যে এটি কোনো দিরে ঝুকে যাবে বা ঢলে পড়বে / কারণ আমাদের পৃথিবী প্রচন্ড গতিতে এর নিজের অভ্যন্তরীণ অক্ষে ঘুরছে এবং এটি সূর্যের চার পাশেও ঘুরছে প্রচন্ড গতিতে / কিন্তু তবুও এটির কোনো দিকে ঝুকে বা ঢলে পরার সম্ভাবনা নেই / অর্থাত গোলক আকার পৃথিবী কোনো দিকে কাত হয়ে বা ঢলে বা ঝুকে পরা অসম্ভব / কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে পৃথিবী কোনো দিকে ঝুকে বা ঢলে অর্থাত কাত হয়ে পড়ছে না কারন পাহাড়-পর্বত স্থাপনের ফলে / যদি পাহাড়-পর্বত স্থাপন না করা হত তবে পৃথিবী কোনদিকে ঢলে বা ঝুকে পরতো অথবা কাত হয়ে পরতো /

এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন এখানে কোন আকৃতির পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে /

এর উত্তর খুব সহজ; এখানে সমতল পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে / অর্থাত যদি সমতল পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত না স্থাপন করা হত তবে সমতল পৃথিবী কোনো একদিকে কাত হয়ে বা ঢলে বা ঝুকে পরতো / কারণ সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রেই কোনো দিকে ঢলে বা

ঝুকে অথবা কাত হয়ে পরা সম্ভব / গোলক আকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয় /
সুতরাং এই আয়াতে সমতল পৃথিবীর কথাই বলা হয়েছে /
অর্থাত পৃথিবী সমতল /

আর এই আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে পৃথিবীর কাত হয়ে বা ঢলে অথবা কোনো দিকে ঝুকে যাওয়ার / সমতল পৃথিবী কোনো দিকে ঝুকে যেত যদি আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত না স্থাপন করতেন / এবং আল্লাহ পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন বলে পৃথিবী আর কোনো দিকে ঝুকে বা ঢলে অথবা কোনদিকে কাত হয়ে পরছে না / অর্থাত পৃথিবী সমতল বলেই এভাবে পাহাড়-পর্বত স্থাপনের ফলে স্থির হয়ে আছে অর্থাত কোনো দিকে কাত হয়ে বা ঢলে পরছে না /
আর তাই সুরা ফাতির-এর ৪১ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে স্থির রাখেন যেন এটি কোনো দিকে ঢলে বা ঝুকে না পড়ে বা কক্ষচ্যুত বা স্থানচ্যুত না হয় /
আর এখানে সমতল পৃথিবীর কথাই বলা হচ্ছে / অর্থাত সমতল পৃথিবীকে এবং আকাশকে আল্লাহ স্থির রেখেছেন /
অর্থাত এই আয়াতগুলো অনুযায়ী পৃথিবী সমতল /

আবার ধরি উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যেন পৃথিবী কেপে বা আন্দোলিত হয়ে না উঠে / অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত যদি স্থাপন না করতো তবে পৃথিবী কেপে উঠতো অথবা আন্দোলিত বা আলোড়িত হত / কিন্তু আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত স্থাপন করার ফলে পৃথিবী আর কেপে উঠছে না বা আন্দোলিত হচ্ছে না /
এখানেও সমতল পৃথিবীর কথাই বলা হচ্ছে / অর্থাত সমতল পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করার ফলেই এটি আর কেপে বা আন্দোলিত হয়ে উঠছে না / নয়তো পৃথিবী কেপে উঠতো বা

আন্দোলিত হত / এখানে, সমতল পৃথিবীতেই পাহাড় স্থাপনের ফলে এটি পাহাড়-পর্বতের ভারে আর কেপে উঠবেনা বা আন্দোলিত হবে না / কারণ সমস্ত সমতল পৃথিবীতে ভারী পাহাড় স্থাপন করলেই এটি আর কেপে উঠবে না বা আন্দোলিত হবে না / অর্থাত এখানে সমতল পৃথিবীর কথাই বলা হচ্ছে / কারণ গোলক আকার পুরো পৃথিবী কেপে বা আন্দোলিত হওয়া সম্ভব নয় / আর গোলক আকার পৃথিবীতে পাহাড় পর্বতের কোনো ভুমিকা নেই এর নিজের চারপাশে এবং সূর্যের চার পাশে ঘূর্ণনে / এবং গোলক আকার পৃথিবী কখনই কেপে বা আন্দোলিত হবে না যেটা পাহাড়-পর্বত থামাতে পারে / কারণ পৃথিবী গোলকের মত আর ঘুর্নায়মান গোলক কিভাবে কেপে উঠবে বা আন্দোলিত হবে যেটা পাহাড়-পর্বত থামাতে পারবে ? এখানে এটা অসম্ভব ব্যাপার !
সমতল পৃথিবীর পক্ষেই কেপে উঠা বা আন্দোলিত হওয়া সম্ভব / এবং ভারী পাহাড়-পর্বত স্থাপন করার মাধ্যমে সেই কাপাকাপি বা আলোড়ন থামানো সম্ভব /
অর্থাত সমতল পৃথিবী যেন কেপে না উঠে বা আন্দোলিত না হয় অথবা এটি কোনো দিকে ঝুকে বা ঢলে না পড়ে সেই জন্যই আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন এবং তারফলে সমতল পৃথিবী স্থির হয়ে আছে / অর্থাত এটি কোনো দিকে ঝুকে বা ঢলে পরছেনা মানুষকে নিয়ে আবার এটি আন্দোলিতও হচ্ছে না পাহাড়-পর্বত স্থাপনের ফলে /
অর্থাত পৃথিবী সমতল /

অনেক মুসলমান বলে এবং অনেক অনুবাদক এই আয়াত গুলোর অনুবাদ করে যে, এখানে ভুমিকম্পের কথা বলা হয়েছে / অর্থাত ভূমিকম্প যেন না হয় সেজন্য আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন /
তাহলে উপরের আয়াতগুলো অনুযায়ী অর্থ হবে;
"আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যেন পৃথিবীতে ভূমিকম্প না হয় /"

অর্থাত আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে ভূমিকম্প না হওয়ার জন্য / তাহলে যদি আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত না স্থাপন করতো তাহলে ভূমিকম্প হত / আর তাই আল্লাহ পৃথিবীতে এই পাহাড়-পর্বতগুলো স্থাপন করেছেন /
তাহলে এই অর্থ অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করার পর পৃথিবীতে আর ভূমিকম্প হচ্ছে না /
এখন দেখুন, কথাটা কি সঠিক হলো ? আমরা জানি যে পৃথিবীতে অনেক অনেক পাহাড়-পর্বত আছে / তবুও পৃথিবীতে হর-হামেশাই ভূমিকম্প হচ্ছে ব্যাপক আকারে / তাহলে কি হলো ? আল্লাহর কথা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না কি ? আল্লাহ পৃথিবীতে ভূমিকম্প ঠেকানোর জন্য পাহাড়-পর্বত স্থাপন করলো কিন্তু ভূমিকম্পতো থামল না উপরন্তু ভূমিকম্প হতে থাকলো এবং বেড়ে গেল !
সুতরাং এই আয়াতগুলোতে কেপে উঠা বা আন্দোলিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে সম্পূর্ণ পৃথিবীর একসাথে / অথবা এখানে পৃথিবীর কোনো এক দিকে ঝুকে বা ঢলে পরার কথা বলা হয়েছে / আর এটা সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব /
অর্থাত এখানে কোনো ভুল নেই যে এই আয়াতগুলোতে সমতল পৃথিবীর কথাই বলা হয়েছে /
সুতরাং নি:সন্দেহে পৃথিবী সমতল এ কথাই বলা হয়েছে কোরআনে /

অনেক মুসলমান তারপরও বলে থাকে যে এই আয়াতগুলোতে ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে এবং পাহাড়-পর্বতগুলোর জন্যই পৃথিবীতে ভূমিকম্প কম হয় / অর্থাত তারা বলতে চায় যে আল্লাহ পাহাড়-পর্বতগুলো স্থাপন করেছেন (পেরেকের মত বা খুটির মত গেথে দিয়েছেন / ৭৮:০৭ অনুযায়ী) এবং এর জন্যই ভূমি কম্প কম হয় / তা'না হলে আরো অনেক বেশি ভূমিকম্প হত /
তাদের মতে ভূমিকম্প বিরোধী কাজ করে পাহাড়-পর্বতগুলো /

কিন্তু যদি আপনারা ওই আয়াত গুলো লক্ষ করেন তবে বুঝতে পারবেন যে সেখানে বলা হয়েছে পাহাড়-পর্বত না স্থাপন করা হলে পৃথিবী ঢলে পরতো বা ঝুকে পরতো অথবা কাত হয়ে পরতো / আবার বলা হয়েছে পাহাড়-পর্বত না স্থাপন করা হলে পৃথিবী কেপে উঠত বা আন্দোলিত হত অর্থাত ভূমিকম্প হত / তাহলে এই আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে পাহাড়-পর্বতগুলো থাকাতে পৃথিবী ঢলে পরছে না বা ঝুকে পরছে না অথবা কাত হয়ে পরছে না এবং এগুলো কেপে উঠছে না বা আন্দোলিত হচ্ছে না তথা ভূমিকম্প হচ্ছে না / কিন্তু আমরা জানি পাহাড়-পর্বত থাকার পরেও ভূমিকম্প কমে যায়নি / যেমন হবার কথা সেরকমই ভূমিকম্প হচ্ছে / বরং কোনো ক্ষেত্রে পাহাড়-পর্বতের জন্য ভূমিকম্প বেড়ে গেছে /

তারপরও তর্কের খাতিরে আপাতত ধরে নিলাম যে এখানে বলা হয়েছে ভুমিকম্পের কথাই / অর্থাত আল্লাহ পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন ভূমিকম্প রোধ করার জন্য / তাহলে কি তাদের দাবি অনুযায়ী আসলেই পাহাড় পর্বতগুলোর জন্য ভূমি কম্প হয় না নাকি অন্য কিছু ?

এখন আসুন কথাটা কত টুকু মিথ্যা সেটা প্রমান করি /

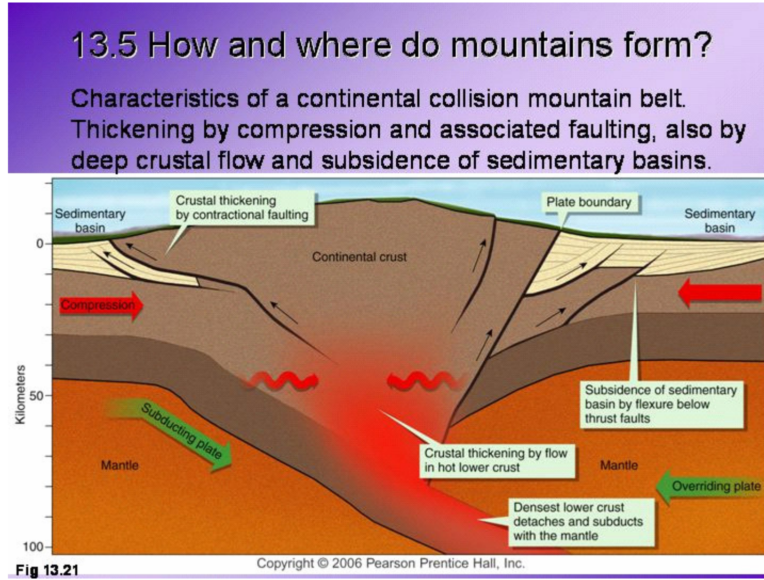
আমরা জানি যে ভুমিকম্পের ফলেই তৈরী হয় পাহাড়-পর্বতগুলো / অর্থাত পাহাড়-পর্বতগুলো হচ্ছে ভুমিকম্পের ফল / কখনই এটা সত্যি নয় যে পাহাড়-পর্বত স্থাপিত হয়েছে ভূমিকম্প প্রতিরুধের জন্য / বরং ভুমিকম্পের ফলেই তৈরী হচ্ছে পাহাড়-পর্বত /

আসুন দেখি বিজ্ঞানীরা কি বলে পাহাড়-পর্বতসমূহ তৈরির ব্যাপারে /

বিজ্ঞানীরা বলেন যে আমাদের এই পৃথিবী, এর অভ্যন্তরে অনেকগুলো প্লেট-এ বিভক্ত / এখন এই প্লেট গুলো মাঝে মাঝে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সড়ে যায় / ঠিক সেই সময় সেই

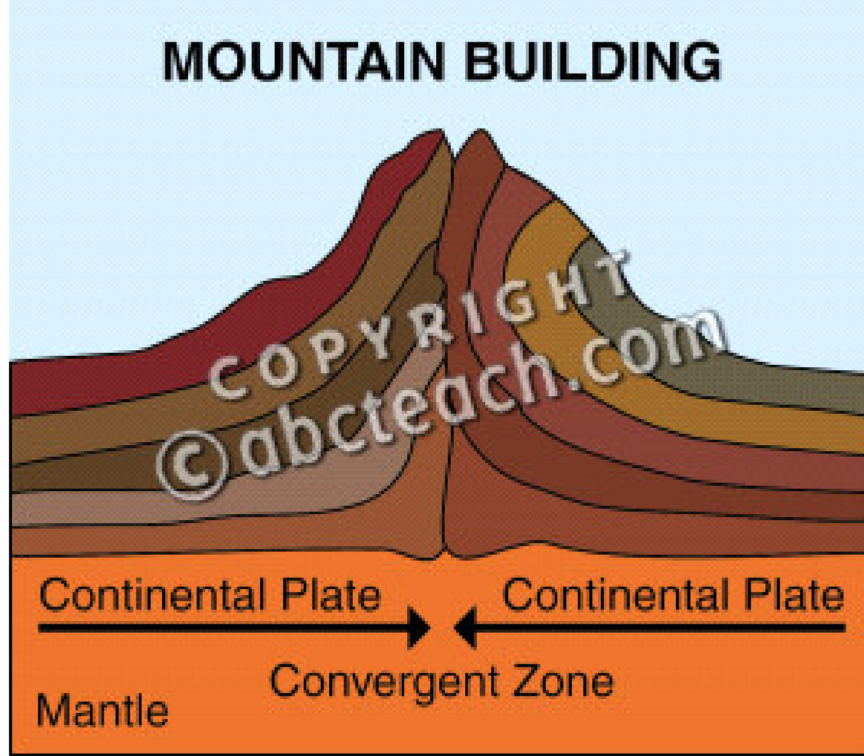
প্লেটের উপরের পৃথিবী পৃষ্টে প্রচন্ড কম্পনের সৃষ্টি হয় / এই কম্পনকেই ভূমিকম্প বলা হয় /

এখন এই প্লেট গুলো যখন একটা সড়ে যায় তখন একটি প্লেট আরেকটা প্লেটের সাথে ধাক্কা খায় এবং মাঝে মাঝে একটি প্লেট আরেকটি প্লেটের উপরে উঠে পড়ে / আর সেই উপরের প্লেটের অংশটি অনেক উচুতে উঠে যায় এবং তৈরী হয় পর্বতমালার / এই সময় ওই প্লেটটির পৃথিবীর উপরের পৃষ্টে প্রচন্ড ভূমিকম্পনের সৃষ্টি হয় / আর এই ভাবেই তৈরী হয় ভলকানো (volcano) পর্বতমালা / তাহলে এখানে লক্ষ করুন এই পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ প্লেটগুলো সড়ে গিয়ে একটি আরেকটির উপর উঠে যাচ্ছে এবং ভূমিকম্পনের ফলে তৈরী হচ্ছে পর্বতমালার / তাহলে কখনই পাহাড় পর্বত ভূমিকম্পনের বিরুদ্ধে কাজ করলো না বরং পর্বতমালা তৈরী হবার সময়েই ভূমিকম্প হলো / এখানে পর্বতমালা তৈরী হওয়াই ভুমিকম্পের কারণ /



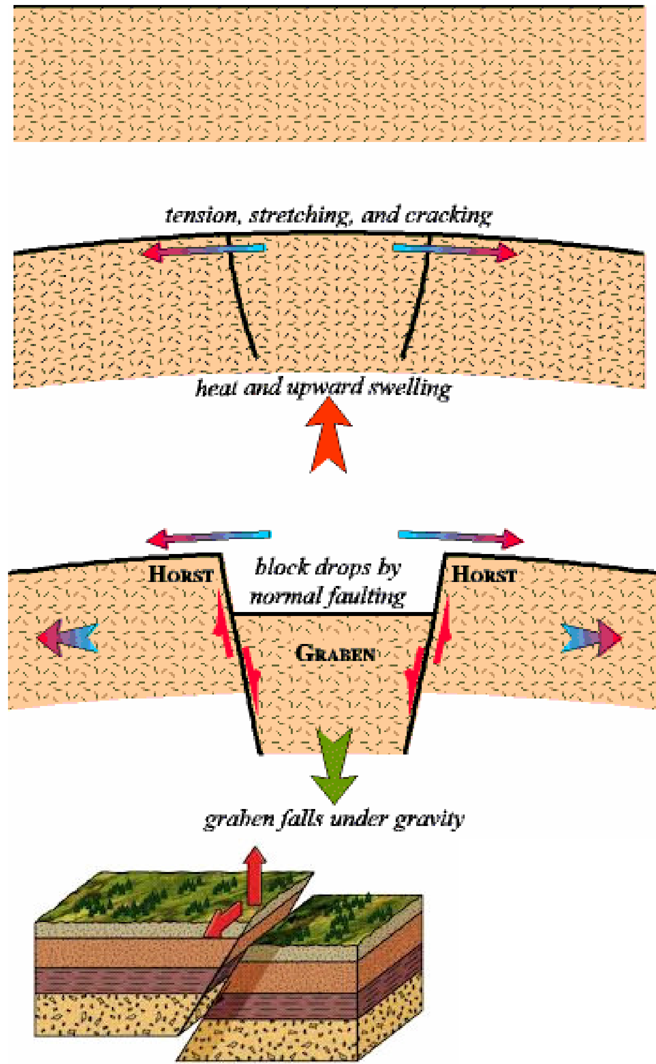
চিত্র :- ভুমিকম্পের ফলে তৈরী হচ্ছে পাহাড় পর্বত /

আবার দুটি প্লেট পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে উপরের দিকে উঠে গেলে সেখানে তৈরী হয় পর্বতমালা / এবং সেই অঞ্চলে প্রচন্ড ভুমিকম্পের সৃষ্টি হয় / আর এভাবেই তৈরী হয় ফোল্ড পর্বতমালার (Fold Mountain) / তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে যে পর্বতমালা তৈরী হওয়ার সময়েই ভূমিকম্প হচ্ছে / অর্থাত ভূমিকম্প হওয়ার কারণ এই পর্বতগুলো তৈরী হওয়া /

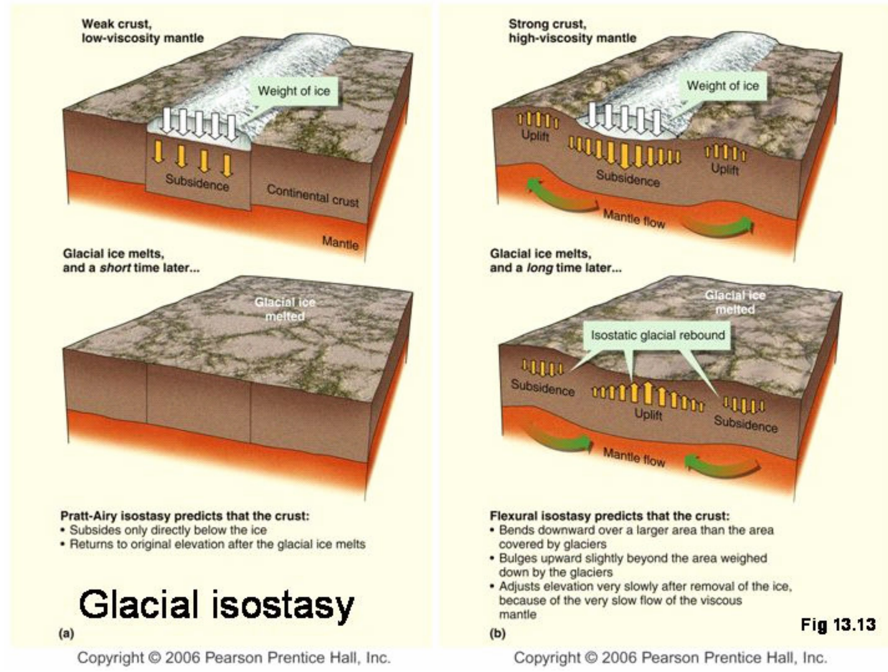


চিত্র :– দুটি প্লেটের সংঘর্ষের ফলে তৈরী হচ্ছে পর্বত /

আবার কখনো কখনো কোনো জায়গায় কোনো প্লেটের কোনো অংশ ধ্বসে যায় এবং কিছু অংশ নিজে পড়ে যায় আর বাকি অংশ উপরে থেকে যায় / আর এভাবেই তৈরী হয় ফোল্ড পর্বতমালার (Block Mountain) / এসময়ে ভু-পৃষ্ঠের সে অংশে ভূমিকম্পনের সৃষ্টি হয় / অর্থাত এখানেও ভুমিকম্পের কারণ পর্বত সৃষ্টি /

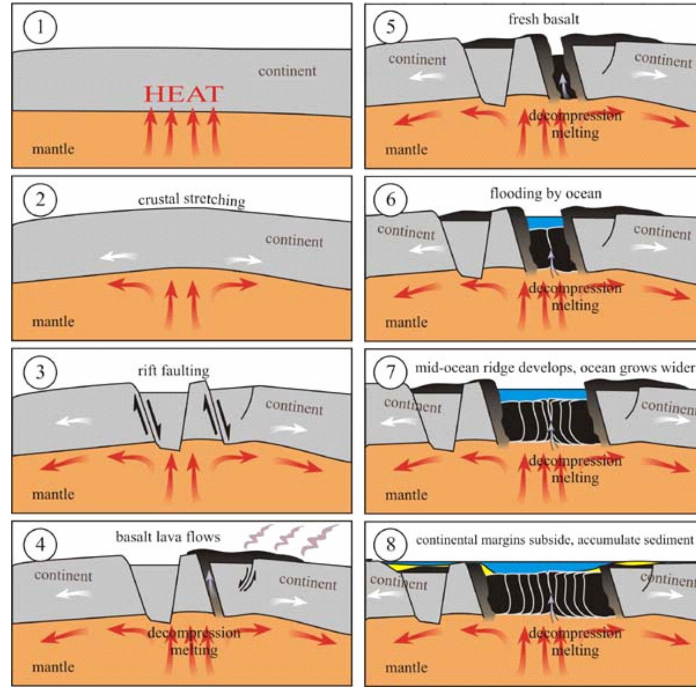


চিত্র :- ভূমি ধ্বসে যেয়ে পর্বত সৃষ্টি হচ্ছে এবং এতে প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে ।

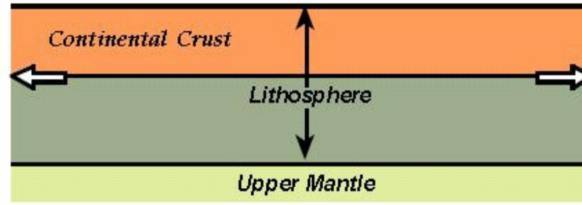


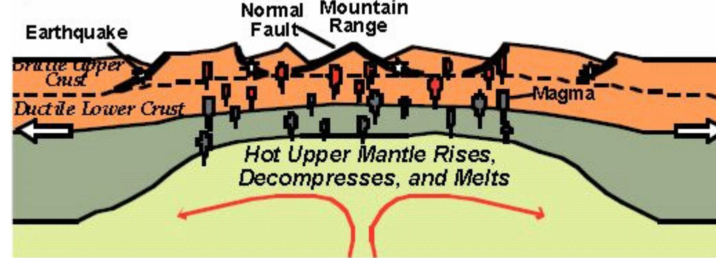
চিত্র :- ভূমি ধ্বসের ফলে তৈরী হচ্ছে পাহাড় ফলে প্রবল ভুমিকম্পের সৃষ্টি হচ্ছে /

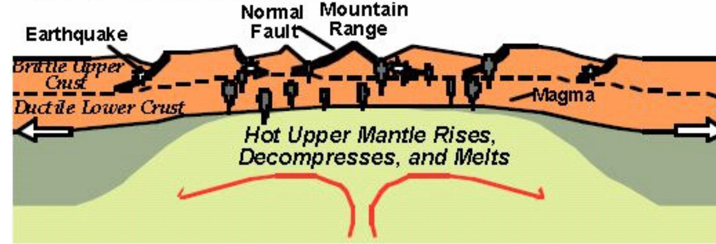
আবার ভু-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত লাভা ভু-পৃষ্টের উপরি অংশে (Crust কে) প্রচন্ড শক্তিতে উপরের দিকে চাপ দেয় / এবং এসময় সেখানে পর্বতের সৃষ্টি হয় / আর ভু-পৃষ্ট প্রচন্ডভাবে কেপে উঠে / অর্থাত এক্ষেত্রেও পর্বতমালা তৈরিই ভুমিকম্পের কারণ /



চিত্র :- ভু-অভ্যন্তরের গলিত তরল লাভার প্রচন্ড ধাক্কায় তৈরী হচ্ছে পর্বত /







চিত্র :- উত্তপ্ত মেন্টল(Mantle)-এর প্রচন্ড ধাক্কায় তৈরী হচ্ছে পর্বত ⁄

সুতরাং পাহাড়-পর্বত ভূমিকম্প রোধ করছে না বরং এই পাহাড়-পর্বত তৈরির ফলেই ভূমিকম্প হচ্ছে ⁄ অর্থাত পাহাড়-পর্বত তৈরিই ভূমিকম্পের কারণ ⁄

আবার কোনো স্থানে পাহাড় পর্বত থাকলেই সেখানে ভূমি কম্প থেমে থাকছে না / কোথাও কোথাও এই পর্বত্গুলোর জন্যই বেশি বেশি ভূমিকম্প হচ্ছে / যেমন জাপান একটি দেশ যেখানে অনেক পর্বতমালা আছে / কিন্তু তবুও সেখানে কয়েকদিন পরপরই ভূমিকম্প হয় /
সেরকম পৃথিবীর অনেক জায়গা আছে যেখানে পাহাড়-পর্বত থাকার পরও সমানে ভূমিকম্প হচ্ছে /
আর তাই এটা ঠিক নয় যে পাহাড়-পর্বত থাকলে ভূমিকম্প হয়না / অথবা পাহাড়-পর্বত ভূমিকম্প বন্ধ করে বা কমায় /

তাই এই আয়াতগুলোতে যদি বলা হয় যে এখানে গোলক আকার পৃথিবীর ভুমিকম্পের কথা বলা হয়েছে সেটা পুরোপুরি ভুল / বরং এখানে সমতল পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যেখানে সমতল পৃথিবী শুন্যে ভেসে থাকার সময় এর অভ্যন্তরীণ জীব-জন্তু নিয়ে কোনো এক দিকে ঢলে বা ঝুকে অথবা কাত হয়ে যেন না পড়ে যায় সেজন্য আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে (পেরেকের মত) পৃথিবীকে স্থির করেছেন যেন এটি কোনো দিকে ঢলে বা ঝুকে না পড়ে অথবা কাত হয়ে না পড়ে / আবার যেন এই সমতল পৃথিবী নড়েচড়ে বা আন্দোলিত হয়ে না উঠে, সেজন্য (ভারসাম্যের জন্য) আল্লাহ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন (পেরেকের মত গেথে বা গেড়ে দিয়ে) /
এখানে উল্লেখ্য যে পাহাড়-পর্বত পেরেকের মত বা তাবুর খুটির মত গেথে বা গেড়ে, এরকম ভাবে নেই / বরং এগুলি ভু-অভ্যন্তর থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে / আর এগুলো নিচের অংশও মাটির নিচে শিকড়ের(Root) মত নেই / কোনটি নিচেন দিকে গরম লাভা যেটা উপরে উঠে আসে / আবার কোনটির সমস্ত প্লেটটির সাথে সংযুক্ত যেটা মোটেও শিকর বা root -এর মত নয় /

সুতরাং এই আয়াতগুলো দিয়ে সম্পূর্ণ সমতল পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে ।
সুতরাং পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপে সমতল ।

চতুর্থ অধ্যায়

আকাশ, সমতল পৃথিবী ও জান্নাত

আকাশ ও সমতল পৃথিবীর সমান জান্নাত

আসুন, পৃথিবী সমতল প্রমানের জন্য আরো কিছু আয়াত উপস্থাপন করি /

০৩) সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৩৩ :

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য /"

০৩) সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৩৩ :

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা ও বিস্তৃতি নভোমন্ডল ও ভু-মন্ডল সদৃশ, ওটা আল্লাহ ভীরুদের জন্যে নির্মিত হয়েছে ‌l" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

০৩) সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৩৩ :

"আর তৎপর হও তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে পরিত্রান লাভের জন্য এবং স্বর্গদ্যানের জন্য যার বিস্তার হচ্ছে মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবী জুড়ে- তৈরী হয়েছে ধর্মপরায়ণদের জন্য- " (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 3. Al-i-Imran,

133. Be quick in the race for forgiveness from your Lord, and for a Garden whose width is that [of the whole] of the heavens and of the earth, prepared for the righteous,- (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 3. AL-E-IMRAN

133. And vie one with another for forgiveness from your Lord, and for a paradise as wide as are the heavens and the earth, prepared for those who ward off [evil]; (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

SURA 3. Al-i-Imran

133. "And hasten to forgiveness from your Lord and a garden [i.e., Paradise] as wide as the heavens and earth, prepared for the righteous " (Saheeh International)

এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষকে বলছেন মানুষ যেন আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করে যে জান্নাতের পরিমান বা প্রসারতা বা বিস্তার অথবা প্রশস্ততায় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বিস্তারের বা প্রশস্ততার অথবা পরিমানের সমান হয় / অর্থাত আল্লাহ মানুষকে তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে যেতে বলছেন যেটা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত বা বিস্তৃত বা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত অথবা আকাশ ও পৃথিবীর পরিমানের সমান /
লক্ষ করুন বলা হচ্ছে যে জান্নাত আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত বা বিস্তৃত / অর্থাত পৃথিবী এবং আকাশ যেরকম বিস্তৃত বা প্রশস্ত তার মত বা তার সমান প্রশস্ত বা বিস্তৃত জান্নাত / এখানে সমতল পৃথিবী এবং ছাদ বা চাদোয়ার মত আকাশের কথা বলা হয়েছে / এখানে বলা হচ্ছে যে আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তার বা প্রশস্ততা অর্থাত আকাশ ও পৃথিবী যতটুকু বিস্তৃত তার মত বা সমান বিস্তৃত হচ্ছে জান্নাত / অর্থাত পৃথিবী ও আকাশ যতটুকু বিস্তৃত ঠিক সেরকম বা সমান বিস্তৃত হচ্ছে জান্নাত /

এখন আকাশের বর্ণনা কোরআনে যেরকম দেয়া আছে তাতে আকাশ হচ্ছে ঘরের ছাদের মত এবং এটি শক্ত কঠিন পদার্থের তৈরী / আর ছাদ বা তাবুর চাদোয়া কিছুটা অর্ধ উপবৃত্তাকার হয় / আর কোরানে পৃথিবীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে সমতল হিসেবে / তাহলে সমতল পৃথিবী আর ছাদের মত আকাশ যতটুকু জায়গা দখল করে আছে অর্থাত যতটুকু বিস্তৃত, ঠিক সেই পরিমান বিস্তৃত হচ্ছে জান্নাত / আর এটাই এই আয়াতে বলা হয়েছে / অর্থাত আকাশ ও পৃথিবী যতটুকু বিস্তৃত বা প্রসারিত ঠিক সেইরকম বিস্তৃত বা প্রসারিত হচ্ছে পৃথিবী / তাহলে এই আয়াত অনুযায়ী সমতল পৃথিবীর চারপাশে বিস্তৃত আকাশ এবং সেই পরিমান বিস্তৃত জান্নাত /
আর তাই পৃথিবী সমতল /
এটা গোলক আকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয় কারণ গোলক আকার পৃথিবীর ছাদ থাকা সম্ভব নয় / কিন্তু সমতল পৃথিবীর জন্য ছাদ থাকা সম্ভব / কারণ আমরা সমতল মেঝের ঘরেই ছাদ তৈরী করি / গোলাকাকার কিছুতে ছাদ থাকা অসম্ভব / সুতরাং এখানে সমতল পৃথিবী ও এর উপর মজবুত শক্ত আকাশ অর্থাত ছাদ-এর সমান বিস্তৃতির সমান জান্নাতের কথা বলা হয়েছে /

৬৫) সুরা আত্ব-তালাক্ব; আয়াত ১২ :

"আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমানে, এসবের মধ্যে তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তার গোচরীভূত /"

৬৫) সুরা আত্ব-তালাক্ব; আয়াত ১২ :

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও ওগুলোর অনুরূপভাবে, ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তার নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে

(দ্বারা) আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

৬৫) সুরা আত্ব-তালাক্ব; আয়াত ১২ :

"আল্লাহই তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান, আর পৃথিবীর বেলায়েও তাদের অনুরূপ / বিধান অবতরণ করে চলেছে তাদের মধ্যে, যেন তোমরা জানতে পার যে আল্লাহ সব-কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান; আর এই যে আল্লাহ সব-কিছুকে ঘিরে রেখেছেন জ্ঞানের দ্বারা / " (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 65. Talaq

12. Allah is He Who created seven Firmaments and of the earth a similar number. Through the midst of them [all] descends His Command: that ye may know that Allah has power over all things, and that Allah comprehends, all things in [His] Knowledge. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 65. AT-TALAQ

12. Allah it is who hath created seven heavens, and of the earth the like thereof. The commandment cometh down among them slowly, that ye may know that Allah is Able to do all things, and that Allah surroundeth all things in knowledge. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

SURA 65. AT-TALAQ

12. 'It is Allah who has created seven heavens and of the earth, the like of them. [His] command descends among them so you may know that Allah is over all things competent and that Allah has encompassed

all things in knowledge." (Saheeh International)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সপ্ত আকাশ তৈরী করেছেন এবং পৃথিবীও অনুরূপ ভাবে / আল্লাহর আদেশ সেগুলোর উপর অর্পিত হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান / আর আল্লাহর জ্ঞানের আওতার মধ্যে সবকিছুই / অর্থাত আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী অনুরূপ ভাবে / আর ওগুলোর মধ্যে অর্থাত আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ বা নির্দেশ অর্পিত হয় / যেন মানুষ বুঝতে পারে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুই তার জ্ঞানের মধ্যে / লক্ষ করুন এখানে বলা হচ্ছে যে সাত আকাশের কথা এবং পৃথিবী তৈরী হয়েছে সেই সাত আকাশের অনুরূপ করে /
এখানে অনেকে বলে থাকে যে এখানে আকাশের সংখ্যা সাতটা এবং তাহলে পৃথিবী সাতটা হবে / অর্থাত আকাশের সংখ্যা এবং পৃথিবীর সংখ্যা সমান হবে / কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীর সংখ্যা সাতটা নয় / আর তাই এখানে সাত আসমানের মত সাত পৃথিবীর কথা বলা হয়নি / বরং বলা হয়েছে যে আকাশ সাতটা এবং পৃথিবী তাদের অনুরূপ করে বানানো হয়েছে / অর্থাত আকাশগুলোর মত করেই বানানো হয়েছে / আবার কোরানের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে আকাশ স্তরে স্তরে স্থাপন করা হয়েছে / অর্থাত এক আকাশের উপর আরেক আকাশ স্থাপন করা হয়েছে / এভাবে সাতটা আকাশ একটার উপর আরেকটা স্থাপন করা হয়েছে /
কিন্তু পৃথিবী এভাবে একটার উপর আরেকটা স্থাপির নেই / একটাই পৃথিবী /
তাই এখানে এর অর্থ হবে আকাশের সমান আয়তনের বা সমান বিস্তৃতির যেটা এর আগের আয়াতটিতে বলা হয়েছে / অর্থাত আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই আয়তনে বা বিস্তৃতিতে / অর্থাত আকাশ ও পৃথিবীর আয়তন বা বিস্তৃতি সমান

/ এখানে আকাশের সমান সংখ্যাক পৃথিবীর কথা বলা হয়নি / উপরে বর্ণিত প্রত্যেক অনুবাদেই (আব্দুল্লা ইউসুফ আলী বাদে) এর অর্থ করা হয়েছে সপ্তাকাশের অনুরূপে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে / অর্থাত সপ্ত আকাশের অনুরূপ আয়তন বা বিস্তৃতির পৃথিবী তৈরী করা হয়েছে /
অর্থাত আকাশগুলোর অনুরূপ বিস্তৃতির পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে / মানে আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি সমান / মানে সমতল পৃথিবী এবং ছাদ আকৃতির (অর্ধ-উপবৃত্তাকার) আকাশ স্থাপন করা হয়েছে অনুরূপ বিস্তৃতির বা আয়তনের /

(৫৭) সুরা আল হাদীদ; আয়াত ২১ :
"তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত / এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কারীদের জন্যে / এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন / আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী /"

(৫৭) সুরা আল হাদীদ; আয়াত ২১ :
"তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্যে / এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ বরই অনুগ্রহশীল /" (অনুবাদ- প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৫৭) সুরা আল হাদীদ; আয়াত ২১ :
"তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে পরিত্রান লাভের জন্য এবং এমন এক জান্নাতের জন্য যার বিস্তার হচ্ছে মহাকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো, - এটি

তৈরী করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহতে ও তার রসুলের প্রতি ঈমান আনে / এ হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাচুর্য, তিনি তা প্রদান করেন যাকে ইচ্ছা করেন / বস্তুত আল্লাহ বিরাট করুনাভান্ডারের অধিকারী /" (অনুবাদ:- ড: জহুরুল হক)

SURA 57. Hadid
21. Be ye foremost [in seeking] Forgiveness from your Lord, and a Garden [of Bliss], the width whereof is as the width of heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His messengers: that is the Grace of Allah, which He bestows on whom he pleases: and Allah is the Lord of Grace abounding. (Translation by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 57. AL-HADID
21. Race one with another for forgiveness from your Lord and a Garden whereof the breadth is as the breadth of the heavens and the earth, which is in store for those who believe in Allah and His messengers. Such is the bounty of Allah, which He bestoweth upon whom He will, and Allah is of Infinite Bounty. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষকে একে অন্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতে বলছেন যাতে তারা আল্লাহ ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হয় যেটা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার বা বিস্তারের মতো প্রশস্ত বা বিস্তৃত অথবা সমান / এটি তৈরী করা হয়েছে মুসলমানদের জন্যে / আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন / আল্লাহ সর্বোচ্চ অনুগ্রহশীল /

অর্থাত মানুষ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভ করে যে জান্নাত আকাশ ও পৃথিবীর অনুরূপ বা সমান প্রশস্ত বা বিস্তৃত / আর এটি তৈরী করা হয়েছে মুসলমানদের জন্য /
লক্ষ করুন এখনে বলা হচ্ছে যে জান্নাত প্রশস্ততায় বা বিস্তারে আকাশ ও পৃথিবীর সমান /
তাহলে জান্নাতের বিস্তৃতি বা প্রশস্ততা আকাশের বা পৃথিবীর অনুরূপ বা আকাশ ও পৃথিবীর সমান / অর্থাত আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বা বিস্তৃত হচ্ছে জান্নাত /
তাহলে সমতল পৃথিবী ও ছাদের মতো আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাত /
এখানে পৃথিবী সমতল এবং আকাশ ছাদ আকৃতির কিন্তু এদের বিস্তার অনুরূপ / এগুলোর অনুরূপ প্রশস্ত হচ্ছে জান্নাত /

এখন এই আয়াত গুলোতে কি বুঝানো হয়েছে সেটা জানার জন্য আয়াতগুলোতে উল্লেখিত সপ্ত আকাশ সম্পর্কে কোরআনে কি বলা হয়েছে সেটা আগে জানতে হবে /
আসুন দেখি কোরআনে আকাশ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে /
০২:২২ অনুযায়ী
আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা করেছেন আর আকাশকে ছাদ বা চাদোয়া স্বরূপ /
১৩:০২ অনুযায়ী
আল্লাহ উর্ধদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতিত মানুষ সেটা দেখে /
১৫:১৪ অনুযায়ী
যদি আল্লাহ আকাশের দুয়ার খুলেও দেন এবং তাতে ওরা (অবিশ্বাসীরা) দিনভর আরোহন করতে থাকে; (তবুও ওরা বলবে আমাদের দৃষ্টির বিভ্রম করা হয়েছে , আমরা জাদুগ্রস্থ হয়েছি) /
১৭:৯২ অনুযায়ী

অথবা তুমি যেমন বল তেমনি ভাবে আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের মাথার উপর ফেলবে !
১৯:৯০ অনুযায়ী
(তাদের কথা শুনে) আকাশসমূহ বিদীর্ণ বা ফেটে পরার উপক্রম হয়ে যাবে ;
২১: ৩২ অনুযায়ী
আল্লাহ আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছেন /
২১:১০৪ অনুযায়ী
কেয়ামতের দিন আল্লাহ আকাশ কে গুটিয়ে নেবেন যেভাবে গুটানো হয় লিখিত কাগজ-পত্র / তিনি আবার তৈরী করবেন আগের মত করে /
২২:৬৫ অনুযায়ী
আল্লাহ আকাশকে স্থির রাখেন যেন এটি তার আদেশ ছাড়া ভূমিতে না পরে যায় /
৩৪:০৯ অনুযায়ী
(আল্লাহ ইচ্ছা করলে) আকাশের কোনো খন্ড বা অংশকে তাদের (মানুষের) উপর ফেলে দেবেন /
৩৯:৬৭ অনুযায়ী
কেয়ামতের দিন পৃথিবী থাকবে আল্লাহর হাতের মুঠোয় আর আকাশসমূহ থাকবে তার ডান হাতে ভাজ করা অবস্থায় বা গুটিয়ে নেওয়া অবস্থায় /
৪২:০৫ অনুযায়ী
আকাশসমূহ উপর থেকে ফেটে পরার উপক্রম হয় আর ফেরেস্তারা আল্লাহর প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে /
৫০:০৬ অনুযায়ী
মানুষ কি তাদের উপরের আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে না আল্লাহ কিভাবে তা তৈরী করেছেন এবং সুশোভিত করেছেন ? তাতে কোনো (সূক্ষ্ম) ফাটলও নেই /
৫২:০৯ অনুযায়ী

কেয়ামতের দিন আকাশ কম্পিত হবে বা দুলিত হবে অথবা আলোড়িত হবে /
৫২:৪৪ অনুযায়ী
যদি অবিশ্বাসীরা আকাশের কোন খন্ডকে পতিত হতে দেখে তবে বলে "এটাতো পুঞ্জিভূত মেঘ " /
৫৫:৩৭ অনুযায়ী
যেদিন (কেয়ামতের দিন) আকাশ বিদীর্ণ (ভেঙ্গে) হয়ে যাবে সেটি লাল চামড়ার মত রক্তবর্ণ ধারণ করবে /
৬৫:১২ অনুযায়ী
আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমানে /
৬৭:০৩ অনুযায়ী
আল্লাহ সপ্ত আকাশ (সাত আকাশ) স্তরে স্তরে (অর্থাত একটার উপর আরেকটা) সৃষ্টি করেছেন / আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো খুত বা অসামঞ্জস্য দেখা যাবে না / আবার তাকিয়ে ভালো ভাবে দেখলেও কোনো ত্রুটি বা ফাটল পাওয়া যাবে না /
৬৯: ১৬ ও ১৭ অনুযায়ী
কেয়ামতের দিন আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ বা বিদীর্ণ হবে এবং সেটি বিক্ষিপ্ত হবে বা ভঙ্গুর হয়ে যাবে /
আর ফেরেস্তারা এর (আকাশের) প্রান্তগুলোতে থাকবে / আর আটজন ফেরেস্তা আল্লাহর আরশ বহন করবে /
৭০:০৮ অনুযায়ী
সেদিন (কেয়ামতের দিন) আকাশ হয়ে যাবে গলিত তামার বা পিতলের অথবা রুপার মত /
৭১:১৫ অনুযায়ী
মানুষ কি লক্ষ করেনা, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে (একটার উপর আরেকটা) সৃষ্টি করেছেন ?
৭৭:০৯ অনুযায়ী
যখন (কেয়ামতের দিন) আকাশ বিদীর্ণ হবে বা ভেঙ্গে পড়বে অথবা ফেড়ে যাবে /
৭৮:১২ অনুযায়ী

আল্লাহ মানুষের মাথার উপর (উর্ধে) সৃষ্টি করেছেন সুদৃঢ় (শক্ত) বা মজবুত সাত আকাশ /
৭৮:১৯ অনুযায়ী
(কেয়ামতের দিন) আকাশকে বিদীর্ণ করা হবে (ভেঙ্গে ফেলা হবে), তাতে ওটা হবে বহু দরজা বিশিষ্ট /

উপরের আয়াত গুলো ভালো ভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে এখানে বলা হয়েছে পৃথিবীর উপর আকাশ স্থাপিত হয়েছে ছাদ হিসেবে / যেমন ঘরের ছাদ থাকে সেভাবেই আকাশকে সৃষ্টি করা হয়েছে / এবং সাতটা আকাশ একটার উপর আরেকটা এভাবে স্তরে স্তরে স্থাপন করা হয়েছে /
এবং এই আকাশগুলোকে শক্ত কঠিন করে তৈরী করা হয়েছে / এগুলো এমন কঠিন ছাদের মত যে এগুলো যেকোনো সময়ে ভেঙ্গে যেতে পারে / যখন এগুলো ভেঙ্গে পরার উপক্রম হয় তখন ফেরেস্তারা আল্লাহর গুনগান গায় এবং মানুষের পক্ষ থেকে ক্ষমা চায় / আর তাই আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে না / আবার এই মজবুত শক্ত আকাশ কেয়ামতের দিন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে / আবার আল্লাহ এত ভালো করে মজবুত শক্ত আকাশ তৈরী করেছেন যে আকাশে কোনো ফাটল বা ছিদ্রও নেই / আল্লাহ চাইলে আকাশের কোনো টুকরো মাটিতে ফেলে দিতে পারেন / কিন্তু মহান আল্লাহ সেটা কখনো করেন না / আবার এই মজবুত-শক্ত আকাশটা কেয়ামতের দিন গলিত তামা, রুপা অথবা পিতলের মত হয়ে যাবে / এবং আকাশ ভেঙ্গে যেয়ে সেখানে বহু দরজা সৃষ্টি করা হবে /
তাহলে উপরের আয়াত গুলো অনুযায়ী, আকাশকে সম্পূর্ণ রুপে শক্ত কোনো পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে / আর পৃথিবীর উপরে আকাশকে ছাদের মত করে স্থাপন করা হয়েছে এবং এগুলোকে একটার উপর একটা এভাবে স্তরে স্তরে সাতটা আকাশ স্থাপন করা হয়েছে পৃথিবীর উপর /

এখন আপনারাই বলুন এরকম কোনো আকাশ কি গোলক আকার পৃথিবীতে থাকা সম্ভব !
বিজ্ঞানীরা বলেন যে আকাশ বলে কিছু নেই / আমাদের বায়ুমন্ডলে সূর্যের আলো প্রবেশ করার সময় নিল আলো বেশি বিক্ষিপ্ত হয় বলে সেখানে নীল দেখা যায় / আর এটাকেই আকাশের মত দেখায় যেটা ছাদের মত দেখতে / সেটা কোনো কঠিন শক্ত মজবুত নয় বরং সেটা বায়বীয় বা গ্যাসের তৈরী বায়ুমন্ডল / এটা কেপে উঠে না, ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয় না এবং এটা কোনো কঠিন ধাতুর (তামা বা রুপা) মত হবার যুগ্য নয় / তাই কোরানের এই আয়াত গুলোতে বায়ুমন্ডলের আকাশের কোথা বলা হয়নি / বরং এখানে শক্ত মজবুত এবং কোনো কঠিন পদার্থের তৈরী ঘরের ছাদের মত আকাশের কথা বলা হয়েছে / যেটা আমাদের গোলক আকার পৃথিবীতে নেই / প্রকৃত পক্ষে এটা রুপ কথার আকাশের কথা বলা হয়েছে / যে আকাশ সমতল পৃথিবীর উপর কঠিন পদার্থের তৈরী ছাদের মত করে স্থাপিত হয়েছে / এবং এটি যেকোনো সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে পৃথিবীর উপর / কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এটি স্থির হয়ে আছে /
আবার সর্বনিম্ন আকাশটির উপরে আরেকটা আকাশ স্থাপিত হয়েছে এবং সেটার উপর আবার আরেকটা আকাশ স্থাপিত হয়েছে / আর এভাবেই একটার উপর আরেকটা এভাবে সাতটা আকাশ স্তরে স্তরে স্থাপন করা হয়েছে /

আপনারা নিশ্চয় কোরানের বর্ণনা মত আকাশের গঠন বুঝতে পেরেছেন ?
এখন মূল আলোচনায় চলে যাব !

আয়াতগুলো আবার পর্যালোচনা করি
০৩:১৩৩ অনুযায়ী

মুসলমানরা আল্লাহর ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে অগ্রসর হয় যার পরিমান বা প্রসারতা বা বিস্তার আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অনুরূপ বা সমান /
তাহলে জান্নাত হচ্ছে সমতল পৃথিবী যেরকম বা যতটুকু বিস্তৃত বা প্রসারিত এবং এর উপর স্থাপিত সাত আকাশ যেরকম বা যেটুকু বিস্তৃত বা প্রসারিত ঠিক সেরকম বা ততটুকু বিস্তৃত বা প্রসারিত হচ্ছে জান্নাত /
তাহলে জান্নাত হচ্ছে পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমান বা অনুরূপ বিস্তৃত বা প্রসারিত / অর্থাত সমতল পৃথিবী ও এর উপর মজবুত শক্ত সাত আকাশ যেরকম বিস্তৃত বা প্রসারিত ঠিক সেরকম বা তার সমান বিস্তৃত বা প্রসারিত /

কিন্তু গোলাকার পৃথিবীর বিস্তৃতির বা প্রসারতার সমান আকাশ সম্ভব নয় / কারণ গোলক আকার পৃথিবীর ছাদ কল্পনা করা যায় না / আর কোরানে যেরকম শক্ত কঠিন পদার্থের ছাদের কথা বলা হয়েছে সেটি যদি থাকতো তবে এটি গোলক আকার পৃথিবীকে মুড়ে দিত চারপাশ থেকে / আর যদি এভাবে আকাশ পৃথিবীকে মুড়ে দিত তবে তাকে ঘরের ছাদের মত বলা হত না / এখানে ছাদ বলা হয়েছে কারণ পৃথিবীকে সমতল কল্পনা করা হয়েছে / আর এর উপর স্তরে স্তরে সাতটা আকাশের কথা বলা হয়েছে / সেটা সমতল পৃথিবীকেই নির্দেশ করে যে, পৃথিবী সমতল এবং এর উপর আকাশসমূহকে মজবুত-শক্ত করে তৈরী করা হয়েছে ঘরের ছাদের মত করে / আর এভাবে একটার উপর আরেকটা করে সাতটা আকাশ তৈরী করা হয়েছে / সুতরাং একটা সমতল ভূমি যেটা হলো পৃথিবী এবং এর উপর ছাদের মত করে তৈরী মজবুত সপ্ত আকাশ তৈরী করা হয়েছে স্তরে স্তরে একটার উপর আরেকটা এরকম করে /
তাহলে এভাবে সমতল পৃথিবী ও আকাশসমূহ যেরকম বা যেটুকু বিস্তৃত বা প্রসারিত ঠিক সেটুকু বা সেরকম বিস্তৃত বা প্রসারিতই হচ্ছে জান্নাত /

কিন্তু এই অবস্থাটা গোলক আকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয় /
কারণ গোলক আকার পৃথিবীর উপরে যদি আকাশ স্থাপন করা হয় তবে সেই আকাশগুলোও গোলক আকার হবে / আর এতে একটার উপর একটা স্তরে স্তরে স্থাপিত গোলকাকার আকাশের কারণে এর আয়তন যেত অনেক বেড়ে / তখন আর পৃথিবী ও আকাশসুমহের অনুরূপ বিস্তৃতির বা প্রসারতার জান্নাত হওয়া সম্ভব হত না /
আর এভাবে একটার উপর আরেকটা এভাবে গোলকাকার আকাশ থাকাও সম্ভব নয় /
কারণ সমতল পৃথিবীর উপর যদি আকাশগুলো স্তরে স্তরে স্থাপন করা হয় তবে এভাবে সাতটা আকাশ তৈরী করলেও এদের বিস্তৃতি হবে পৃথিবীর বিস্তৃতির অনুরূপ /
যেমন সমতল মেঝের উপর ঘরের ছাদ তৈরী করলে সেই ছাদের বিস্তৃত হয় সেই মেঝের অনুরূপ / আবার যদি এর ছাদের উপর একটার উপর আরেকটা এভাবে স্তরে স্তরে সাতটা ছাদ তৈরী করা হয় তবুও সেই ছাদগুলোর বিস্তৃত একই থাকবে / কারণ সেই ছাদগুলো শুধু উপরের দিকে উঠতে থাকবে কিন্তু এদের বিস্তৃতি বা প্রসারতা একই রকম থাকবে অর্থাত মেঝের অনুরূপ থাকবে / আর তাই সমতল পৃথিবীর উপরই এভাবে স্তরে স্তরে সাতটা আকাশ থাকা সম্ভব যেটা গোলকাকার পৃথিবীতে সম্ভব নয় /
আর তাই এখানে গোলকাকার পৃথিবীর কথা বলা হয়নি / বরং এখানে সমতল পৃথিবী এবং এর উপর স্তরে স্তরে স্থাপিত সাত আকাশের কথা বলা হয়েছে / আর এভাবে স্তরে স্তরে স্থাপিত আকাশসমূহ সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব / এবং এ অয়াতে বলা হয়েছে, সমতল পৃথিবী ও এর উপর স্থাপিত আকাশসমূহ যতটুকু বিস্তৃত বা প্রসারিত ঠিক সেরকম বিস্তৃত বা প্রসারিত হচ্ছে জান্নাত / এটা গোলক আকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয় /
আর তাই এ আয়াত অনুযায়ী পৃথিবী সমতল /

আবার
৬৫:১২ অনুযায়ী

আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও অনুরূপভাবে, এগুলোর মধ্যে নেমে আসে আল্লাহর আদেশ আর তাতেই মানুষ জানতে পারে আল্লাহ সর্বশক্তিময়তা /

এখানে বলা হয়েছে যে সাত আকাশের অনুরূপভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে / তাহলে এখানে কি বলা হয়েছে যে সাত আকাশের মত করেই সাত পৃথিবী তৈরী করা হয়েছে ! কিন্তু সেটাতো সম্ভব নয় / কারণ কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই যে আল্লাহ সাত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন / কিন্তু অনেক জায়গাতেই সাত আকাশের কথা বলা হয়েছে / কিন্তু কোথাও বলা হয়নি সাতটা পৃথিবীর কথা / তাই এখানে সাত পৃথিবী হবে না এখানে সাত আকাশের অনুরূপ কথাটার মানে হবে সাত আকাশের সমান বিস্তৃতির পৃথিবী / অর্থাত আকাশের বিস্তৃতি বা প্রসারতা যেমন সেরকম পৃথিবীর বিস্তৃতি বা প্রসারতা / অর্থাত সমতল পৃথিবীর বিস্তৃতি সাত আকাশের বিস্তৃতির বা প্রসারতার অনুরূপ / আর ০৩:১৩৩ নাম্বার এবং ৫৭:২১ নাম্বার আয়াতেও বলা হয়েছে যে পৃথিবী ও আকাশসমূহের বিস্তৃতির বা প্রসারতার অনুরূপ হচ্ছে জান্নাত / অর্থাত পৃথিবী ও আকাশসমূহ যেরকম বিস্তৃত বা প্রসারিত ঠিক সেরকম প্রসারিত হচ্ছে জান্নাত / তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবী ও আকাশসমূহ অনুরূপ বিস্তৃতির বা প্রসারতার /
আর এই আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে যে আকাশসমূহের অনুরূপভাবে পৃথিবীকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করা হয়েছে / এই আয়াতের এই অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ করা যায়না / কারণ কোরানের কোথাও বলা হয়নি সাত পৃথিবীর কথা / সবজায়গায় বলা হয়েছে এক পৃথিবীর কথা / এবং সব সময় বলা হয়েছে পৃথিবীকে বিছানার মত করে সৃষ্টি করা হয়েছে / এবং সব সময় এক পৃথিবীর কথাই ইংগিত করা হয়েছে / কিন্তু কখনই একাধিক পৃথিবীর কথা বলা হয়নি / আর তাই এই আয়াতের সঠিক অর্থ হবে আকাশের অনুরূপ বিস্তৃত বা প্রসারিত পৃথিবী /

আর সাত আকাশের অনুরূপ বিস্তৃতির বা প্রসারণের পৃথিবী কেবল সমতল হতে পারে / গোলক আকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে কখনই এর উপর স্থাপিত সাত গোলক আকারের আকাশের অনুরূপ বা সমান আকৃতির পৃথিবী হওয়া সম্ভব নয় / তখন আকাশের বিস্তৃতি পৃথিবীর থেকে লক্ষগুন বেশি হতো / আর এরকম আকৃতির আকাশ হলে এটি গোলকাকার পৃথিবীর উপর ছাদ হিসেবে থাকা সম্ভব নয় / আর তাই আকাশ ও পৃথিবীর অনুরূপ আকৃতির জান্নাত হওয়াও সম্ভব নয় / কারণ তখন পৃথিবীর বিস্তৃতি ও আকাশের বিস্তৃতি হতো ভিন্ন /

কিন্তু সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে এটা সম্ভব / কারণ সমতল পৃথিবীর উপর ছাদ আকৃতির আকাশ স্থাপন করলেও এর বিস্তৃতি বা প্রসারতা একই থাকবে / অর্থাত সমতল পৃথিবীর উপর যদি ছাদের মত করে আকাশকে স্থাপন করা হয় একটার উপর আরেকটা এভাবে স্তরে স্তরে তবুও এটির বিস্তৃতি সমান বা অনুরূপ থাকবে / কারণ তখন আকাশসমূহ শুধু উপরের দিকে জায়গা নিবে কিন্তু এদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান থাকবে এবং এটি পৃথিবী যতটুকু বিস্তৃত হয়েছে তার সমান বা অনুরূপ বিস্তৃত বা প্রসারিত হবে / অর্থাত আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি বা প্রসারতা অনুরূপ থাকবে / তাহলে এই আয়াত অনুযায়ী বর্ণিত আকাশসমূহের অনুরূপে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই কথাটা ঠিক থাকবে / তখন পৃথিবী হবে সমতল /

অর্থাত এই আয়াতে সমতল পৃথিবীর কথাই বলা হয়েছে / কিন্তু গোলক আকার পৃথিবীতে সাত আকাশ ও অনুরূপ পৃথিবী সম্ভব নয় / সমতল পৃথিবীতে সাত আকাশ ও অনুরূপ পৃথিবী সম্ভব / আর তাই এই আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে পৃথিবী সমতল /

৫৭:২১ অনুযায়ী

মুসলিমরা অগ্রে ধাবিত হয় আল্লাহর ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তার বা প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি বা প্রসারতার মত /

এখানে বলা হয়েছে জান্নাতের বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর অনুরূপ / অর্থাত আকাশ যেমন বিস্তৃত বা প্রসারিত এবং পৃথিবী যেমন বিস্তৃত বা প্রসারিত ঠিক তেমনি জান্নাত বিস্তৃত বা প্রসারিত /

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি বা প্রসারতা অনুরূপ এবং তাদের অনুরূপ বিস্তৃতি বা প্রসারতা জান্নাতের / প্রক্ষান্তরে আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি বা প্রসারতা অনুরূপ / আর এই অনুরূপ বিস্তৃত বা প্রসারিত আকাশ ও পৃথিবী কেবল সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্ভব / এটা গোলকাকার পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয় / কারণ গোলক আকার পৃথিবীর চারপাশের উপর স্থাপিত মজবুত-শক্ত আকাশের বিস্তৃতি বা প্রসারতা হবে বহুগুন বেশি / আর তাই আকাশের অনুরূপ বিস্তৃতির পৃথিবী সম্ভব হবে না / এবং সেজন্য আকাশ ও পৃথিবীর অনুরূপ বিস্তৃতির জান্নাতও সম্ভব হবে না /

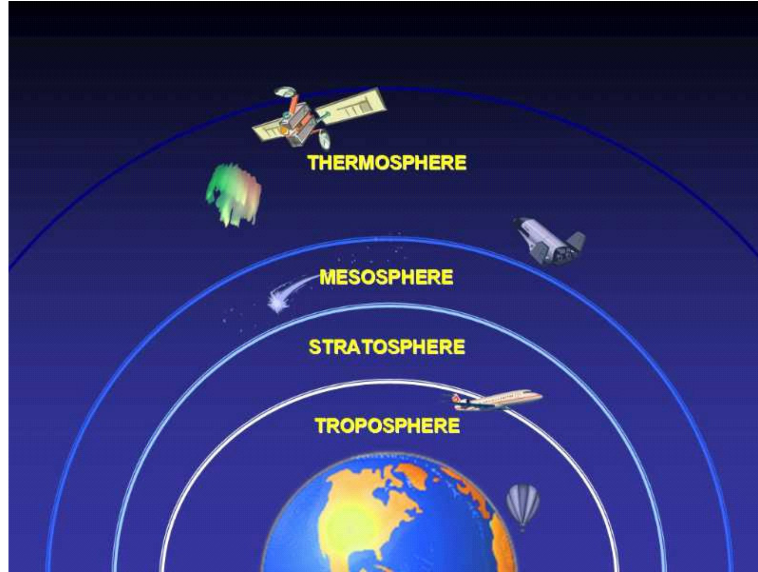
আর তাই এই আয়াতে গোলকাকার পৃথিবীর কথা বলা হয় নি / এখানে সমতল পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে / কারণ সমতল পৃথিবীর উপর ছাদের মত আকাশের বিস্তৃতিও বা প্রসারটাও একই হবে / যেমন সমতল মেঝের সমান বিস্তৃতি বা প্রসারতার অনুরূপ বিস্তৃতি বা প্রসারতা হয় ছাদের / আর তাই এই আয়াতে সমতল পৃথিবী ও ছাদ আকারের আকাশের অনুরূপ বিস্তৃতির বা প্রসারতার জান্নাতের কথা বলা হয়েছে /

সুতরাং এই আয়াত অনুযায়ী পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপে সমতল / অর্থাত পৃথিবী সমতল / (প্রমানিত)

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক মুসলমান সুরা আত্ব-তালাক-এর ১২ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে যে সাত আকাশের অনুরূপে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে বলতে এখানে বায়ুমন্ডলের সাতটি স্তরকে সাত আকাশ বলা হয় এবং অনুরূপ ভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ সাতটি লেয়ারকে বুঝানো হয়েছে / তাদের মতে সাত আকাশ হচ্ছে বায়ুমন্ডলের সাতটি স্তর এবং তেমনি ভাবে পৃথিবীর সাতটি লেয়ার / এবং তারা দাবি করে যে বায়ুমন্ডলের স্তর হচ্ছে সাতটি / তেমনিভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরও সাতটি লেয়ারে বিভক্ত /

আসুন সেখি তাদের দাবির সত্যতা প্রমান করে দেখি যে তাদের দাবি কতটুকু সত্য !
বিজ্ঞানীরা বলেন যে আমাদের বায়ুমন্ডলের স্তর পাচটি / আর সেগুলো হলো - ১. Exosphere ২. Thermospher ৩. Mesosphere ৪. Stratosphere এবং ৫. Troposphere /
সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বায়ুমন্ডলের মূল স্তর পাচটি কিন্তু সাতটি নয় /
আবার তেমনি ভাবে পৃথিবীর লেয়ার হচ্ছে চারটি / সেগুলো হলো - ১. Crust ২. Mantle ৩. Outer Core ৪. Inner Core /
তারপর তাদের দাবি বায়ুমন্ডলের সাতটি স্তর হচ্ছে সাত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমানে অর্থাত পৃথিবীর লেয়ার সাতটি / এরপর মুসলমানরা তাদের প্রমান হিসেবে একটু কৌশলের আশ্রয় নেয় / আর সেটা হচ্ছে , তারা বায়ুমন্ডলের পাচটা স্তরের মধ্যে দুটো স্তর অর্থাত Thermosphere-এর উপ-স্তর Ionosphere এবং Stratosphere -এর উপ-স্তর Ozonelayer এই দুটি উপ-স্তর, মূল স্তর গুলোর সাথে যুগ করে গুজামিল দিয়ে সাতটি স্তর বানিয়ে দেখায় যে বায়ুমন্ডলের স্বর সাতটি / কিন্তু কথাটি ভুল এবং মিথ্যাও / কারণ বায়ুমন্ডলের মূল স্তর হচ্ছে পাচটি /

যদি উপ-স্তর গুলো যুগ করে গণনা করা হয় তবে বায়ুমন্ডলের স্তর হবে আরো অনেক বেশি /
যেমন আরো কিছু স্তর হচ্ছে Homosphere, Heterosphere এবং planetary boundary layer / তাহলে এগুলো সহ মোট বায়ুমন্ডলের স্তর হবে দশটি / তাহলে সেই দাবি পুরোপুরি মিথ্যা হয়ে যায় যে বায়ুমন্ডলের স্তর সাতটি / সত্যি কথা হচ্ছে যে বায়ুমন্ডলের মূল স্তর পাচটি এবং এগুলো আবার বিভক্ত হয়ে গেছে বিভিন্ন উপস্তরে / যেমন - Thermosphere বিভক্ত হয়েছে Thermosphere, Thermopause এবং Ionosphere-এ /
আবার Mesosphere বিভক্ত হয়েছে Mesopause, Mesosphere-এ
Stratosphere বিভক্ত হয়েছে stratopause, Stratosphere এবং Ozone layer-এ
Troposphere বিভক্ত হয়েছে Tropopause, Troposphere এবং planetary boundary layer-এ /
এছাড়াও আরো দুটি স্তর হলো Homosphere এবং Heterosphere /

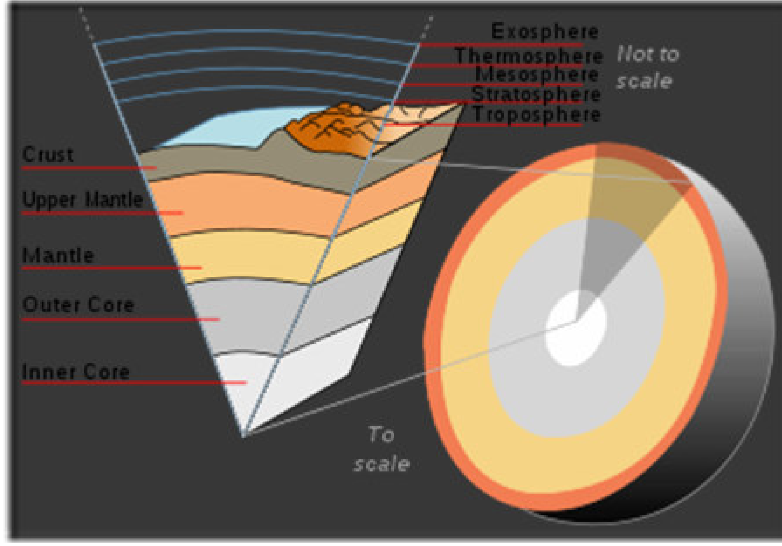


আর তাই বায়ুমন্ডলের স্তর সাতটি এই কথাটা পুরোপুরি ভুল ও মিথ্যা / বিজ্ঞানীরা বায়ুমন্ডল কে পাচটি স্তরেই বিভক্ত করেছেন / আর যেসব অতিরিক্ত স্তর আছে সেগুলো এই পাচটি স্তরের উপ-স্তর / আর উপ-স্তর সহ বায়ুমন্ডলের স্তরের সংখ্যা সাতটার অনেক বেশি /
তাই বায়ুমন্ডলের সাতটি স্তরকে সাত আকাশ বলা হয়েছে এই কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল /

একই ভাবে পৃথিবীর ভু-অভ্যন্তর গঠিত হয়েছে চারটি মূল লেয়ার-এ / crust, mantle, outer core,এবং inner core /
আবার এগুলোকে Mechanically পাচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে / আর সেগুলো হলো - lithosphere, asthenosphere, mesospheric mantle, outer core, এবং inner core /
এগুলোকে আবার Chemically পাচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে / যেমন - crust, upper mantle, lower mantle, outer core এবং inner core /

কিন্তু মুসলমানরা সাতটা পৃথিবীর সাথে পৃথিবীর ভু-অভ্যন্তরের লেয়ার গুলোকে মিলাতে এই চারটা layer -এর sublayer গুলো নিয়ে সাতটা মিল করে দেখায় / যেমন - Crust, lithosphere , Upper Mantle , Asthenosphere , Lower Mantle , Outer Core এবং Inner Core /
কিন্তু তারা যেভাবে সাতটা layer মিলিয়ে দেখায় যেমন Maltol -এর sublayer গুলোকে (যেমন - lithosphere , Upper Mantle , Asthenosphere , Lower Mantle) দেখায় তাতে layer -গুলোর সংখা সাতটা হয় কিন্তু এর মধ্যে ফাকি থেকে যায় অনেক / যেমল Mantle

কে তারা চারটিভাগে ভাগ করে দেখাচ্ছে কিন্তু এভাবে সবগুলো layer -এর sublayer গুলো দেখালে মোট লেয়ার হবে অনেক বেশি / যেমন - Upper Crust , Lower Crust , Upper Most Mantle (Lithosphere), Asthenosphere , Upper Mantle , Transitional Zone , Lower Mantle , D-Layer , Outer Core , Liquid Solid boundary , এবং Inner Core /
তাহলে এবার গুনে দেখুন কয়টা লেয়ার হলো সব মিলিয়ে / কিন্তু তারা এই sublayer গুলো বাদ দিয়ে শুধু সুবিধামত লেয়ার নিয়ে সাতটা মিল করে দেখায় / কিন্তু sub-layer সবগুলো মিলিয়ে সাতটার অনেক বেশি / অর্থাত কখনই সাতটা লেয়ার পৃথিবী গঠন করে নি / মূল লেয়ার চারটা আর সবগুলো লেয়ার মিলিয়ে সাতটার বেশি / কিন্তু কখনই সাতটা নয় /
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবী চারটি মূল লেয়ার নিয়ে গঠিত এবং এগুলোকে বড়জোর পাচ বা ছয় ভাগে ভাগ করা যায় / আবার sublayer গুলো সহ সাত লেয়ার-এর বেশি হয় / আর তাই আকাশ সাতটা এবং পৃথিবীও সাত layer -এ বিভক্ত এই কথাটা ঠিক নয় /
বায়ুমন্ডল যেমন সাত স্তরে বিভক্ত নয় তেমনি ভু-মন্ডলও সাত ভাগে বিভক্ত নয় / আর তাই সাত আকাশের অনুরূপ সাত পৃথিবী এই কথাটাও সত্যি নয় /
তাই এখানে সাত আকাশ বলতে বায়ুমন্ডলকে বোঝানো হয়নি / আর সাত পৃথিবীও সম্ভব নয় /
কোরআনের উক্ত আয়াতগুলো অনুযায়ী পৃথিবী সমতল / আর এই সমতল পৃথিবীর উপর স্থাপির ছাদের মত মজবুত-শক্ত আকাশসমূহ /
সুতরাং পৃথিবী সমতল /



চিত্র :- পৃথিবীর মূল লেয়ার পাচটি / সাতটি নয় /

এত প্রমান দেবার পরেও যে সকল মুসলমান ভাইয়েরা বলতেই থাকবেন যে, না; সাত আকাশ বায়ুমন্ডলের সাত স্তরকেই বলা হয়েছে আর পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তরও বা লেয়ারও সাতটা; তাদেরকে (যারা যুক্তির ধার ধারে না) তাদের জন্য তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি কোরান থেকেই প্রমান দিচ্ছি যে এখানে বায়ুমন্ডলের স্তরকে সাত আকাশ বলা হয়নি / বরং সাত আকাশ বলতে সমতল পৃথিবীর উপর স্থাপিত মজবুত শক্ত আকাশকে বোঝানো হয়েছে /

৩৭:০৬ অনুযায়ী
আল্লাহ নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছেন /

৬৭:০৫ অনুযায়ী
আল্লাহ সর্বনিম্ন আকাশকে সুশোভিত করেছেন প্রদীপমালা (তারকারাজি) দ্বারা এবং ওগুলো শয়তানদের জন্যে ক্ষেপনাস্ত্র স্বরূপ /
৪১:১২ অনুযায়ী
আল্লাহ নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছেন এবং সুরক্ষিত করেছেন /

এই আয়াতগুলো দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহ নিকটবর্তী অর্থাত সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা বা তারকারাজি দিয়ে সুশোভিত করেছেন /
অর্থাত আল্লাহ প্রদীপমালা তথা তারকারাজি স্থাপন করেছেন সর্ব নিম্ন আকাশে / কিন্তু আমরা জানি যে সর্ব নিম্ন আকাশে নক্ষত্র গুলো নেই / বায়ুমন্ডলের বাইরে গেলেও তারকাগুলো একই রকম দেখায় / সুতরাং একথা স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা গুলো বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাত Troposphere -এ স্থাপিত হয়নি / তাহলে কি কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়না !
সুতরাং এখানে নিকটবর্তী আকাশ বলতে সর্বনিম্ন বায়ুস্তর নয় / বরং এটা অন্য এক আকাশ যেটা সমতল পৃথিবীর উপর ছাদের মত স্থাপিত আছে / সুতরাং সাত আকাশ মানে বায়ুমন্ডলের সাতটি স্তর কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল /
আর তাই কোরানের ওই আয়াতগুলো দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহ সমতল পৃথিবীর উপর ছাদ হিসেবে মুজবুত শক্ত আকাশ তৈরী করেছেন / আর এই আকাশগুলোর বিস্তৃতি পৃথিবীর বিস্তৃতির অনুরূপ / এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির অনুরূপ হচ্ছে জান্নাত / এই কথাটাই ওই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে /
আর এই মতে পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপে সমতল / কারণ গুলাকার পৃথিবীর উপর সাত আকাশ স্তাপন করা সম্ভব নয় যেটার বিস্তৃতি হবে গুলোকাকার পৃথিবীর সমান / কিন্তু সমতল পৃথিবীর উপর

স্তরে স্তরে সাত আকাশ স্থাপন করলেও এদের বিস্তৃতি অনুরূপ হবে / কারণ সমতল ভূমিতে স্তরে স্তরে সাতটা ছাদ হতে পারে যেগুলোর বিস্তৃতি হবে ওই সমতল মেঝের অনুরুপ /
সুতরাং এই আয়াত গুলো অনুযায়ী পৃথিবী সম্পূর্ণ ভাবে সমতল /

এতক্ষন কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে প্রমান করে দিলাম যে কোরআনে পৃথিবীর আকার সমতল অর্থাত কোরআনে সমতল পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে / অর্থাত কোরানের বর্ণনায় পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে সমতল /

যদি তারপরও কোন মুসলমান বলে যে না আমি আপনার কথা মানব না / কোরআন কখনই পৃথিবীকে সমতল বলেনি ! তবে সেই অন্ধবিশ্বাসী মুসলমান ভাইটিকে বোঝানোর জন্য আমি একটা আয়াতের উল্লেখ করব যেটা দিয়ে তাকে বোঝানো সম্ভব হবে যে কোরআনে পৃথিবীকে স্পষ্টভাবেই সমতল বুঝিয়েছে / আর আয়াতটি হলো :

(৫৫) সুরা আর রহমান; আয়াত ৩৩ :

"হে জ্বীন ও মানবকুল; নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় তবে অতিক্রম কর / কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতিত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না /"

(৫৫) সুরা আর রহমান; আয়াত ৩৩ :

"হে জ্বিন ও মানুষ জাতি ! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা হতে যদি তোমরা বের হতে পার, তবে বের হয়ে যাও; কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতিরেকে (আর সে শক্তি তোমাদের নেই) /" (প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান)

(৫৫) সুরা আর রহমান; আয়াত ৩৩ :

"হে জিন ও মানুষের সমবেতগোষ্ঠী ! যদি তোমরা মহাকাশ-মন্ডল ও পৃথিবীর সীমারেখা থেকে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখ তাহলে বেরিয়ে যাও / তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না নির্দেশ ব্যতীত /"   (ড: জহুরুল হক)

SURA 55. Rahman
33. O ye assembly of Jinns and men! If it be ye can pass beyond the zones of the heavens and the earth, pass ye! not without authority shall ye be able to pass!
(Translated by Abdullah Yusuf Ali)

SURA 55. AR-RAHMAN
33. O company of jinn and men, if ye have power to penetrate [all] regions of the heavens and the earth, then penetrate [them]! Ye will never penetrate them save with [Our] sanction. (Translation by Mohammad Marmaduke Pickthal)

SURA 55. Rahman
33. O company of jinn and mankind, if you are able to pass beyond the regions of the heavens and the earth, then pass. You will not pass except by authority [from Allah].
(Translated by Saheeh International)

এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ মানবজাতি ও জ্বিনকে বলছেন যে তারা যদি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রান্ত বা সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে বা এর সীমা থেকে বের হয়ে যেতে পারে তবে যেন অতিক্রম করে বা বের হয়ে যায় ! কিন্তু (আল্লাহর) অনুমতি

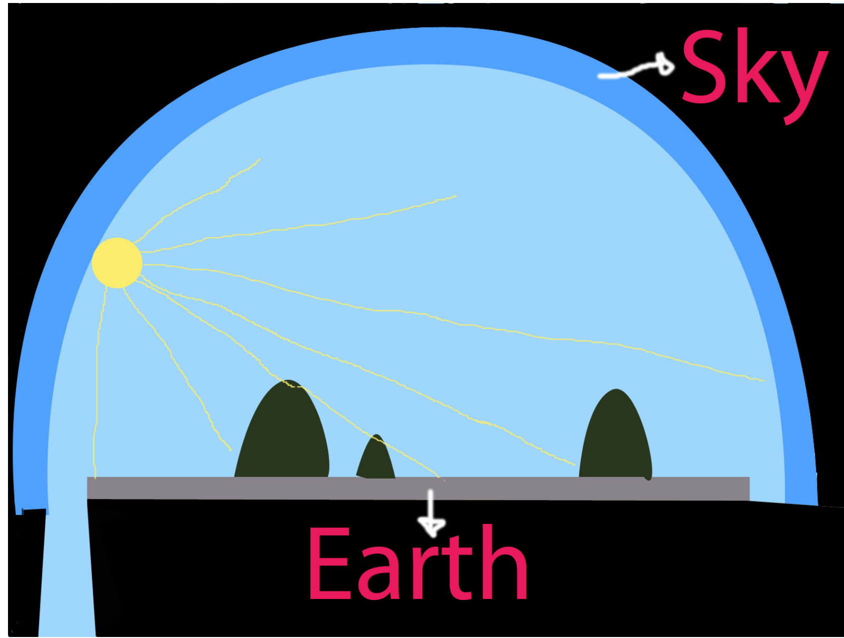
ব্যতীত বা নির্দেশ ছাড়া অথবা ছাড়পত্র ব্যতীত তা তারা (মানুষ ও জ্বিন) পারবে না /

অর্থাত আল্লাহ বলেছেন মানুষ ও জ্বিনরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রান্ত বা সীমানা অতিক্রম করতে পারলে যেন অতিক্রম করে / কিন্তু তারা তা পারবে না আল্লাহ অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া / লক্ষ করুন বলা হচ্ছে যে মানুষ ও জ্বিন কারোরই আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত বা সীমানা অতিক্রম করার ক্ষমতা বা সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ হুকুম বা অনুমতি ছাড়া / অর্থাত মানুষ ও জ্বিন (জ্বিন আবার কি !) কখনই পৃথিবী ও আকাশসমূহের প্রান্ত বা সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না /

এখন কথা হচ্ছে জ্বিন যেটার কোনো অস্তিত্ব নেই এবং মানুষের সাধ্যে বা ক্ষমতায় কখনো আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করা সম্ভব নয় / একমাত্র আল্লাহর অনুমতি ছাড়া / এখানে আল্লাহর অনুমতি হবে মৃত্যু / অর্থাত মৃত্যু ব্যতীত আকাশের সীমানা অতিক্রম করা যাবে না / অথবা আল্লাহর যদি বিশেষ কোনো ছাড়পত্র বা আদেশ বর্তিত না হয় তবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করা যাবে না /
তাহলে লক্ষ করুন বলা হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্তের বা সীমানার কথা / অর্থাত আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একটা প্রান্ত বা সীমানা আছে / আর সেই প্রান্ত বা সীমানা অতিক্রম করার ক্ষমতা বা সাধ্য মানুষের নেই /
আর এই প্রান্ত বা সীমানা কেবল সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব / এবং এর উপর স্থাপিত কঠিন শক্ত ও মজবুত আকাশসমূহের ক্ষেত্রেই সম্ভব / কারণ গোলকাকার পৃথিবীর প্রান্ত বা সীমানা বলে কিছু নেই / এর যেকোনো দিক থেকে চলতে থাকলে এটি বারবার গোলকাকার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকবে / কিন্তু এর কোনো সীমারেখা বা প্রান্ত থাকা সম্ভব নয় / কিন্তু এখানে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রান্তের বা সীমানার কথা বলা হয়েছে যেটা সম্পূর্ণ ভাবেই সমতল পৃথিবীর ইঙ্গিত দিচ্ছে / অর্থাত সমতল পৃথিবীর প্রান্ত বা

সীমারেখা বা সীমানা এবং এর উপর স্থাপিত আকাশসমূহের সীমানা কখনই অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় / একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমতিতে (মৃত্যু বা বিশেষ নির্দেশ) মানুষের পৃথিবী ও আকাশসমূহের সীমানা বা প্রান্ত অতিক্রম করা সম্ভব /

আর তাই পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপে সমতল / সমতল পৃথিবী এবং সমতল পৃথিবীর উপর স্থাপিত ছাদের মত মজবুত শক্ত আকাশসমূহ ছাড়া এদের প্রান্ত বা সীমানা কল্পনা করা যায়না / আর তাই এই প্রান্ত বা সীমানা অতিক্রম করা বা এর থেকে বিরিয়ে যাওয়ার কথাটা তখনই বলা যায় যদি পৃথিবী সমতল হয়ে থাকে / আর পৃথিবী সমতল দেখেই এর প্রান্ত বা সীমানা অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে /



চিত্র :- পৃথিবী এবং আকাশের প্রান্ত কোরান অনুযায়ী / আর তাই কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবী সমতল হলেই এর সীমানা থাকবে /

আর তাই এই আয়াত অনুযায়ী পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপে সমতল / অর্থাত কোরানের বর্ণনায় পৃথিবী সমতল / (প্রমানিত)

এখানে একটা কথা না বললেই নয় / আল্লাহ বলেছেন যে মানুষ ও জ্বীন কখনো পৃথিবী এবং আকাশের প্রান্ত অতিক্রম করতে পারবে না / একমাত্র আল্লাহর আদেশ পেলেই শুধু পৃথিবী এবং আকাশের প্রান্ত অতিক্রম করা যাবে /
কিন্তু মানুষ কয়েক দশক আগেই পৃথিবী এবং বায়ুমন্ডলের সীমানা অতিক্রম করে মহাকাশে, এমনকি চাদে পৌছে গেছে / অর্থাত আল্লাহ যে বলেছেন মানুষ কখনো পৃথিবী ও আকাশের সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না সেটা মানুষ পৃথিবী ও আকাশের সীমানা অতিক্রম করে দেখিয়ে দিয়েছে সম্পূর্ণ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিত / অর্থাত আল্লাহর দাবি মানুষ কখনো পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে পারবে না; সেই দাবিকে মিথ্যে প্রমান করে দিয়েছে / অর্থাত আল্লাহ মানুষের কাছে পরাজিত হয়েছেন /

কোরআনের বর্ণনায় সমতল পৃথিবী - ২য় খন্ড
(এম.কে.এ. আহমেদ) নিয়ে কিছু কথা /

কোরআনের বর্ণনায় সমতল পৃথিবী - ২য় খন্ড খুব শিগ্রই বের হবে / দ্বিতীয় খন্ডে থাকবে
১. সমতল পৃথিবীতে রাত দিন ,
২. সমতল পৃথিবী এবং সূর্য , চন্দ্র এবং তারকারাজি /

কোরআনের বর্ণনায় সমতল পৃথিবী - ২য় খন্ড-এ বর্ণনা করা হবে কোরানে সমতল পৃথিবীর রাত দিনের পরিবর্তনের নিজস্ব ফর্মলা / কোরান সমতল পৃথিবীর রাত ও দিনের পরিবর্তনের ব্যখ্যা করেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে যেটার সাথে বাস্তব পৃথিবীর রাত-দিনের পরিবর্তনের সাথে কোন মিল নেই /
আবার কোরানে সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য দিয়েছে যেটা বাস্তব জগতের সূর্য, চন্দ্র ও তারকা প্রভৃতির সাথে কোন মিল নেই /
অর্থাত কোরান রাত-দিন এবং সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দিয়েছে যার সাথে বাস্তব জগতের দিন- রাত এবং সূর্য চন্দ্রের সাথে মিল নেই /
আর কোরআনের বর্ণনায় সমতল পৃথিবী - ২য় খন্ড-এ এসম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে /

লেখক পরিচিতি :

এম.কে.এ. আহমেদ ঢাকা বিভাগের কোন একটি জেলাতে তার গ্রামের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে ১৯৮৬ সালে / তার বাবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক ছিল / এবং অবসর নেবার কয়েক বছর পরে মৃত্যুবরণ করে / তার মা একজন গৃহিনী / বর্তমানে লেখকের পরিবার গ্রামে বাস করছে / তিনি ঢাকায় একটা প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত আছেন / ব্যাচেলর হিসেবে স্বাধীন জীবন যাপন করছেন /

লেখকের পরিবারের সবাই অন্ধ আস্তিক ; একমাত্র লেখক নাস্তিক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে /

তার লেখনীর মাধ্যমে সবসময় ধর্মের খারাপ দিক গুলো তুলে ধরতে সে বদ্ধ পরিকর /

এই বইটিতে সে কোরআনের ভুল অত্যন্ত সফলতার সাথে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন /

তার পরবর্তী বই **কোরআনের বর্ণনায় সমতল পৃথিবী - দ্বিতীয় খন্ড** শীঘ্রই বের হবে /